আসহাবে কাহ্‌ফের ইতিবৃত্ত

মোস্তাফিজুর রহমান

আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত

মোস্তাফিজুর রহমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত
মোস্তাফিজুর রহমান
[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পরে আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৭৬

ইফা প্রকাশনা : ২৬৮৫/১
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৯
ISBN : 978-984-06-1472-0

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৫
দ্বিতীয় প্রকাশ
মার্চ ২০১৭
চৈত্র ১৪২৩
জমাদিউস সানী ১৪৩৮

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ তাহের হোসেন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১১০.০০ (একশত দশ) টাকা

ASHABE KAHFER ETIBRITTO : Written by Mustafizur Rahman in Bangla and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books Pablication Project-2nd phase, Islamic Foundation, Agargaon, She-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 8181538.
E-mail : publicationifa@gmail.com
website : www.islamicfaundation.gov.bd.

Price : TK 110.00; US $: 6.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

পবিত্র কুরআনুল কারীম মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পাথেয়। এটি এমন এক অলৌকিক মহাগ্রন্থ, যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাসমূহ জানতে পারি। মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর ঘটনা বা বৃত্তান্ত এর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত সকল ঘটনার মধ্যেই মানবজাতির জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনুল কারীমের এ সকল ঘটনা ও এর মাধ্যমে মানবজাতির শিক্ষাসমূহ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সব সময়ই লেখক-গবেষকদের উৎসাহ জুগিয়ে আসছে। 'আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত' শিরোনামের গবেষণামূলক এ গ্রন্থটির মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ইতিবৃত্তান্তসহ এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকমহল বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাবেন।

আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নেই। এই প্রয়োজন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরুণ কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান 'আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত' শিরোনামের গ্রন্থটি রচনা করে এ অভাব অনেকটাই পূরণ করেছেন। এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। সুধি পাঠকদের কাছে মোস্তাফিজুর রহমান রচিত এ গ্রন্থটি তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আমরা আশা করি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠ করে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়ার পাশাপাশি এ ঘটনার শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাবেন।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকল নেক প্রয়াশ কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ধর্মদ্রোহী ও মূর্তি পূজারী রোম সম্রাট দাকিউস বা দাকিয়ানুস (২০১-২৫১ খ্রি.)-এর শাসনামলে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মাকসালমিনা, তামলীখা, মারতুনাস, ছনূনাস, ছাবীনূনাস, ইউওয়াছ ও কাআসতাতয়ূনাস নামক ৭ যুবকের ঈমানদীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনাকে ইতিহাসে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা কাহ্ফে মহান আল্লাহ তাদের কাহিনীকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা মূলত পৃথিবীবাসীর জন্য মহান আল্লাহর এক অন্যতম অলৌকিক নিদর্শন।

সম্রাট দাকিয়ানুস তার রাজত্বে প্রজাদেরকে মূর্তি পূজা ও মূর্তির নামে পশু জবাই করতে বাধ্য করতো। কিন্তু আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা সম্রাটের আদেশ অমান্য করে এক আল্লাহর ইবাদত করতো। গুপ্তচর মারফত খবর পেয়ে সম্রাট যুবকদেরকে দরবারে তলব করলে যুবকরা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে দৃঢ়চিত্তে ও নির্ভয়ে সম্রাটকে ঈমানের দাওয়াত প্রদান করে বলেছিল, "আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবো না, করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে" (সূরা কাহ্ফ, আয়াত-১৪)। সম্রাট তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাদেরকে মূর্তি পূজার দিকে ফিরে আসতে ভয় দেখালো। অন্যথায় তাদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলো।

আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা কুফরের সামনে মাথা নত না করে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। তাদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কাজকে পছন্দ করে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে দিলেন। অপরদিকে সম্রাট তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাদের গুহার প্রবেশ মুখ বন্ধ করে দিলো। গোপনে ঈমান গ্রহণকারী রাজ দরবারের কিছু লোক আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ইতিবৃত্তান্ত একটি শিশার ফলকে লিখে গুহার অভ্যন্তরে আবার কারো মতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রেখে দিল। মহান আল্লাহর অসীম কুদরতে আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা তাদের কুকুরসহ এ গুহাতেই দীর্ঘ ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে রইল।

বহুকাল পর দ্বিতীয় থিউডোসিয়াস (৪০৮-৪৫০ খ্রি.)-এর শাসনামলে দেশের জনগণ কিয়ামত হওয়া না হওয়া নিয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের এক

www.pathagar.com

দল কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল আর অপর দল কিয়ামতে বিশ্বাস করতো না। বাদশাহ দেশের জনগণের এরূপ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে এমন কোন নিদর্শন প্রেরণের জন্য দু'আ করলেন, যাতে কিয়ামতের বিষয়ে মানুষের চলমান বিতর্কের অবসান ঘটে। মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করে দীর্ঘ ৩০৯ বছর পর আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে পৃথিবীবাসীর সামনে এমন এক অকাট্য প্রমাণ পেশ করলেন, যাতে মানুষ অনুধাবন করতে পারে কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত এ ঘটনা শুধুমাত্র কিছু আল্লাহ-প্রেমিক যুবকের দীর্ঘকাল ঘুমে কাটিয়ে জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি মানবজতিকে অবগত করানোর জন্য নয়; বরং এ ঘটনা থেকে পুনরুত্থানের, একত্ববাদের, সত্য দ্বীনের প্রতি অবিচলতার ও রক্তচক্ষুর সামনে সত্য প্রকাশের দুরন্ত সাহসের শিক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া সত্যের পথে অবিচল থাকলে মহান আল্লাহর সাহায্য যে অবশ্যম্ভাবী তাও আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা থেকে জানা যায়।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা ছাড়া অন্য কোন ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে আসহাবে কাহ্ফের বিস্তারিত ঘটনা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে তুলে ধরতে ঐতিহাসিক, গবেষক ও তাফসীরবিদগণ যুগে যুগে প্রয়াশ চালিয়েছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। মহান আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শনাবলীর অন্যতম আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার উপর বাংলা ভাষায় এখনো পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়নি। বক্ষমান গ্রন্থের লেখক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক রচিত 'আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত' শিরোনামের গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২০১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করা হয়। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের নিকট গ্রন্থটি অত্যন্ত সমাদৃত হয় এবং অল্পকালের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের জন্য। লক্ষ-কোটি দূরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি মনবতার মুক্তির মহাসনদ আল কুরআনুল কারীম।

পবিত্র কুরআনুল কারীম মানবজাতির জন্য আয়না সরূপ, যার মাধ্যমে আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের কথা সম্পর্কে অবগত হতে পারি। ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা, যখন সবেমাত্র পবিত্র কুরানুল কারীমের অমীয় বাণী অবতীর্ণ হতে শুরু হয়েছে। মক্কার কাফের-মুশরিকরা পবিত্র কুরআনুল কারীমের এ অমীয় বাণী ও এর অনুসারীদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য যুলুম-নির্যাতন চালিয়েও যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবওয়াতী ও ইসলাম ধর্মের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা শুরু করলো। মক্কার কুরাইশরা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবওয়াত সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে মদীনার ইয়াহুদীদের পরামর্শক্রমে তাঁর নিকট তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। প্রশ্ন তিনটির একটি ছিল আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের সম্পর্কে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সূরা কাহ্‌ফ অবতরণের মাধ্যমে মক্কার কাফেদেরকে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পাশাপাশি বিশ্ববাসীর সামনে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা উন্মোচন করেন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করেননি, যার মধ্যে মানবজাতির কোন শিক্ষা নিহীত নেই। আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনার মধ্যেও মানবজাতির জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আসহাবে কাহ্‌ফের পরিচয়, গুহাবাসী যুবকদের ধর্মমত, সূরা কাহ্‌ফ অবতরণের প্রেক্ষাপট, সূরা কাহ্‌ফের বিষয়বস্তু, সূরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত, আসহাবুর রাকীমের পরিচয়, আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা, নাম ও কুকুরের বর্ণনা, আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের বয়স, সাহিত্যে আসহাবে কাহ্‌ফের প্রভাব, আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুরের মর্যাদা, আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার ভৌগলিক অবস্থান, আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার অবস্থান স্থল, আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনার সময়কাল, আসহাবে কাহ্‌ফের ঘুমের সময়সীমা,

www.pathagar.com

ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থা, ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের অবস্থা, আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের বর্তমান অবস্থা, আসহাবে কাহ্ফের সমাধিস্থলে মসজিদ নির্মাণ, সূরা কাহ্ফের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়, ভবিষ্যতের কাজের জন্য ইন-শা আল্লাহ্ বলা, আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত আলেচনা বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমাদের জানামতে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এককভাবে কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। এ অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তথ্য নির্ভর আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে অধ্যয়নকালে মাস্টার্স স্তরে থিসিস গ্রুপের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল আসহবে কাহ্ফের ঘটনা। থিসিসটির শিরোনাম ছিল 'পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্ফের বর্ণনা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা'। আমার থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ স্যার। গ্রন্থটি প্রকাশের এ শুভ মূহুর্তে তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে যারা আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পে 'আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত' শিরোনামের বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল স্যার ও প্রকল্প পরিচালক জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্যার-সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকা সত্বেও আমার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ হিসেবে বইটিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। গ্রন্থটিতে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সুহৃদ পাঠকগণ তা আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ্ সংশোধন করা হবে। 'আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্ত' শিরোনামের বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রন্থটিকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাযাতের জন্য কবুল করুন। আমীন!

মোস্তাফিজুর রহমান

www.pathagar.com

উৎসর্গ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত (কুরবাণী ও হজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে'।"

—(সূরা আন'আম, ৬ : ১৬২)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আসহাবে কাহ্ফের পরিচয়	১৩
গুহাবাসী যুবকদের ধর্মমত	৩৪
সূরা কাহ্ফ অবতরণের প্রেক্ষাপট	৩৬
সূরা কাহ্ফের বিষয়বস্তু	৩৯
সূরা কাহ্ফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত	৪১
আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কীত আয়াতসমূহ	৪৩
আসহাবুর রাকীমের পরিচয়	৪৭
আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা, নাম ও কুকুরের বর্ণনা	৫১
আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের বয়স	৫৬
আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের পরিচয়	৫৭
আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের মর্যাদা	৫৯
আসহাবে কাহ্ফের গুহার ভৌগলিক অবস্থান	৬১
আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থান স্থল	৬৩
আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার সময়কাল	৮৬
আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের সময়সীমা	৮৯
ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থা	১০০
ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের অবস্থা	১০৬
আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের বর্তমান অবস্থা	১২৫
আসহাবে কাহ্ফের সমাধিস্থলে মসজিদ নির্মাণ	১২৭
সূরা কাহ্ফের সাধারণ শিক্ষনীয় বিষয়	১৩১
ভবিষ্যতের কাজের জন্য ইন-শা-আল্লাহ্ বলা	১৩৩
আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার শিক্ষা	১৪৪
নাটক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ	১৫৫
সাহিত্যে আসহাবে কাহ্ফের প্রভাব	১৬৬
বাংলা সাহিত্যে আসহাবে কাহ্ফ	১৬৯
উপসংহার	১৭১
গ্রন্থপঞ্জি	১৭৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের পরিচয়

اصحاب الكهف-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ :

اصحاب একটি আরবী শব্দ। শব্দটি صاحب শব্দের বহুবচন। صحب মূলধাতু থেকে উদগত একটি বিশেষ্য। আভিধানিকভাবে শব্দটির অর্থ হলো সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, মালিক, কর্তা, ওয়ালা, অধিকারী ইত্যাদি।[১]

الكهف শব্দটি একবচন, বিশেষ্য। এর বহুবচন হলো كهوف। আভিধানিকভাবে শব্দটির অর্থ হলো গুহা, পর্বত গুহা, পাহাড়ের গুহা, পর্বত কন্দর, গর্ত, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি।[২] الكهف (আল কাহ্ফ) পবিত্র কুরআনুল কারীমের ১৮ নম্বর সূরার নাম। শব্দটি পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফের ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭ ও ২৫ নং আয়াতে মোট ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

اصحاب الكهف এটি একটি খণ্ডবাক্য, اصحاب শব্দটি مضاف আর الكهف শব্দটি مضاف إليه। সুতরাং আসহাবুল কাহ্ফের অর্থ দাঁড়ায় গুহার অধিবাসীগণ, গুহার অধিকারীগণ বা গুহাবাসী। সাধারণত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফকে বাংলা ভাষায় গুহাবাসী হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়।

আসহাবে কাহ্ফ পরিচিতি :

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

---

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭ খ্রী., সং-৪, পৃ- ৫০৭।

২. সম্পাদনা পর্ষদ, আরবী-বাংলা অভিধান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৬ খ্রী., খণ্ড - ২, পৃ-৫৭৪; মাওলানা এ.এম.এম সিরাজুল ইসলাম, আল কুরআনের বাংলা অভিধান, ইসলামিয়া কুরআন মহল, ঢাকা, ২০০২ খ্রী., পৃ-৩৪১; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ- ৬৭৪।

৩. মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, আল মু'জামুল মুফাহরাম লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম, দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৭ খ্রী., পৃ-৭২৩।

www.pathagar.com

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى - وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا-

"আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তাঁরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল: আমাদের পালনকর্তা আসমান ও জমিনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।"[৪]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ আসহাবে কাহ্‌ফের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করেননি বরং তাদের পরিচয়ের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আর এটিই পবিত্র কুরআনের বর্ণনাশৈলীর এক অনুপম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঐতিহাসিক, গবেষক ও তাফসিরবিদগণ আসহাবে কাহ্‌ফের পরিচয় বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বক্ষমান পুস্তকে তারই সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাবো।

যে সকল প্রাচ্য ভাষায় আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের এ চমকপ্রদ ইতিবৃত্তান্তের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে সেগুলো হলো সুরয়ানী (Syriac), কিবতী (Coptic), আরবী, হাবশী ও আরমানী ভাষা। এগুলোর মধ্যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির শেষভাগে সুরয়ানী ভাষায় য়াকূব (Jacob) এবং জেম্‌স (James) এর বর্ণনা প্রাচীনতম যা বৃটিশ মিউজিয়ামে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের একটি পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত আছে। আসহাবে কাহ্‌ফের পরিচয় সংক্রান্ত এ বর্ণনাকেই প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এতে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী দীর্ঘ কলেবরে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত কাহিনীতে শুধু স্থান ও কাল নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদেরকে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বি হিসাবে আখ্যায়িত করা

৪. সূরা কাহাফ, আয়াত ১৩ - ১৪।

www.pathagar.com

হয়েছে। এই কাহিনীর সূত্রপাত হয় রোম সম্রাট দাকিউস বা দাকিয়ানুস (Decius, ২০১-২৫১) এর আমলে।[৫]

আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) (মৃঃ ৭৬৮ খ্রীঃ) উল্লেখ করেন, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিগড়ে গিয়েছিল, ফলে তারা জঘন্য অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর তাদের রাজা-বাদশাহ্রা সীমালংঘনের অভ্রংলিহ চূঁড়ায় আরোহন করেছিল। এমনকি তারা প্রতিমা পূঁজা ও প্রতিমার নামে পশু কুরবানী শুরু করে দিয়েছিল। অবশ্য তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা ঈসা (আ)-এর ধর্মে অবিচল থেকে এক আল্লাহর ইবাদত করতো। রোম সম্রাট দাকিয়ানুস ছিল ধর্মদ্রোহী বাদশাহ্দের অন্যতম। সে প্রকাশ্যে শিরিকে লিপ্ত হয়েছিল এবং তার মতের বিরোধীদের হত্যা করতো। সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে অধিবাসীদের মূর্তি পূঁজা ও মূর্তির নামে পশু জবাই করতে বাধ্য করতো। অবাধ্যদের সে হত্যা করতো। একবার সে আসহাবে কাহ্ফ তথা গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী যুবকদের শহর 'আফাসুসে' যায়। এ সকল যুবক ছিল রোমের সম্ভ্রান্ত ও শরীফ পরিবারের সন্তান। তারা সংখ্যায় ছিল আটজন। তারা যখন মুমিনদের এ ধরনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দেখলো তখন বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা নামায-রোযায় লিপ্ত হলো, দান-খয়রাত করলো এবং তাসবী-তাহ্লীল ও দোআয় আত্মনিয়োগ করলো। তারা মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করলো–"হে আমাদের রব! হে আসমান ও যমীনের রব! আমরা কখনও তোমাকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না। তোমাকে ছেড়ে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করলে তা হবে সীমালংঘন ও যুলুম। আপনি আপনার মুমিন বান্দাদের থেকে এ ফিতনা ও বিপদ দূর করুন, যেন তারা প্রকাশ্যে আপনার ইবাদত করতে পারে।" যখন তারা সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করে এ দোয়া করছিল তখন অত্যাচারী সম্রাট দাকিয়ানুসের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী বাদশাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করলো। তারা বাদশাহ্র কাছে যুবকদের ব্যাপারে বললো, "আপনি অন্যান্য সকল লোককে মূর্তির

---

৫. সম্পাদনা পর্ষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., খণ্ড-৩, পৃ - ১৫১।

www.pathagar.com

নামে পশু যবাই করার হুকুম দেন, অথচ আপনার খান্দানের এ যুবকেরা আপনার মতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বিদ্রুপ করে ও আপনার নির্দেশ অমান্য করে।" একথা শুনে সম্রাট যুবকদের রাজ দরবারে উপস্থিত করার হুকুম দিল। নির্দেশ অনুযায়ী যুবকদের রাজ দরবারে উপস্থিত করা হলো। তখন তাদের সবার চেহারা ছিল মলিন এবং চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। সম্রাট তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো, সারা পৃথিবীতে আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করা হয়, তোমাদের শহরেরও তোমাদের মুরুব্বি ও সর্দারগণ তাদের উপাসনা করে এবং সেই উপাস্যদের নামে পশু যবেহ করে; সে ক্ষেত্রে তোমাদের অভিবাবক ও সর্দারদের অনুকরণ করতে কে তোমাদের বাধা দিল? হয় তোমরা আমাদের উপাস্যদের নামে যবেহ করবে, নয়তো আমি তোমাদেরকে হত্যা করব। তখন তাদের মধ্যে বয়সে বড় 'মাকসালমীনা' নামক যুবক বললো, "আমাদের ইলাহ তো সেই মহান সত্তা, আসমান-যমীন জুড়ে যাঁর মহত্ব ও সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা আর কারো ইবাদত কখনও করব না। আমাদের সকল প্রশংসা তাঁরই হবে, আমরা তাঁরই মহত্ত্ব ঘোষণা করি, ঘোষণা করি একমাত্র তাঁরই পবিত্রতা। আমরা তাঁরই ইবাদত করি, তাঁরই কাছে মুক্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমরা এ সকল প্রতিমার ইবাদত কখনই করব না। আমাদেরকে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।" মাকসালমীনার অন্য সাথীরাও বাদশাহ্কে একই কথা বললো। তাদের বক্তব্য শুনে সম্রাট দাকিয়ানুস তাদের পরিধেয় সম্ভ্রান্ত বা কুলিন পোষাক খুলে ফেলার নির্দেশ দিল। নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে সম্রাট তাদেরকে বললো, আমি যে শাস্তির কথা ঘোষণা করছি তা আমি অবশ্যই তোমাদের ব্যাপারে কার্যকর করবো। তবে আমি দেখছি; তোমরা নওজোয়ান। এ কারণে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়া করছি না। আর আমি পছন্দ করছি না যে, তোমাদেরকে চিন্তা ভাবনার সুযোগ না দিয়েই তোমাদের হত্যা করে ফেলি। অতঃপর সম্রাট যুবকরা স্বর্ণ-রৌপ্যের যে সকল অলংকার পরিধান করেছিল তা খুলে ফেলার নির্দেশ দিল। পরবর্তীতে সম্রাট দাকিয়ানুস বিশেষ প্রয়োজনে নিকটবর্তী অন্য শহরে চলে গেল। সম্রাটের শহর ত্যাগের পর যুবকরা ভাবল যে, সে ফিরে এসেই তাদেরকে হত্যা করবে। এ সুযোগে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে,

www.pathagar.com

প্রত্যেকেই তার পিতার ঘর থেকে কিছু টাকা-পয়সা সংগ্রহ করবে। অতঃপর সংগৃহীত সম্পদ থেকে গরিবদেরকে কিছু দান করবে এবং অবশিষ্ট পাথেয় হিসাবে রাখবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা তাদের শহরের নিকটবর্তী 'বেজলুস' নামক পাহাড়ের একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবে।[৬]

আলোচনা মোতাবেক তারা প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে টাক-পয়সা নিয়ে এসে কিছু গরীব-মিসকিনদের মাধে সদকা করলো এবং অবশিষ্টাংশ নিয়ে পথ চলতে শুরু করলো। হযরত কা'ব আল আহবার (রা) বলেন, পথে একটি কুকরও যুবকদের সাথী হলো। যুবকরা কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিলেও সে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করলো না। তারা কয়েকবার চেষ্টা করেও কুকুরটিকে তাড়াতে পাড়লো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যুবকরা সংখ্যায় ছিল সাত জন। পথ চলার সময় তারা একজন রাখালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। তার একটি কুকুর ছিল। রাখাল যুবকদের ধর্ম গ্রহণ করে তাদের সঙ্গী হলে কুকুরটিও তাদের সাথী হয় এবং শহরের নিকটবর্তী একটি গুহার উদ্দেশ্যে তারা বের হয়ে পড়ে।"[৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যুবকরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করার পর সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামায, রোজা, তাসবীহ, তাকবীর ও হামদ করা ব্যতীত তাদের আর কোন কাজ ছিল না। তারা তাদের সাথী তামলীখার কাছে তাদের সব টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলো। তামলীখা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সাহসী বীরপুরুষ। সে চুপে চুপে শহরে গিয়ে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতো। শহরে প্রবেশের সময় সে ভাল পোষাক খুলে গরীব-মিসকিনদের পোষাক পরিধান করে শহরে গিয়ে খাবার কিনে আনতো। তাছাড়া শহরে তাদের নিয়ে কোন আলোচনা হয় কিনা তাও সে জানতে চেষ্টা করতো। এভাবে তারা অনেকদিন সেখানে অতিবাহিত করলো। কিছুদিন পর সম্রাট 'দাকিয়ানুস' শহরে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মূর্তির নামে কুরবানী ও ইবাদত করতে নির্দেশ দিল।

---

৬. আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথি (র.), সম্পাদনা পর্ষদ, তফসীরে মাজহারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৩৫- ৪৩৭।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৩৭।

www.pathagar.com

এতে শহরে বসবাসকারী মুমিনরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তামলীখা শহরে গিয়ে এ খবর সম্পর্কে অবগত হলো। সে কিছু খাবার নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল ও কাঁদতে কাঁদতে এ সংবাদ জানালো যে, জালিম বাদশাহ্ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে তাদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। এ দুঃখজনক সংবাদ অবগত হয়ে তারা মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় অবনত হয়ে দো'আ করতে লাগলো এবং ফিতনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলো। তামলীখা তাদেরকে বললো, ভাইসব! তোমরা সিজ্দাহ থেকে মাথা উঠাও এবং আহার শেষ করে মহান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা কর। তারা অশ্রুসিক্ত নেত্রে সিজদাহ থেকে মাথা উঠালো এবং আহার করলো। তখন ছিল সূর্যাস্তের সময়। তারা পরস্পর কথোপকথন ও একে অপরকে উপদেশ দিতে লাগলো। এমন সময় মহান আল্লাহ তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাদের কুকুরটি গুহার প্রবেশ পথে হাত বিছিয়ে বসে ছিল। সেও ঘুমিয়ে পড়লো। মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস রেখে তারা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো। তাদের টাকা-পয়সা তাদের শিয়রেই পড়ে রইলো। পরের দিন সম্রাট দাকিয়ানুস যুবকদের তালাশ করলো, কিন্তু সে তাদের খুঁজে পেল না। সে তার সভাসদকে বললো, যুবকদের জন্য যে আমি খুবই অস্থির। তারা ভেবেছে আমি হয়তো তাদের উপর খুবই রাগান্বিত, তবে আমি তাদের শাস্তি ক্ষমা করে দিতাম। শহরের বিশিষ্টজনেরা মন্তব্য করলো, এ সকল অবাধ্য, বদকার ও নাফরমানদের প্রতি আপনার দয়া দেখানো উচিৎ হয়নি। এরা কখনই তাওবা করে আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে না। আসলে এরই মধ্যেই চলে আসতো। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এমন মন্তব্যে সম্রাট ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যুবকদের পিতাদেরকে তার দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলো। উপস্থিত করার পর যুবকদের সম্পর্কে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের সেই অবাধ্য সন্তানরা কোথায়, যারা আমার নাফরমানী করেছে?" তারা বললো, "তারা তো আমাদের মাল-সম্পদ নিয়ে পালিয়েছে এবং শহরের বাজারে তা দান করে কোথায় চলে গেছে আমাদের জানা নেই। তবে আমরা আপনার একান্ত বাধ্য। আমরা আপনার নাফরমানী করিনি। তাই আমাদের অনুরোধ, অনুগ্রহ করে তাদের অপরাধে আপনি আমাদেরকে হত্যা করবেন না।" এ কথা

www.pathagar.com

শুনার পর বাদশাহ্ তাদেরকে ছেড়ে দিল এবং 'বেজলূস' গুহায় কিছু লোক পাঠালো। যুবকদের ব্যাপারে সম্রাট সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। মহান আল্লাহ তার অন্তরে একটি বুদ্ধির সঞ্চার করলেন। আর তা হলো 'গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া'। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যুবকদেরকে সম্মানিত করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং তাদেরকে পরবর্তী উম্মতের জন্য একটি নিদর্শন হিসেবে পেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি মানুষকে এ কথা সুস্পষ্ট জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই; আর আল্লাহ্ কবর থেকে মৃতকে অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন। সম্রাট 'দাকিয়ানুস' গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়ার আদেশ জারি করলো। সে বললো, তাদেরকে এই গুহার মধ্যেই থাকতে দাও, যা তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করেছে। এ গুহাতেই তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে, আর এ গুহাই হবে তাদের কবর। দাকিয়ানুস ভেবেছিল যে, যুবকরা জেগে আছে ও তারা তার কথা ও হুকুম শুনতে পাচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করেন এবং তাদের রূহ কবজ করলেন। গুহার প্রবেশ পথে তাদের সাথে আসা কুকুরটিও ঘুমিয়ে ছিল। যুবকরা ঘুমন্ত অবস্থায় কখনও ডানে আবার কখনও বামে পাশ পরিবর্তন করছিল। সম্রাট 'দাকিয়ানুস'-এর বংশের দুই ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদে ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা নিজেদের ঈমান গোপন রেখেছিল। তারা পরামর্শ করে আসহাবে কাহ্ফ তথা গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী এ সকল সৎ ও ঈমানদার যুবকদের নাম, বংশ ও তাদের পূর্ণ ঘটনা দুটি শিশার তক্তায় লিপিবদ্ধ করে একটি তামার সিন্দুকে আটকে একটি ঘরে পুঁতে রেখে দিল। তারা বললো, সম্ভবত কিয়ামতের পূর্বে মহান আল্লাহ্ কোন মোমিন জাতিকে এ স্থানে বিজয়ী করবেন আর বিজয়ীরা লিখিত এ তক্তা পাঠ করে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা জানতে পারবে।[৮]

হযরত উরায়দ ইবন উমায়র (র) বলেন, আসহাবে কাহ্ফ এমন কয়েকজন যুবক ছিল, যাদের গলায় হার পরিহিত ছিল, হাতে চুড়ি ছিল এবং মাথার চুল ছিল লম্বা । তাদের একটি শিকারী কুকুর ছিল। একবার তারা বড়

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩৮-৪৩৯।

www.pathagar.com

এক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অত্যন্ত পরিপাটি হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বের হলো এবং তারা কয়েকটি মূর্তিও সাথে নিল, যেগুলোকে তারা পূঁজা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত করলেন, ফলে তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, কিন্তু তারা একজন অপরজন থেকে ঈমানের বিষয়টি গোপন করে রাখলো। তাদের মধ্যে বাদশাহ্র একজন উজিরও ছিল। তারা প্রত্যেকেই মনে মনে বললো, এ সব কাফেরদের সাথে আমাদের থাকা উচিৎ নয়, বরং তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিৎ। যাতে এমন না হয় তাদের অপরাধের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত অবতীর্ণ শাস্তি আমাদেরও ভোগ করতে হয়। তাদের একজন যুবক পৃথক হয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসলো। এরপর আরো একজন বের হয়ে তাকে একাকী বসে আছে দেখতে পেয়ে মনে মনে ধারণা করলো যে, হয়ত তার অবস্থা আমার মতই হবে। কিন্তু সে তার মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করলো না। তারপর আরো একজন বের হয়ে তাদের কাছে বসে পড়লো। এমনিভাবে তাদের দলের সবাই এক জায়গায় একত্রিত হলো এবং একে অন্যের কাছ থেকে ঈমানের বিষয়টি গোপন রেখে ভয়াতুর দৃষ্টিতে একে অপরকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তোমরা এখানে একত্রিত হয়েছ কেন? এভাবে সবাই একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগলো। কিন্তু কেউই এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলো না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলো, প্রতি দু'জনে একটি করে দলে ভাগ হয়ে একান্ত গোপনে তাদের মনের কথা প্রকাশ করবে। এভাবে তারা একে অন্যের কাছে মনের কথা প্রকাশ করলে দেখা গেল যে, তারা সবাই এক আল্লাহ প্রতি ঈমান এনেছে। তাদের অবস্থান স্থলের কাছে একটি পাহাড়ী গুহা ছিল। তারা পরস্পরে বললো, "চল, আমরা এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করি, আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।" তারা সবাই গুহায় প্রবেশ করলো। গুহায় প্রবেশ করার পর তাদের সবাই গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলো এবং তিনশত নয় বছর তারা সেই গুহায় ঘুমিয়ে রইলো। গোত্রের লোকেরা যুবকদের না পেয়ে অনেক খোঁজাখোঁজি করলেও তাদেরকে আর খোঁজে পেল না। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং গুহাটি গোত্রের লোকদের দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। তারা নিরাশ হয়ে তাদের নাম ও বংশ তালিকা একটি ফলকে লিপিবদ্ধ

www.pathagar.com

করলো। তারা ফলকটিতে একথাও লিখলো যে, অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুক আমাদের আমিরজাদা ছিলেন। অমুক বাদশাহ্র রাজত্বকালে অমুক বছরের অমুক মাসে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করার পরও তাদের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তারপর ফলকটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাখা হলো। তারা বললো, "বিষয়টি অবশ্যই রহস্যজনক।" কিছুদিন পর বাদশাহ্ মৃত্যুবরণ করেন, তারপর কয়েক শতাব্দী কাল অতীত হয়ে যায়।[৯]

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা যে শহরে বসবাস করতো, সেখানে একবার হযরত ঈসা (আ) এর একজন হাওয়ারী (সহচর) আগমন করেন। তিনি শহরে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করলে তাঁকে বলা হলো, শহরের দরজায় একটি মূর্তি রয়েছে, তাকে সেজদাহ করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি এই শহরে প্রবেশ করতে পারে না। এ কথা জানার পর তিনি শহরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকলেন। তিনি শহরের উপকণ্ঠে এক গোসলখানায় চাকুরীর জন্য গেলেন। সেখানে তিনি চাকুরী পেয়ে কাজ করতে লাগলেন। শহরের কিছু যুবক ঈসা (আ) এর সহচরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুললো। তিনি তাদেরকে ঈমানের দিকে আহবান করলে তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনলো। হযরত ঈসা (আ) এর সহচরের চাকুরীর শর্ত ছিল দিনের বেলায় গোসলখানায় কাজ করবে আর রাতে নিজের কাজে ব্যয় করবে। তার নামায ও ইবাদতে কেউ প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। শর্ত অনুযায়ী তিনি কাজ করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় একদিন এক রাজকুমার এক নারী নিয়ে হাম্মামে প্রবেশ করতে চাইলে ঈসা (আ)-এর সহচরের বাধায় লজ্জিত হয়ে ফিরে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পর রাজকুমার পুনরায় সেখানে আসে এবং তাঁকে গালাগাল করে নারীসহ হাম্মামে প্রবেশ করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা উভয়ই হাম্মামে প্রাণ ত্যাগ করে। এদিকে বাদশাহ্কে জানানো হয়, হাম্মামের চাকর হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরই রাজকুমারকে হত্যা করেছে। এরূপ অভিযোগের ফলে তিনি চাকুরী ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বাদশাহ্ লোকজনের কাছে তার সঙ্গী সাথীদের পরিচয় জানতে

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৩৯- ৪৪০।

www.pathagar.com

চাইলে তাদের পরিচয় দেয়া হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেল তার অনুসারীরাও তার সাথে শহর থেকে পালিয়েছে। পলায়নকারী এ সকল যুবক শহর থেকে পালাবার সময় রাস্তায় তাদেরই মত একজন ঈমানদার যুবকের সাথে সাক্ষাত ও পরিচয় হলে সেও তাদের পথ অনুসরণ করে তাদের সাথী হয়। তার সাথে একটি কুকুর ছিল। সে তার কুকুরটিকেও সাথে নিয়ে চলল। চলতে চলতে একটি গুহার নিকট রাত হয়ে গেল। যুবকরা সে গুহায় প্রবেশ করে বললো, আমরা আজ এখানেই রাত কাটাব ইন-শা আল্লাহ। ভোরে চিন্তা ভাবনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিলেন। এদিকে বাদশাহ্ সৈন্য সামন্তসহ তাদের অনুসন্ধানে বের হলে তাদেরকে গুহায় পেয়ে গেল। রাজ সৈন্য দলের একজন গুহায় প্রবেশ করতে চাইলে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কোনভাবেই সেখানে ঢুকতে পারল না। তখন তাদের একজন বাদশাহ্কে জিজ্ঞেস করলো, তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারলে আপনি কি তাদেরকে হত্যা করতেন না? জবাবে তিনি বললেন অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবো। সে বললো, তাহলে আপনি গুহার প্রবেশ পথে একটি দেয়াল নির্মাণ করুন যাতে তারা ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করে। বাদশাহ্র নিকট তার এ পরামর্শ যথাযথ মনে হলে পরামর্শ অনুযায়ী গুহা মুখে একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হলো। গুহার অভ্যন্তরের এ সকল যুবকই ছিল আসহাবে কাহ্ফ।[১০]

হযরত ওয়াহাব (র) বলেন, গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ করার অনেক যুগ পর একবার এক রাখাল ছাগল চড়াতে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফের গুহার কাছে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের কবলে আক্রান্ত হলো। তখন সে মনে মনে বললো, যদি আমি গুহার দরজা খুলে আমার ছাগলগুলো ঢুকিয়ে দিতে পারি তাহলে এগুলোকে রক্ষা করা যাবে। তখন সে গুহার দরজা খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। রাখালের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে গুহার দরজা খুলে গেল। কিন্তু যখন ভোর হলো তখন মহান আল্লাহ্ যুবকদেরকে জাগিয়ে দিলেন।[১১]

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, দীর্ঘকাল পর একজন ঈমানদার সৎ ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হন। তার নাম ছিল 'বায়দুছীছ'। অতি

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪০-৪৪১।

১১. প্রাগুক্ত,

www.pathagar.com

সুন্দর ও শৃঙ্খলার সাথে তিনি দীর্ঘ ৬৮ বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এক পর্যায়ে জনসাধারণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল মহান আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করতো আর অপরদল কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল। বাদশাহ্ ছিলেন অত্যন্ত নেককার। এরকম ঘটনার ফলে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইলেন। দিন দিন বাতিল পন্থীদের দল ভারি হতে লাগলো। সম্রাট 'বায়দুছীছ' তাঁর দৃষ্টিতে যারা সত্যপন্থী ছিলেন তাদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু আলোচনার পর বুঝা গেল তিনি যাদেরকে সত্যপন্থী মনে করতেন তারাও কিয়ামতে অবিশ্বাসী এবং তারা মানুষকে খৃষ্ট ধর্ম থেকে মুরতাদ বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বাদশাহ্ একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি কায়োমনোবাক্যে মহান আল্লাহর কাছে এমন কোন নিদর্শন প্রেরণের প্রার্থনা করলেন যাতে এ সকল নাস্তিক ও মুরতাদদের বাতুলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং আসহাবে কাহ্ফের মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাদের সামনে এমন এক অকাট্য প্রমাণ পেশ করলেন, যাতে তারা অনুধাবন করতে পারে কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।[১২]

যে এলাকায় আসহাবে কাহ্ফের গুহা অবস্থিত ছিল, সে এলাকার একজন ব্যক্তির মনে মহান আল্লাহ্ উদয় করে দিলেন যে, গুহার দরজায় যে ঘর তৈরী করা হয়েছিল, তা ভেঙ্গে সেখানে তার ছাগলের জন্য একটি আস্তাবল নির্মাণ করবে। লোকটির নাম ছিল 'উলিয়াছ'। এ কাজে সে দু'জন শ্রমিক নিয়োগ করল। তারা গুহা মুখের সব পাথর সরিয়ে ফেললো। গুহার দ্বার উন্মোক্ত হওয়ার পর মহামহীম আল্লাহ আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের জাগিয়ে দিয়ে গুহার মুখে বসিয়ে দিলেন। তারা অতি উৎফুল্লতার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সেখানে বসে রইল। তারা একে অপরকে সালাম করছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, স্বাভাবিকভাবেই শেষ রাতে তাদের ঘুম ভেঙ্গেছে। তারা তাদের অভ্যাস মত নামায আদায় করলো। তাদের চেহারায় অস্বাভাবিকতার কোন লক্ষণ ছিল না। যখন তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে,

১২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪১- ৪৪২।

www.pathagar.com

তখনও তাদের ধারণা ছিল তাদের বাদশাহ্ 'দাকিয়ানুস' তাদের খোঁজ করছে। অবশ্য এতটুকু ধারণা অবশ্যই ছিল যে, সেদিন তারা অন্য দিনের তুলনায় কিছু বেশী ঘুমিয়েছে। ফলে তারা একে অপরকে ঘুমের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। তাদের ঘুমের সময় সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন একজন মন্তব্য করলো, একদিন কিংবা দিনের অংশ বিশেষ তারা ঘুমিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘুমের সময় সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অবশেষে তারা বললো, আমাদের রব মহামহিম আল্লাহ্ এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।

নামায শেষে যুবকরা তাদের সঙ্গী তামলীখা; যার কাছে তাদের খরচের টাকা গচ্ছিত ছিল, তাকে এই বলে অনুরোধ করলো, তুমি শহরে গিয়ে চুপিসারে আমাদের ব্যাপারে কি ঘটছে, বাদশাহ্ আমাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা জেনে আস। সেই সাথে আমাদের জন্য কিছু খাবার ক্রয় করে নিয়ে এসো। তারা তাদের সাথীকে বেশি পরিমাণ খাবার নিয়ে আসতে বললো, কারণ তুলনামূলক বেশি ঘুমের কারণে তারা খুবই ক্ষুধার্ত ছিল।

'তামলীখা' ছদ্মবেশ ধারণ করে দাকিয়ানুসী যুগের মুদ্রা নিয়ে শহরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। গুহার প্রবেশ পথে উপস্থিত হয়ে সে লক্ষ্য করলো গুহার দরজার একটি পাথর উপড়ানো। এতে সে বিস্মিত হলেও বুকে সাহস নিয়ে সদর পথ এড়িয়ে সরু পথে শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলো। মনে মনে সে দাকিয়ানুসের বাহিনীর সদস্যদের হাতে ধরা পড়ার ভয় করছিল। অথচ দাকিয়ানুস ও তার পরিবার পরিজন যে ৩০০ বছর পূর্বেই দুনিয়া থেকে তিরোহীত হয়েছে সে ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তামলীখা যখন শহরের মূল ফটকে উপস্থিত হলো, তখন ফটকের উপর মুমিনদের বিজয় নিশান তার দৃষ্টিগোচর হলো। মুমিনদের এ বিজয় চিহ্ন দেখে সে বিস্ময়াভিভূত হলো ও সতর্ক দৃষ্টিতে ডানে বামে দৃষ্টি ফিরাতে লাগলো। তখন সে শহরের এ ফটক ছেড়ে অন্য ফটকের কাছে একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করল। তখন তার মনে ধারণা হতে লাগল, এ যেন সে শহর নয়, যে শহর তার পরিচিত ছিল। সে তার আশপাশে একেবারেই নতুন লোকজনদের দেখতে পেল, যাদেরকে সে পূর্বে কখনই দেখেনি। এ অবস্থায় দারুণ বিস্ময়ের সাথে সে পথ চলতে লাগলো। নিজেকে তার কাছে দিশেহারা মনে

www.pathagar.com

হলো। সে পুনরায় পূর্বের দরজার কাছে ফিরে আসলো ও সেই বিজয় চিহ্নই প্রত্যক্ষ করলো। সে মনে মনে বলছিল, হায়! আমি এ কোন দৃশ্যের সম্মূখীন? গতকাল সন্ধ্যায় তো ঈমানদাররা এ দৃশ্য দেখতে উদ্‌গ্রীব ছিল কিন্তু প্রকাশে ছিল অক্ষম। অথচ আজ প্রকাশ্যে এ দৃশ্য বিদ্যমান। তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছি? অতঃপর সে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শহরে প্রবেশ করলো এবং চলতে চলতে বাজারে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে সে লোকজনকে হযরত ঈসা (আ) এর নামে শপথ করতে শুনতে পেল, এতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এ বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হল যে, অবশ্যই সে পথ ভুলে দিশেহারা হয়েছে। সে শহরের একটি দেয়ালের সাথে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং মনে মনে বললো, মহান আল্লাহর শপথ! গত সন্ধ্যায়ই তো এ ভূমিতে গুটিকয়েক লোক ছাড়া হযরত ঈসা (আ) এর নাম উচ্চারণ করার মতো কেউ ছিল না, অথচ একদিনেই এমন কি ঘটলো যে সবাই নির্দিধায় তাঁর নাম উচ্চারণ করছে? মনে মনে সে আবারো ভাবলো, সম্ভবত আমি অন্য কোন শহরে প্রবেশ করেছি। এটি তো আমার পরিচিত সে শহর না। তারপর সে অস্থিরচিত্তে এক যুবকের কাছে শহরের নাম জিজ্ঞেস করলে সে জানালো শহরটির নাম 'আফসূস'। তখন সে মনে মনে ভাবল, সম্ভবত আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি। মহান আল্লাহর কসম! আমি লাঞ্ছিত কিংবা বিপদে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার আগেই এ শহর ত্যাগ করা উচিত। তারপর তার কিছু চেতনা বা জ্ঞান ফিরে আসলে ভাবলো, মানুষ আমাকে চিনার আগেই এ শহর ত্যাগ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সে এক খাবারের দোকানে একটি মুদ্রা দিয়ে খাবার ক্রয় করতে চাইলো। মুদ্রা হাতে নিয়ে দোকানদার আশ্বর্যান্বিত হয়ে মুদ্রার সীল ও নকশার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করল। অত্যন্ত আশ্বর্যান্বিত হয়ে দোকানী অন্য দোকানদারদের মুদ্রাটি দেখালে তারাও বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল। মুদ্রাটি দেখে তারা মন্তব্য করলো, এ লোকটি মাটির নিচে বহু পুরানো যুগের কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। তামলীখা দোকানদারকে তার মুদ্রা নিয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সে ভাবল, সম্ভবত এ লোকগুলো তাকে চিনে ফেলেছে এবং তাকে সম্রাট দাকিয়ানুসের কাছে ধরে নেয়ার পরামর্শ করছে। আরও কিছু লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে তামলীখাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ

করলো। কিন্তু তারা কেউ তাকে চিনতে পারল না। এ অবস্থায় ভীত হয়ে সে তাদেরকে বলল, "তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমরা আমার মুদ্রাও নিয়েছ আবার খাবারও দিচ্ছ না। খাবার আমার প্রয়োজন নেই আর মুদ্রাটিও রেখে দাও।" তখন তারা তার ঘটনা ও পরিচয় জানতে চাইলো। তারা তাকে বললো, নিশ্চয় তুমি পূর্ববর্তী যুগের কোন গুপ্তধন লাভ করেছ, যা আমাদের কাছে তুমি গোপন করছ। যদি তুমি আমাদেরকে তোমার আবিস্কৃত গুপ্তধনের স্থানে নিয়ে যাও ও আমাদেরকে এর অংশীদার কর, তাহলে তোমার এ বিষয়টি আমরা গোপন রাখব। অন্যথায় আমরা তোমাকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্র কাছে সোপর্দ করব। আর তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। তামলীখা তাদের কথা শুনে মনে মনে বললো, যেসব বিপদকে আমি ভয় করেছিলাম, আমি তার মধ্যেই জড়িয়ে পড়েছি। তারা তাকে বললো, হে যুবক! যে ধন তুমি লাভ করেছ, তুমি আমাদের থেকে তা গোপন করতে পারবে না। তামলীখা তাদের এসব কথার কি জবাব দিবে বুঝে উঠতে পারছিল না। আর এ কারণে সে কোন জবাব না দিয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তারা তাকে এভাবে নিরবে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার চাদরটি গলায় লাগিয়ে টানতে টানতে শহরের গলিতে নিয়ে গেল। লোকজন তার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা জানাল, গুপ্তধনপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয়েছে। এ কথা জানার পর শহরের লোকজন তার চারপাশে ভীড় করে তাকে দেখতে লাগলো। তারা বললো, আল্লাহ্র কসম! এ লোকটি এ শহরের নয়। তামলীখা কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। তাই সে নিরবতা অবলম্বন করলো। তবে সে নিশ্চিত ছিল যে, তার পিতা, ভাই ও জ্ঞাতী-গোষ্ঠীর লোকেরা এ শহরেই বসবাস করে এবং তারা এ শহরের আমীর ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোক। যখন তারা তার এই করুণ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে তখন অবশ্যই তারা তাকে স্ব-সম্মানে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। বেচারা এ অপেক্ষাতেই প্রহর গুনতে লাগলো। এমন সময় লোকেরা তাকে শহরের দু'জন বড় শাসক ও ব্যবস্থাপকের কাছে নিয়ে চলল। তারা দু'জনই অত্যন্ত সৎ লোক ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল 'আরয়ূস' আর অপরজনের নাম ছিল 'আশতীউস'। তামলীখাকে যখন তাদেব কাছে নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া হচ্ছিল, তখন সে ভেবেছিল তাকে দাকিয়ানুসের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাস্তায় সে ডানে বামে তাকাচ্ছিল আর রাস্তার দু'পাশে মানুষ তাকে দেখে পাগলের মত বিদ্রুপ ও উপহাস করছিল। এ অবস্থায় সে ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগল। তখন সে আকাশের দিকে মাথা তুলে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলো, হে আল্লাহ! হে আসমান-যমীনের মা'বুদ! আজ আপনি আমাকে ধৈর্য্য দিন এবং আপনার পক্ষ্য থেকে আমার সাহায্যের জন্য কোন সাহায্যকারী প্রেরণ করুন, যিনি এই যালিমের নিকট আমাকে সাহায্য করবেন। সে কেঁদেই চলল এবং মনে মনে বললো, হায়! আজ আমার ভাইদের থেকে আমার বিচ্ছেদ ঘটবে। হায়! আমি যে বিপদের সম্মুখীন! তারা যদি তা জানতে পেরে আমার নিকট আসতো, তবে আমরা একই সাথে যালিমের সামনে বুক টান টান করে দৃঢ় চিত্তে দাঁড়িয়ে যেতাম। আমরা তো পরস্পর এই চুক্তি করেছিলাম যে, জীবনে-মরণে কখনও আমরা পৃথক হব না। তামলীখা যখন এসব কথা ভাবছিল তখনই লোকেরা তাকে শাসকদ্বয় 'আরয়ূস' ও 'আশতীউস' এর সামনে উপস্থিত করলো। সে যখন লক্ষ্য করলো তাকে দাকিয়ানুসের সামনে আনা হয়নি তখন সে সম্বিত ফিরে পেল ও কান্না বন্ধ করল।[১৩]

আরয়ূস ও আশতীউস মুদ্রাটি নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো ও বিস্ময়ে অভিভূত হলো। এরপর তাদের একজন তামলীখাকে জিজ্ঞেস করলো, হে যুবক! যেখানে তুমি মুদ্রাটি পেয়েছ সেই গুপ্ত ধনাগারটি কোথায়? জবাবে তামলীখা বললো, আমি কোন গুপ্তধন পাইনি। বরং এই মুদ্রা আমি আমার বাপ-দাদা থেকে পেয়েছি, এ শহরেই এ মুদ্রার সীলমোহর করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি নিজেই আমার অবস্থা বুঝতে পারছি না, তাই আপনাদেরকে যে আমি কি জবাব দিব তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তখন তাদের একজন তার পরিচয় জানতে চাইলে সে জানাল, সে এ শহরেরই একজন অধিবাসী। তাদের একজন পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তোমার পিতার নাম কি? এ শহরে কেউ কি তোমাকে চিনে? তখন সে তার পিতার নাম বললো। কিন্তু উপস্থিত কেউ না তাকে চিনল না তার পিতাকে।

---

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪২-৪৪৫।

www.pathagar.com

শাসকদের একজন তাকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি একজন মিথ্যাবাদী। তুমি আমাদের কাছে সত্য গোপন করছ। এরূপ মন্তব্য শুনে তামলীখা হতবম্ব হয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল। উপস্থিত লোকদের কেউ তাকে পাগল বললো, আবার কেউবা তাকে পাগলামির অভিনয় করছে বলে মন্তব্য করলো। শাসকদের একজন রূঢ় কণ্ঠে তাকে বললো, তুমি কি ভেবেছ, "এ মুদ্রা তুমি তোমর বাপ-দাদা থেকে পেয়েছে" এ কথা বললেই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব এবং ছেড়ে দিব? অথচ এ মুদ্রায় তিনশত বছরেরও অধিক পুরোনো সীল নকশা রয়েছে। তুমি একজন নওজোয়ান, তুমি আমাদেরকে মিথ্যা বলে কি আমাদেরকে বশ করে ফেলবে? অথচ আমরা বয়সের ভারে অভিজ্ঞ যা তুমি দেখতেই পাচ্ছ। আর তোমার পাশে উপস্থিত ব্যক্তিরা এ শহরের সর্দার ও কর্মকর্তা। শহরের সব ধনভাণ্ডার আমাদের হাতে। অথচ এগুলোর মধ্যে এ ধরণের কোন মুদ্রার অস্তিত্ব নেই। আমি ভাবছি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্টে নিক্ষেপ করবো। আর যতক্ষণ না তুমি এ গুপ্তধন লাভ করার কথা স্বীকার করবে, তুমি সেখানেই বন্দি থাকবে। শাসকদের এসব কথার পর তামলীখা বললো, আমি একটি কথা আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি, যদি আপনারা আমার প্রশ্নের সত্য জবাব দেন, তবে আমার সবকিছু সত্য সত্য আপনাদের জানিয়ে দিব। তারা বললো, তোমর যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। আমরা কোন কিছুই তোমার কাছে গোপন রাখব না। সে জিজ্ঞেস করলো, সম্রাট দাকিয়ানুস কোথায়? তারা বললো, বর্তমান বিশ্বে এ নামের কোন বাদশাহ্‌র অস্তিত্ব নেই। বহু প্রাচীনকালে এ নামে এক বাদশাহ্‌ ছিলেন। তিনি আর এখন জীবিত নেই। তারপর তো বহু যুগ অতীত হয়েছে। তখন তামলীখা বললো, তাহলে তো আমি অবশ্যই দিশেহারা হয়েছি এবং আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এ কথা বলে সে বললো; আমরা কয়েকজন যুবক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম। আর বাদশাহ দাকিয়ানুস আমাদেরকে মূর্তি পূজা করার ও মূর্তির নামে পশু কুরবাণী করতে বাধ্য করেছিলেন। ফলে আমরা গতকাল সন্ধ্যায় পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছি এবং ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি আমার সাথীদের জন্য খাবার ক্রয় করতে ও সংবাদ সংগ্রহ করতে বের

www.pathagar.com

হয়েছি। আপনারা আমার সাথে 'বেজলূস' পাহাড়ের গুহা পর্যন্ত চলুন, আপনাদেরকে আমি আমার সঙ্গীদের দেখিয়ে দিব।

তামলীখার বক্তব্য শুনে শাসকদের একজন 'আরয়ূস' বললেন, হে আমার কওম! সম্ভবত এটা মহান আল্লাহর নিদর্শন সমূহের একটি যা তিনি এ যুবকদের মাধ্যমে তোমাদের সামনে পেশ করেছেন। তোমরা তার সাথে চল, সে তোমাদেরকে তার সাথীদের দেখাবে। আরয়ূস ও আশতীউস তার সাথে চললেন এবং শহরের ছোট বড় সবাই আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের দেখতে তাদের পিছনে ছুটে চললো।

এদিকে তামলীখার আসতে দেরী হওয়ায় তার সাথীরা ভাবলো তাকে বাদশাহ্ দাকিয়ানুস বন্দী করেছে। গুহাবাসী যুবকরা যখন তাদের সাথীর ব্যাপারে বিপদাপদে পতিত হওয়ার আশংখ্যা করছিল, তখন তারা পায়ের আওয়াজ ও ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট শব্দ শুনতে পেল। তখন তারা নিশ্চিত হলো বাদশাহ্র সৈন্যরা তাদেরকে গ্রেফতার করেতে এসেছে। তারা নামাযে দাড়িয়ে গেল ও একে অন্যের নিরাপত্তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করতে লাগলো। তারা তাদের ভাই তামলীখার কাছে যেতে আলোচনা করছিল, কারণ তামলীখা হয়ত তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। এমন সময় তারা আরয়ূস ও তার সাথীদের গুহার প্রবেশ মুখে দেখতে পেল। তামলীখা কাঁদতে কাঁদতে তাদের সামনে উপস্থিত হলো। তামলীখার কান্না অন্য সাথীদের মাঝেও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর তামলীখা তাঁর সাথীদের ঘটে যাওয়া ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরলো। তখন তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হলো, মহান আল্লাহর নির্দেশেই তারা দীর্ঘকাল ঘুমিয়েছিল। তিনি পুনরায় তাদেরকে জাগিয়েছেন এ জন্য যে, 'কিয়ামত সত্য' তারা যেন এ কথাটির একটি বাস্তব নিদর্শন হয়।[১৪]

অতপর আরয়ূস তামলীখার পিছু পিছু আসহাবে কাহ্ফের গুহায় প্রবেশ করলেন এবং রূপা দ্বারা সীলগালা করা একটি তামার সিন্দুক দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি শহরের এক সর্দারকে ডেকে সিন্দুকটি খুলতে বললেন। সকলের সামনে সিন্দুকটি খোলার পর উপস্থিত শহরবাসী দেখতে

---

১৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পেল সিন্দুকের মধ্যে শিশার দুটি ফলক সংরক্ষিত রয়েছে; আর ফলক দুটিতে লিখা আছে মাকসালমীনা, তামলীখা, মারতূনাস, বেরবূস, দেনূমাস ও ইয়াতনূমূনাস নামক কয়েকজন যুবকের নাম-পরিচয়। যারা দ্বীন তথা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে তাদের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক অত্যাচারের ভয়ে তাদের বাদশাহ্ দাকয়ানূস থেকে পলায়ন করেছে। বাদশাহ্কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি গুহার দরজাটি পাথর দ্বারা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ফলে গুহার দরজা পাথর দ্বারা বন্ধ করা হয়। আমরা তাদের নাম ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করলাম যেন পরবর্তীকালে লোকেরা এ লেখা পাঠ করে তাদের সম্পর্কে জানতে পারে। লেখাটি পাঠ করে সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে মহান আল্লাহর হামদ ও পবিত্রতা ঘোষণা করলো। অত:পর উপস্থিত সবাই গুহায় যুবকদের কাছে প্রবেশ করলো। তারা বসেছিল, আর তাদের চেহারা থেকে যেন নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাদের পোশাক পরিচ্ছেদও ছিল নতুন। এ দৃশ্য দেখে আরয়ূস ও তার সাথীরা সেজদায় অবনত হলেন এবং তারা সেই মহান সত্তার প্রশংসা করলেন, যিনি তাদেরকে এ নিদর্শন দেখিয়েছেন। এরপর আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরা উপস্থিত সকলকে বিস্তারিত তাদের ঘটনা শোনালেন।[১৫]

এ ঘটনার পর কালবিলম্ব না করে আরয়ূস ও তার সাথীরা তাদের ন্যায়পরায়ন বাদশাহ্ বায়দূছীছের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে তাকে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসার অনুরোধ জানালো। তারা জানালেন, সম্ভবত আপনিও মহামহিম আল্লাহর সে নিদর্শন দেখতে পাবেন, যা আপনার সাম্রাজ্যে সারা বিশ্ববাসীর জন্য তিনি নিদর্শন হিসেবে পেশ করেছেন। যা কিয়ামতের সত্যতা প্রমাণের জন্য স্পষ্ট দলিল হিসেবে কাজ করবে। আপনি সে যুবকদের কাছে দ্রুত আসুন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তিনশত বছরেরও অধিককাল মৃত রাখার পর জীবিত করেছেন। বাদশাহ্ এ সংবাদ জানতে পেরে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর সকল দুশ্চিন্তা দূর হলো এবং তার জ্ঞান ও চেতনা ফিরে এলো। তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ্! হে আসমান ও যমীনের রব! আমি আপনারই প্রশংসা করি, আপনারই

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪২- ৪৪৯।

www.pathagar.com

ইবাদত করি, আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করি, আপনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। দেশের জনসাধারণ যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন তারাও বাদশাহ্র সাথে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের এক নজর দেখতে গুহা অভিমুখে রওনা হলো। গুহাবাসী যুবকরা বাদশাহ্কে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় অবনত হলো। বাদশাহ্ তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং নতজানু হয়ে তাদের সাথে গলা মিলালেন, তখন যুবকরা মাটিতে বসেই মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বাক্য পাঠ করছিল। কিছুক্ষণ পর আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা বাদশাহ্কে লক্ষ্য করে বললো, আমরা বিদায় নিচ্ছি, আর আপনাকে মহান আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। আপনার প্রতি মহান আল্লাহর নিরাপত্তা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। তিনি আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে হেফাজত করুন। জ্বীন ও ইনসানের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে আপনাকে রক্ষা করুন। বাদশাহ্ দাঁড়িয়েই ছিলেন, এ অবস্থাতেই তারা তাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলো। অতঃপর তারা ঘুমিয়ে পড়লো আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহ কবজ করলেন।[১৬]

বাদশাহ্ তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাদেরই পরিহিত কাপড় তাঁদের শরীরে জড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক স্বর্ণের সিন্দুকে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বাদশাহ্ রাতে ঘুমে তাদেরকে স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্নের মধ্যে তাঁরা বাদশাহ্কে অনুরোধ করলো, মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্বর্ণ বা রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেননি বরং আমাদেরকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তো সকল মানুষের মত মাটিতেই পরিণত হব। তাই আমরা পূর্বে গুহার মধ্যে যেমন মাটিতে ছিলাম তেমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদেরকে মাটিতেই রেখে দিন। ঘুম ভাঙ্গলে বাদশাহ্ কাঠের সিন্দুকে তাদের দেহগুলো রাখার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মানুষের দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। ফলে পরবর্তীতে কেউ ভয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। বাদশাহ্ গুহার দ্বার প্রান্তে একটি মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিলেন এবং প্রতি বছর সেখানে আনন্দ করার জন্য একত্রিত হওয়ার নির্দেশ জারি করলেন।[১৭]

---

১৬. প্রাগুক্ত;
১৭. প্রাগুক্ত;

www.pathagar.com

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তামলীখাকে যখন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হলো, তখন বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিচয় কি? জবাবে সে বললো, আমি এ শহরেরই একজন অধিবাসী। অমুক স্থানে আমার বাড়ি। অমুক অমুক লোক আমার আত্মীয়। গত সন্ধ্যায় এখানে থেকে বের হয়েছি। কিন্তু তার বর্ণনা অনুযায়ী উপস্থিত কেউই তাকে চিনল না।

বাদশাহ্ এ কথা শুনতে পেয়েছিলেন যে, প্রাচীকালে কিছু যুবক নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, যাদের নাম একটি ফলকে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তিনি ফলকটি এনে তাদের নাম পড়ে দেখলেন যে, তাতে তামলীখার নামও রয়েছে। অন্যদের নাম উল্লেখ করলে তামলীখা বললো, এরা সবাই আমার সাথী। এ কথা শুনে বাদশাহ্ তার দলবল নিয়ে তাদের অবস্থান স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। গুহার কাছে উপনীত হলে তামলীখা বাদশাহ্কে বললো, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাদের পূর্বে আমার সাথীদের কাছে গিয়ে আপনাদের আগমনের সংবাদ প্রদান করি। কারণ তারা যদি আমার আগে আপনাদেরকে দেখতে পায় তবে তারা ভয় পেয়ে যাবে। এরপর তামলীখা তার সাথীদের বাদশাহ্র আগমনের সুসংবাদ দিলেন।[১৮]

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছীর (র) তাঁর রচিত 'তাফসীরে ইবনে কাছীরে' ও মুফতী শফী (র) রচিত 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে' আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিম্নে উল্লেখিত তাফসীরবিদদের ভাষ্য অনুযায়ী পাঠকদের নিকট আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসী যুবকরা ছিল তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের রাজ বংশের সন্তান এবং কওমের নেতা। যুবকদের জ্ঞাতী-গোষ্ঠী মূর্তি পূঁজারী ছিল। তারা দেব-দেবীর পূঁজা করতো এবং প্রতিমার নামে পশু যবাই করত। প্রতি বছর শহরের বাইরে একটি মেলা বসত। সে উৎসবের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল প্রতিমা পূঁজা এবং মূর্তির

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪২-৪৪৯।

www.pathagar.com

নামে পশু কোরবানী করা সংক্রান্ত। দাকয়ানূস নামের এক ব্যক্তি ছিল তাদের বাদশাহ্। সে ছিল ভয়ংকর অত্যাচারী। সে তার জাতিকে মূর্তি পূঁজায় বাধ্য করতো। একবার আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা সে মেলায় উপস্থিত হয়ে দেখলো, তাদের কওমের লোকেরা সেখানে প্রতিমার উপসানা করছে ও প্রতিমার নামে পশু কোরবানী করছে। এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত করলেন। ফলে কওমের এ ধরনের বিবেকহীন ও নির্বোধসূলভ কাজ কর্মের প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণার জন্ম নিল। তারা তাদের বিবেকের মাধ্যমে এ কথা বুঝতে পারলো, যে মহান সত্ত্বা আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তিনিই উপাসনার বা ইবাদতের পাত্র। যুবকরা প্রতিমা পূঁজার মত গর্হিত কাজ থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করতে প্রত্যেকেই মেলা থেকে প্রস্থান করলো, তাদের একজন মেলা থেকে দূরে এক গাছের নিচে বসল। এভাবে পর্যায়ক্রমে সব যুবক ঐ গাছের নিচে অবস্থান নিল। কিন্তু তারা একে অপরকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও তাদের অজানা ছিল। অতঃপর এক পর্যায়ে সমমনা এ দলটি একে অপরের বন্ধু ও সাথী হয়ে গেল। তারা কওম থেকে আলাদা একটি উপসনালয় তৈরী করে এক আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হলো। গুপ্তচর মারফত বাদশাহ্ দাকয়ানূসের কানে এ সংবাদ পৌছাল। বাদশাহ্ তাদেরকে দরবারে তলব করে তাদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তাদের ঈমানের কথা ব্যক্ত করল এবং বাদশাহ্কেও ঈমানের দাওয়াত দিল।

এ ঘটনার বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً

অর্থাৎ, "এবং আমি উহাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উত্থিত হলো। অতপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করব না, করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে।"[১৯]

১৯. সূরা কাহ্ফ ১৮ : ১৪।

www.pathagar.com

তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহ্‌কে ঈমানের দাওয়াত দিল তখন বাদশাহ্‌ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানালো এবং তাদেরকে প্রতিমা পূঁজায় ফিরিয়ে আনতে ভয় দেখালো। তাদের শরীর থেকে রাজকীয় পোষাক খুলে নেয়া হলো। এত কিছুর পরও যুবকরা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করলো না। তখন বাদশাহ্‌ তাদেরকে তাদের ধর্মমত নিয়ে চিন্তা ভাবনার সুযোগ দিয়ে বলল এখনও যদি তোমরা স্ব-জাতীর ধর্মে ফিরে আস তবে তোমাদের মর্যাদা পূনর্বহাল করে দেয় হবে, অন্যথায় তোমাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যুবকদের জন্য অত্যাচারী বাদশাহ্‌র পক্ষ্য থেকে চিন্তাভাবনার এ সুযোগ দান ছিল আল্লাহ্‌ তা'লার অপার মেহেরবানী ও কৃপা। তারা এ সুযোগে শহর থেকে পলায়ন করে গুহায় আত্মগোপন করলো।[২০]

গুহাবাসী যুবকদের ধর্মমত ঃ

তাফসীরবিদদের সাধারণ রেওয়ায়েত মতে আসহাবে কাহ্‌ফ বা গুহাবাসি যুবকরা খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাফসীরে মাযহারীতে তাদেরকে একত্ববাদে বিশ্বাসী তথা ঈমানদার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। খৃষ্ট ধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর যে কয়েকজন সত্যপন্থী হিসাবে জীবিত ছিল আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরা ছিল তার অন্যতম। তারা বিশুদ্ধ খৃষ্ট ধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। তাফসীরবিদদের সব রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ কথাই প্রমাণিত হয়, আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরা খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল।[২১]

উল্লেখিত ঘটনাবলীর দ্বারা আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের পরিচয় সম্পর্কে অবগত হতে পারি। তবে সুদূর অতীতকালে ঘটে যাওয়া এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট যুবকদের পূর্ণ পরিচয় পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন ঐতিহাসিক, গবেষক ও

---

২০. প্রাগুক্ত।

২১. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫ খ্রী., সংস্করণ- ৭, খণ্ড - ৫, পৃ - ৫৫৬- ৫৫৮; ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (র.), তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদ- অধ্যাপক আখতার ফারুক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০ খ্রী., খণ্ড - ৬, পৃ - ৪০৭- ৪১০।

www.pathagar.com

তাফসীরবিদ অনুমান ভিত্তিক ও লোক মুখের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে আসহাবে কাহ্ফের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বহুকাল আগে ঘটে যাওয়া আসহাবে কাহ্ফের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও বিশুদ্ধ তথ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত আছেন। তাই এ বিষয়েটি একমাত্র মহান আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করাই সমীচীন।

www.pathagar.com

সূরা কাহ্ফ-এর অবতরণের প্রেক্ষাপট

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওতের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মদীনার ইয়াহুদীরা মক্কার কুরাইশদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)কে তিনটি প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলো, প্রশ্নগুলো হলো :

১. রূহ কি?
২. আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা কি?
৩. যুল-কারনায়নের সফর কাহিনী কি?[২২]

আল্লামা ইবন্ জারীর (র), ইসহাক (র)-এর সূত্রে জনৈক মিসরী শায়খ, ইকরিমা (র) ও হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) (৬১৯-৬৮৭ খ্রীঃ) থেকে সূরা কাহ্ফের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার মক্কার কুরাইশরা পরামর্শক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়্যত সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে নযর ইবন্ হারিছ ও উকবা ইবন্ আবূ মুয়ীতকে মদীনার ইয়াহুদী আলেমদের কাছে পাঠালো। তাদেরকে বলা হলো তোমরা তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাদের কাছে তাঁর (সা) প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করবে এবং তাদেরকে তাঁর কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবে। কেননা মদিনার ইয়াহুদীরা হচ্ছে আসমানী কিতাবের অধিকারী বা আহলে কিতাব আর তাদের রয়েছে নবুওয়তী জ্ঞান। সুতরাং তারাই হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে। নযর ইবন্ হারিছ ও উকবা ইবন্ আবূ মুয়ীত উভয়ই এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মক্কা থেকে মদীনায় ইয়াহুদী আলেমদের কাছে উপস্থিত হলো। ইয়াহুদী আলেমদের কাছে তারা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রকৃত অবস্থা ও তাঁর কিছু বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে নবী কারীম

---

২২. শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.), শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহাম্মদ উসমানী (র.), অনুবাদ- মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম, তাফসীরে উসমানী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৭, খণ্ড - ২, পৃ - ৭০২।

www.pathagar.com

(সা)-এর ব্যাপারে তাদের মতামত জিজ্ঞেস করলো। রাসূল (সা) সম্পর্কে অবগত হয়ে মদীনার ইয়াহুদী আলেমরা তাদেরকে বললো, তোমরা তাঁকে সঠিকভাবে যাচাই করার জন্য তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে; যদি তিনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে সন্দেহাতীতভাবে তিনি একজন রাসূল। আর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে বুঝবে তিনি প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ প্রেরিত কোন রাসূল নন; বরং একজন মিথ্যাবাদী।

প্রশ্নগুলো হলো :

১. তাঁকে জিজ্ঞেস করবে অতীতকালের কয়েকজন যুবকের কথা, যারা তাদের জনবসতি ছেড়ে গিয়েছিল। তাদের কাহিনী খুবই আশ্চর্যজনক।
২. ঐ ব্যক্তি কে, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তার ঘটনার বিবরণ কি?
৩. "রূহ" তথা আত্মার প্রকৃত অবস্থা কি?

মদীনার ইয়াহুদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে এ সকল প্রশ্ন নিয়ে প্রতিনিধিদ্বয় মক্কায় ফিরে আসলো এবং কুরাইশ নেতাদের বললো, তোমাদের ও মুহাম্মদ (সা)-এর মাঝে বিদ্যমান বিবাদ-মিমাংসার যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নিয়ে এসেছি। অতপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মদীনার ইয়াহুদী পণ্ডিতদের দেয়া উল্লেখিত তিনটি প্রশ্ন তাঁর নিকট উপস্থাপন করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তোমাদের প্রশ্নের জবাব আগামীকাল জানাব। কিন্তু এ কথার সাথে তিনি إن شاء الله (ইন-শা আল্লাহ) বলতে ভুলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ কথার পর মক্কার কুরাইশরা ফিরে গেল। কিন্তু পনের দিন অপেক্ষার পরও আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে কোন ওহী পাঠালেন না, আর হযরত জিব্রাঈল (আ)ও আসলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মক্কার কাফেররা তাঁর ব্যাপারে নানা রকম কুকথা রটনা করতে শুরু করলো ও তাঁর প্রতি বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করতে শুরু করলো। অবশেষে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটল এবং জিব্রাঈল (আ) পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। সুতরাং মহানবী (সা) যখন মহান

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে মদীনার ইয়াহূদীদের দেয়া প্রশ্নসমূহের উত্তর সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন তিনি মক্কার কাফেরদের সামনে সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াতের মাধ্যমের তাদের দেয়া প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। উল্লেখিত প্রেক্ষাপটেই রাসূল (সা)-এর উপর সূরা কাহ্ফ অবতীর্ণ হয়।[২৩]

২৩. আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথি (র.), সম্পাদনা পর্ষদ, তফসীরে মাজহারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৩, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪২৫-৪২৬; আল্লামা হিফজুর রহমান সেওহারবী, অনুবাদ মাওঃ আবু জাফর মকবুল আহমদ, কাসাসুল কুরআন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রী., খণ্ড - ৩, পৃ - ২১৭-২১৮।

www.pathagar.com

সূরা কাহ্ফের বিষয়বস্তু

সূরা কাহ্ফ পবিত্র কুরআনুল কারীমের ১৮ নম্বর সূরা, যা পবিত্র কুরআনের ১৫তম পারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সূরাটিতে রয়েছে ১১০ আয়াত, ১২ রুকু, ১৫৬৭ টি শব্দ ও ৬৪৬০ টি অক্ষর রয়েছে।[২৪] নিম্নে সূরা কাহ্ফের বিষয়বস্তু পাঠকদের সামনে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাই হলো মূলত এ সূরার প্রধান উপাদান। সূরার শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে আসহাবে কাহ্ফের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তান্ত। এরপর দুটি বাগানের কাহিনী, চির অভিশপ্ত ইবলিস ও আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, হযরত মুসা (আ) ও মহান আল্লাহর এক সৎ বান্দার ঘটনা এবং সর্ব শেষে যুলকারনায়নের ঘটনা। সূরাটির মোট ১১০ আয়াতের মধ্যে ৭১ টি আয়াতে এ সকল ঘটনা বিবৃত হয়েছে। আর বাদবাকি আয়াতগুলোরও বেশিরভাগ এসব কাহিনী সংক্রান্ত মন্তব্যে পরিপূর্ণ। সূরাটিতে এসকল কিসসা-কাহিনীর পাশাপাশি কিয়ামতের কিছু দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। আরো রয়েছে জীবনের কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য, যা দৃশ্যের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশের কুরআনী স্টাইলের স্বাভাবিক প্রতিফলন। সূরা কাহ্ফের আলোচ্য বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় যে বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত এবং তার গোটা আলোচনা যে বিষয়গুলোর উপর কেন্দ্রীভূত তা হলো :

১. মানুষের আকীদা ও বিশ্বাস;

২. চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন;

৩. আকীদা বিশ্বাসের নিরিখে মূল্যবোধের সংশোধন।

এ সূরায় কয়েকটি ভাগে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা কাহ্ফের বিষয়বস্তু অনুযায়ী আমরা সূরাটিকে পাঁচটি অধ্যায় ও উপসংহারে বিভক্ত করতে পারি।

---

২৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪ খ্রী., খণ্ড - ২, পৃ - ২৬৩।

www.pathagar.com

প্রথমত সূরাটি শুরু হয়েছে মহান আল্লাহর প্রশংসা, মুমেনদেরকে সুসংবাদ দান ও 'আল্লাহর পুত্র আছে'-এই মিথ্যা উক্তিকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। সেই সাথে পৃথিবীর সাজসজ্জার জিনিসগুলোকে পরীক্ষার সরঞ্জাম বলে আখ্যায়িত করে তার শেষ পরিণতি ধ্বংস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরই শুরু হয়েছে আসাহাবুল কাহ্‌ফ তথা গুহাবাসী যুবকেরদের ঘটনার বিবরণ। আসহাবুল কাহ্‌ফের এ ঘটনা মূলত পার্থিব সম্পদ ও জাঁকজমকের ওপর ঈমানকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দানের একটা নমুনা মাত্র। এ ঘটনা ঈমান বাঁচানোর জন্য গুহায় আশ্রয় নিয়ে মহান আল্লাহর রহমত কামনারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় ভাগটি শুরু হয়েছে নবী কারীম (সা) কে ধৈর্য সহকারে মুমেনদের সাথে অবস্থান করার আদেশ দানের মধ্য দিয়ে। অতপর দুই বাগানের মালিক সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মোমেনের মনে ঈমানের গৌরববোধ শক্তিশালী এবং এর মুকাবেলায় দুনিয়ার সহায় সম্পদকে সে কত মূল্যহীন মনে করে। প্রকৃত ও অবিনশ্বর মূল্যবোধের আলোচনার মধ্য দিয়ে এ অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে কিয়ামত সংক্রান্ত কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে এর মধ্যে আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও শয়তানের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষে জালিম বা অত্যাচারীদেকে ধ্বংস করার ব্যাপারে মহান আল্লাহর অনুসৃত নীতির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা পাপীদের ওপরও যথেষ্ট দয়ালু এবং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় দেয়ার বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ ভাগের সবটা জুড়েই হযরত মুসা (আ) ও আল্লাহর এক সৎকর্মপরায়ণ বান্দার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। শেষ ও পঞ্চম ভাগে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পরিভ্রমণকারী যুলকারনায়নের ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

উপসংহারে সূরার সূচনা পর্বের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। যার মধ্যে মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান, কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন, ওহীর সত্যতা প্রতিপাদন এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরিক থেকে পবিত্র থাকার ঘোষণার আলোচনা রয়েছে। উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, একটি সুন্দর, শান্তিময় ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সূরা কাহ্‌ফের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

সূরা কাহ্ফের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের বরাতে হযরত আবুদ্দারদা (রা) (মৃত্যু ৬৫২ খ্রীঃ) থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লেখিত হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আবূদ্দারদা (রা) থেকেই অপর একটি রেওয়ায়েতে এই বিষয়বস্তু সূরা কাহ্ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।[২৫]

'মুসনাদে আহমদ' হাদীস গ্রন্থে হযরত সাহল ইবনে মু'আয (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর তৈরী হয় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে তার জন্য মাটি থেকে আসমান পর্যন্ত নূর তৈরী হয়।[২৬]

এ বিষয়ে ইমাম সায়ীদ ইবনে মনসূর (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহ্াফ পাঠ করবে, তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত তার জন্য উজ্জল নূর তৈরী হবে। ইমাম সাওরী (র) আবূ হাশেম (র) হতে একই সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২৭]

হযরত হাকিম (র) তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ননা করেন, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা

---

২৫. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, অনুবাদ-মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫ খ্রী., সংস্করণ-৭, খণ্ড - ৫, পৃ - ৫৪২।

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (র.), তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদ-অধ্যাপক আখতার ফারূক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০ খ্রী., খণ্ড - ৬, পৃ - ৩৯৮।

www.pathagar.com

কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুম'আ পর্যন্ত নূর উজ্জল করা হবে। আবূ বকর বায়হাকী (র) হাকেম (র) হতে তাঁর সুনান গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বায়হাকী (র) ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর শু'বার (র) এর সূত্রে আবূ হাশে হতে তার সনদে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌াফ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।[২৮]

হাফিয জিয়া মাকদেসী (র) তাঁর মুখতার নামক গ্রন্থে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) (৬০০- ৬৬১ খ্রীঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্‌াফ তেলাওয়াত করবে সে আটদিন পর্যন্ত সকল প্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তার বিপদ হতেও সে রক্ষা পাবে।[২৯]

সূরা কাহ্‌ফের মাহাত্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রূহুল মা'আনিতে হযরত আনাস (রা) (৬১২- ৭১২ খ্রীঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সূরা কাহ্‌াফ সম্পূর্ণভাবে এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা এর সাথে আগমন করেছেন।[৩০]

---

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড - ৫, পৃ - ৫৪৩।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসী যুবকদের বর্ণনা আল কাহ্ফ (الكهف) শিরোনাম সম্বলিত ১৫তম পারার ১৮ নম্বর সূরায় ৯ থেকে ২৬ আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে।[৩১] মহান আল্লাহ আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً ﴿9﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ
إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴿10﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى
آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴿11﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا
أَمَداً ﴿12﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى
﴿13﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن
دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴿14﴾ هَؤُلَاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم
بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴿15﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقاً ﴿16﴾
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ
الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن
تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴿17﴾ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ
مِنْهُمْ رُعْباً ﴿18﴾ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ﴿19﴾

---

৩১. ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড - ৩, পৃ - ১৪৯।

www.pathagar.com

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً ﴿20﴾
وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً ﴿21﴾ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً ﴿22﴾ وَلَا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ﴿23﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى
أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ﴿24﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا
تِسْعاً ﴿25﴾ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ ۖ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ
ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿26﴾

অনুবাদ : "তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর? (৯) যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।' (১০) অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম। (১১) পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোনটি উহাদের অবস্থিতিকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে। (১২) আমি তোমর নিকট উহার বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি: উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং আমি উহাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। (১৩) এবং আমি উহাদের চিত্ত দৃঢ় করিয়া দিলাম; উহারা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনই তাহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে আহবান করি না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে। (১৪) আমাদেরই এই স্বজাতিগণ, তাঁহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা এই সমস্ত ইলাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তাহার

www.pathagar.com

অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? (১৫) তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদের ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। (১৬) তুমি দেখিতে পাইতে উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে উহাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না। (১৭) তুমি মনে করিতে উহারা জাগ্রত, কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম ডান দিকে ও বাম দিকে এবং উহাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করিয়া, তুমি যদি তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিতে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে এবং উহাদের ভয়ে আতংকগ্রস্থ হইয়া পড়িতে। (১৮) এবং এইভাবেই আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসবাদ করে। উহাদের একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ?' কেহ কেহ বলিল, আমরা অবস্থান করিয়াছি একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ।' কেহ কেহ বলিল, তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রা সহ নগরে প্রেরণ কর। সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম এবং উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া আসে তোমাদের জন্য। সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়। (১৯) 'উহারা যদি তোমাদের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না।' (২০) এইভাবে আমি মানুষকে উহাদের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। যখন তাহারা তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিল। তখন অনেকে বলিল, 'উহাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।'

www.pathagar.com

উহাদের প্রতিপালক উহাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাহাদের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, আমরা তো নিশ্চয়ই উহাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করিব। (২১) কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল তিন জন, উহাদের চতুর্থটি ছিল উহাদের কুকুর' এবং কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল পাঁচ জন, উহাদের ষষ্ঠটি ছিল উহাদের কুকুর', অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। আবার কেহ কেহ বলিবে, 'উহারা ছিল সাতজন, উহাদের অষ্টমটি ছিল উহাদের কুকুর'। বল, 'আমার প্রতিপালকই উহাদের সংখ্যা ভাল জানেন', উহাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদের বিষয়ে বিতর্ক করিও না এবং ইহাদের কাহাকেও উহাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না। (২২) কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিওনা, "আমি উহা আগামীকাল করিব"। (২৩) আল্লাহ ইচ্ছা করিলে, এই কথা না বলিয়া, তুমি যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন। (২৪) উহারা উহাদিগের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর আরও নয় বৎসর। (২৫) তুমি বল, তাহারা কতকাল ছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত উহাদিগের কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না। (২৬)"[৩২]

---

৩২. আল কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০২ খ্রী. পৃ- ৪৫৭-৪৬০।

www.pathagar.com

আসহাবুর রাকীমের (أصحاب الرقيم) পরিচয়

আসহাবে কাহ্ফের আলোচনা করতে গেলে যে বিষয়টি প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের সামনে চলে আসে তা হলো (أصحاب الرقيم) আসহাবুর রাকীম-এর বিষয়। পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফে মহান আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বলেন,

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَباً

"তুমি কি মনে কর যে গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনা-বলীর মধ্যে বিস্ময়কর?"[৩৩] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আহসাবে কাহ্ফের পরিচয় দিতে গিয়ে কাহ্ফ (الكهف) ও রাকীম (الرقيم) দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আলোচনার বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল কাহ্ফ (أصحاب الكهف) ও আসহাবুর রাকীম (أصحاب الرقيم) একই দলের দু'নাম না কি ভিন্ন কোন ঘটনা এর সাথে সম্পৃক্ত? এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণের আলাদা আলাদা মতামত রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

রাকীম (الرقيم) শব্দটি একবচন বিশেষ্য। এর বহুবচন হলো رقائم। শব্দটির অর্থ হলো চিঠি, বার্তা, লিপিফলক, উৎকীর্ণ লিপি। যেমন বলা হয় رقيم مختوم অর্থাৎ মোহরকৃত চিঠি।[৩৪] সাধারণভাবে পাহাড়ের গুহাকেও রাকীম (الرقيم) বলা হয়।[৩৫] রাকীম (الرقيم) অর্থ মারকুম (مرقوم) 'লিখিত' এবং الرقم অর্থ 'লেখা'।[৩৬] হযরত আব্বাস (রা) এর মতে الرقيم একটি উপত্যকার নাম, যেখানে আসহাবে কাহ্ফের গুহাটি অবস্থিত। এ অর্থ গ্রহণ করলে رقيم শব্দটি رقمه الرادي (উপত্যকার পার্শ্ব) থেকে নির্গত।[৩৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

---

৩৩. সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ৯।

৩৪. আরবী-বাংলা অভিধান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৬ খ্রী.ঃ, খণ্ড - ১, পৃ- ১০৫০; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩ খ্রী.ঃ, পৃ- ৩৬৮।

৩৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪০৪।

৩৬. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৩২।

৩৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আব্বাসের (রা) রেওয়ায়েত দৃষ্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে যুবায়রের (৬২২-৬৯২ খ্রীঃ) মতে রাকীম (الرقيم) অর্থ লিখিত ফলক। আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে গুহাবাসী যুবকদের নাম লিখে গুহার প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে কাহ্ফকে আসহাবে রাকীমও (أصحاب الرقيم) বলা হয়। কাতাদাহ, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদের মতে, আসহাবে কাহ্ফের গুহা যে পাহাড়ে অবস্থিত ছিল সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম 'রাকীম'। কোন কোন বিশ্লেষক আসহাবে কাহ্ফের পাহাড়কেই রাকীম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রাকীম রোমে অবস্থিত আয়লাহ, যা আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। [৩৮] তাওরাত গ্রন্থে রাকীম শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। শব্দটি দ্বারা একটি শহরের নাম বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে এ শহরটি 'পেট্রা' নামে খ্যাত হয়েছে, আরবীতে যাকে বেতরা নামে অভিহিত করা হয়।[৩৯]

আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রাকীম একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী (র) 'সহীহ' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রাকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম করেছন। অতঃপর আসহাবে রাকীম শিরোনামের আলোচনায় তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, অতপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারীর (র) এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রাকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রাকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহার প্রবেশ পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার কোন পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদেরকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎ কাজের উসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া

৩৮. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খ- ৬, পৃ- ৫৪৭।
৩৯. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আসহাবে কাহাফ, অনুঃ আখতার ফারুক, পাক কিতাবঘর, ঢাকা, ১৯৬৩ খ্রী., পৃ- ১৫- ১৬।

www.pathagar.com

করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টি জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ার পর আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়া শেষে গুহার রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (১৩৭২-১৪৪৯ খ্রীঃ) (র) বোখারী শরীফের টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রাকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বশীরের বর্ণনায় কোন কোন বর্ণনাকারী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন। নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি (সা) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারী গ্রন্থে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্বৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ সিহাহ্সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো'মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্বৃত করেননি। স্বয়ং ইমাম বোখারী (র)-এর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এই বাক্যেও এ কথার উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রাকীম বলেছিলেন; বরং বলা হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন নির্দিষ্ট অর্থ করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বোখারী শরীফের টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রাকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তক রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন

www.pathagar.com

ব্যক্তির আলোচনাও এসে গেছে। এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, এই তিন ব্যক্তি আসহাবে রাকীম ছিল।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ও অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে কুরআনে পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্‌ফ ও আসহাবে রাকীম একই দল।[৪০]

৪০. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃ- ৭৯৭- ৭৯৮।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা, নাম ও কুকুরের বর্ণনা

আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَداً

"কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর; অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি বলুন, আমার রবই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের সংখ্য অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত আপনি তাদের বিষয়ে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাও করবেন না।"[৪১]

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী বুঝা যায়, পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করা হয়নি। বরং সুদূর অতীত কালে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের প্রকৃত সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন বলে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে। তথাপি বিভিন্ন তাফসীরবিদ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সংখ্যার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

তাফসীরে মাজহারীতে আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথি (র) আল্লামা বাগাবী (র) এর বরাতে উল্লেখ করেছেন, একবার 'নাজরান'-এর নাসারাদের দু'টি দলের দু'ব্যক্তি সায়্যিদ ও আকীব এবং তাদের সঙ্গী সাথীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে

৪১. সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ২২।

www.pathagar.com

আলোচনা করলো। সায়্যিদ ছিল 'ইয়াকুবী', সে বললো, আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা ছিল তিন এবং তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। আর অপর ব্যক্তি আকীব, যে ছিল 'নাসতুরী' ফিরকাভুক্ত, সে বলল, আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং তাদের ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর। কিন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের বক্তব্যকে অনুমান নির্ভর বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত সূরা কাহ্‌ফের ২২ নং আয়াত অনুযায়ী উল্লেখিত দু'দলের লোকের কারো কথাই বাস্তব জ্ঞান ভিত্তিক নয়।[৪২]

উল্লেখিত আয়াতের অংশ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ অর্থাৎ, "তাদের সংখ্যা অল্প লোকই জানে।" এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে মাজহারীর ভাষ্য হলো, আসহাবে কাহ্‌ফের প্রকৃত সংখ্যা নাসারাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যক লোকই জানে। অথবা মানুষের মধ্যে অল্প মানুষই অর্থাৎ শুধুমাত্র মুসলমানরাই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, انا من ذلك القليل كانو سبعة অর্থাৎ, "আমি এই অল্প সংখ্যকদেরই একজন। আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের সংখ্যা ছিল সাত।"

হযরত ইবন জরীর, ফারয়াবী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আবু হাতিম (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) (মৃঃ ৬৫৩ খ্রীঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের সংখ্যা ছিল সাত আর তাদের অষ্টম ছিল তাদের কুকুর। আল্লামা বায়দাবী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্‌ফ সম্পর্কে তিনটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, চতুর্থ কোন বক্তব্য ছিল না। পরে তিনি প্রথম দুটি বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় তৃতীয় বক্তব্যই সত্য ও সঠিক।[৪৩]

আল্লামা বাগাবী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আসহাবে কাহ্‌ফের সাতজনের নাম উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত নামগুলো হলো; (১) মাকসালমীনা, (২) তামলীখা, (৩) মারতূনাস, (৪) ছানূনাছ, (৫) ছারীনূনাছ, (৬) ইউওয়াছ ও (৭) কাআছতাত্‌য়ূনাছ। উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ম অর্থাৎ কাআছতাত্‌য়ূনাছ ছিল রাখাল। আল্লামা তাবারানী (র)

---

৪২. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৬৫- ৪৬৬।
৪৩. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৬৭।

www.pathagar.com

বিশুদ্ধ সনদে তাঁর "মু'জামাত আসওয়াত" গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।[৪৪]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) (১৩০২- ১৩৭৩ খ্রীঃ) আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা বিষয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনে আবু মাজিহ এর সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, আসহাবে কাহ্ফের কোন কোন সদস্য খুবই অল্প বয়সের ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তারা দিন-রাত মহান আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকত এবং আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করত ও তাঁর নিকট দো'আ করত। তারা সর্বমোট আটজন ছিল, মাকসালমীনা ছিল তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড়। এই মাকসালমীনাই বাদশাহ দাকয়ানূসের সাথে কথা বলেছিল এবং তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিল। এ বর্ণনা মতে আসহাবে কাহ্ফের ৮ জন সদস্য হলো, (১) মাকসালমীনা, (২) ইয়ামলীখা, (৩) মরতূনীস, (৪) কাসতূনিস, (৫) বীরানীস, (৬) দানীমূস, (৭) বাতবূনিস ও (৮) কালূশ। এই রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা আট উল্লেখ করা হলেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুসারে আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সাত।[৪৫]

আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা নিয়ে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ছিল। ফলে পবিত্র কুরআন তাদের সংখ্যাকে গুরুত্ব প্রদান করেনি; বরং এই জাতীয় অনর্থক অনুমান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছে।[৪৬] তারপরও যদি কেউ এ বিষয়ে অতি উৎসাহী হয়, তবে পবিত্র কুরআনে দুটি ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম ইঙ্গিত এই যে, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে فتية (ফিতইয়াতুন) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী جمع قلت অর্থাৎ কমসংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন, যার দ্বারা ১০ এর উর্ধ্ব সংখ্যা বুঝানো হয় না, এ শব্দ ব্যবহারের দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তাদের সংখ্যা কোন অবস্থাতেই দশ এর উর্ধ্বে ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিন এবং চার সংখ্যার বিষয়ের অনুমানকে পবিত্র কুরআনে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বলে ব্যাখ্যা

---

৪৪. প্রাগুক্ত; তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড- ৫, পৃ- ৫৭৬।
৪৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪২১।
৪৬. সূরা কাহ্ফ আয়াত-২২।

www.pathagar.com

করেছে, আর আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সাত তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭] উক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে, "তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অতি অল্প সংখ্যকই অবগত আছে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নিজেকে সেই قليل বা অল্প কয়েকজনের অন্তর্ভূক্ত বলে মনে করতেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল সাত জন। আল মারাগী, আল তানতাবী প্রমুখ ইবনে আব্বাস (রা) এর এ মতকে গ্রহণ করে আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সাত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৮]

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

"আপনি আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।"[৪৯]

বর্ণিত উভয় বাক্যে রাসূলুল্লাহকে (সা) যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবী প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যের দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশী

---

৪৭. সূরা কাহ্ফ আয়াত-২২।

৪৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড- ৩, পৃ- ১৫০।

৪৯. সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ২২।

www.pathagar.com

জানার জন্যে খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক—এটাও পয়গম্বরী চরিত্রের পরিপন্থী। তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের বয়স ঃ

পবিত্র কুরআনুল কারীম আসহাবে কাহ্ফের সদস্যদের বয়স উল্লেখ করেনি। যুবকদের বয়স কত ছিল কুরআন তা নির্ণয় করেনি। শুধুমাত্র فتية (ফিতইয়াতুন) শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ ইঙ্গিতময়তাই হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট। কারণ পবিত্র কুরআন যদি আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের নির্দিষ্ট বয়সের ফ্রেমে বেঁধে দিত তাহলে উল্লেখিত বয়সের বাইরে অন্যান্য লোকেরা আসহাবে কাহ্ফের আদর্শ নিজেদের জন্য মনে করতো না। তাই পবিত্র কুরআন বলেছে إنهم فتية অর্থাৎ, "তারা কয়েকজন যুবক ছিল" (পবিত্র কুরআন, ১৮:১৩)।

فتية শব্দটি فتى শব্দের বহুবচন। শব্দটির অর্থ হলো; যুবক, তরুণ, বালক, ছেলে, চাকর, নওজোয়ান, বীর ইত্যাদি। তবে যারা আরবী ভাষার চরিত্রের সাথে পরিচিত তারা জানেন, আরবী فتية শব্দটি বয়সের তারুণ্যের পাশাপাশি মন, মেজাজ, সাহস, উদ্যম, সংকল্প ও স্বপ্নে তারুণ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। উর্দু ভাষাতে শব্দটির অনুবাদ করা হয় 'জাওয়াঁ মরদ' হিসেবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা فتية শব্দ ব্যবহার করে সকল তরুণ মনকেই আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যখনই সত্য সুন্দর ও সংশোধনের কোন আহবান এসেছে তখনই মনের তারুণ্যের উদ্ভাসিত ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করার সাহস করেছেন।[৫০]

---

৫০. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.), সাত যুবকের গল্প, অনুঃ মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, মাকতাবাতুল আখতার, ঢাকা, ২০০৮ খ্রী., পৃ- ১৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ- ৬০৪।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুরের পরিচয় ঃ

وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ অর্থাৎ, "আর তাদের কুকুরটি সামনের পা দুটি গুহাদ্বারে প্রসারিত করেছিল" (আল কুরআন, ১৮:১৮)। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত الكلب অর্থ কুকুর। কিন্তু হযরত ইবনে যুরাইজ (র) এর মতে الكلب শব্দ দ্বারা সিংহকে বুঝিয়েছেন। আর সিংহকে কুকুরও বলা হয়ে থাকে। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) উৎবা ইবনে আবু লাহাবের জন্য বদ্‌দো'আ করে বলেছিলেন, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك অর্থাৎ, "হে আল্লাহ ! আপনি তার উপর কোন হিংস্র পশু লেলিয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোআ কবুল হয়েছিল এবং উৎবাকে একটি সিংহ আক্রমণ করে হত্যা করেছিল। এ বর্ণনা মতে সিংহ অর্থ অধিক গ্রহণযোগ্য।[৫১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুরটি একটি বড় আকৃতির কুকুর ছিল। অপর এক বর্ণনামতে কুকুরটির আকৃতি ছিল মাঝারি গড়নের। হযরত মুকাতিল (র)-এর মতে কুকুরটি হলুদ বর্ণের ছিল। আল্লামা কুরতুবী (র) কুকুরটির গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ ও কিছু কাল মিশ্রিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কালবীর মতে কুকুরটির গায়ের রঙ ধুনা উলের মত ছিল। কারো কারো মতে কুকুরটি ছিল পাথুরে বর্ণের।[৫২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুকুরটির নাম ছিল 'কিতমীর'। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুরটির নাম ছিল 'যববান'। আওযাঈ (র)-এর মতে কুকুরটির নাম ছিল 'তাকুব'। হযরত সুদ্দী (র) এর মতে এর নাম ছিল 'ছাওর' আর হযরত কা'ব (র)-এর মতে এর নাম ছিল 'সাহবা'। হযরত খালিদ ইবনে মাদান (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর ও 'বালআম'-এর গাধা ছাড়া অন্য কোন পশু থাকবে না। হযরত সুদ্দী (র) বলেন, আসহাবে কাহ্‌ফের

---

৫১. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৫৬- ৪৫৭।
৫২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

যুবকরা যখন ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করতো, তখন তাদের সাথে কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো। তারা যখন ডান পার্শ্ব পরিবর্তন করতো, তখন কুকুরটি তার ডান কানটি বাঁকিয়ে তার উপর ডান দিকে শুয়ে যেত। আর যখন আসহাবে কাহ্ফ বাম পার্শ্ব পরিবর্তন করতো, তখন কুকুরটি তার বাম কানটি বাঁকিয়ে তার উপর শুয়ে যেত।[৫৩]

ইবনে কাছীর (রহ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীরে' হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) এর দুম্বার নাম ছিল 'জরীর', হযরত সুলায়মান (আ)-এর হুদহুদ পাখির নাম ছিল 'উনফুয', আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের নাম ছিল 'ক্বিতমীর' এবং বনী ইসরাঈল যে বাছুরটির পুঁজা করেছিল তার নাম ছিল 'ইয়াহ্সূত'। হযরত শু'আইব জুবায়ীর (র)-এর মতে আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের নাম ছিল 'হুমরান'। [৫৪] যদিও এ মতটি অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তাফসীরকার গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তাফসীরবিদের মতে আসহাবে কাহ্ফের কুকুরটির নাম ছিল 'ক্বিতমীর'।

---

৫৩. প্রাগুক্ত।
৫৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪১৫।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের মর্যাদা

সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "যে ঘরে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" সহীহ্ বুখারীর অপর এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হেফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু'কীরাত হ্রাস পায়। (কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম)। হযরত আবু হোরায়রার (রা) বর্ণনায় তৃতীয় প্রকার কুকুরের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে; আর তৃতীয় প্রকারের কুকুর হলো শস্যক্ষেত্রের হেফাযতের জন্য পালিত।[৫৫]

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর ভক্ত আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্মে এটা নি ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, সম্ভবত আসহাবে কাহ্ফের যুব সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফাযতের জন্য তারা কুকুর পালন করতেন। তাছাড়া কুকুরের প্রভুভক্তি সর্বজনবিদিত। ফলে তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়না হন, তখন তাঁদের পালিত কুকুরটিও তাঁদের অনুসরণ করে তাঁদের সাথে চলে যায়।[৫৬]

সৎ সংসর্গের বরকত আসহাবে কাহ্ফের কুকুরেরও সম্মান বড়িয়ে দিয়েছে। ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন, তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফযল জওরীর (র) একটি ওয়াজ শুনেছিলেন। তিনি মিম্বরে দাড়িয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি সৎলোকদের ভালবাসে, তাদের নেকীর অশং সেও পায়। দেখ! আসহাবে কাহ্ফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে তার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৭]

---

৫৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ- মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃ - ৮০২।

৫৬. প্রাগুক্ত।

৫৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরবিদ আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যা (র)-এর বর্ণনা উদ্বৃত করে বলেন, একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদের ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্তনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কে মনে প্রাণে ভালবাসে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আন্তরিক ভলোবাসা তার নাজাতের উসিলা হবে।[৫৮]

সহীহ্ বুখারী শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কেয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? (কিয়ামত আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ) এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল, আমি কেয়ামতের জন্যে অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কেয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশী আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস (রা) আরও বলেন, (আলহামদুলিল্লাহ) আমি আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে, আবু বকর (রা) ও ওমরকে (রা) ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব।[৫৯]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা আসহাবে কাহ্ফের কুকুরের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারলাম। জানতে পারলাম ভাল ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে তুচ্ছ বস্তুও অনেক মূল্যবান রত্নে পরিণত হয়।

---

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের গুহার ভৌগোলিক অবস্থান

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থান সরাসরি উল্লেখ নেই। আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত রয়েছে মাত্র। আসহাবে কাহ্ফের গুহার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের (আসহাবে কাহ্ফ) গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান সেই সৎপথপ্রাপ্ত হয় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখন তার জন্য পথ প্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না।"[৬০]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) বলেন, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় গুহার দ্বার বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়কালে যখন সূর্যের আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন এর ছায়া ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (রা)-এর মতে এর কারণ হলো, সূর্য যখন উদিত হয় তখন এর উদিত হওয়ার সাথে গুহাটি এর ছায়া পেতে থাকে এমনকি এ ধরণের স্থানে সূর্য হেলার সময় এর একটু ছায়াও থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বামদিকের দরজা দিয়ে সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করে" (১৮:১৭)।[৬১]

---

৬০. আল কুরআন (১৮:১৭)

৬১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড- ৬, পৃ - ৪১২।

www.pathagar.com

বিষয়টি সম্পর্কে علم هيئة বা নভোমণ্ডল গবেষণা বিষয়ক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের বক্তব্য হলো, যদি আসহাবে কাহ্ফের গুহার দরজাটি পূর্ব দিকে হত তবে সূর্যাস্তকালে এর মধ্য সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করত না। আর যদি এর দরজা পশ্চিম দিকে হত তবে সূর্যোদয়কালে এর মধ্যে আলো প্রবেশ করত না। আর সূর্যের ছায়া এর ডানে ও বামে ঝুঁকে পড়তো না। পশ্চিম দিকে দরজা থাকলে সূর্য হেলার পূর্বে গুহার অভ্যন্তরে আলো প্রবেশ করতে পারত না আর সূর্যাস্তের সময় পযন্ত সূর্যের আলো গুহার মধ্যেই থাকত।[৬২]

আল্লামা ইবনে কুতায়বা (র) বলেন, গুহাটির মুখ ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে। পূর্ব ও পশ্চিমে প্রলম্বিত বিষুব রেখায়। তাই উদয়ের সময় সূর্য হেলে থাকতো পাশে, আর অস্তমিত হওয়ার সময় ঝুকে পড়ত বাম পাশে। ফলে গুহার উভয় দিকে সূর্যের কিরণ পতিত হতো। তাই পচন, দুর্গন্ধ, বাতাসের স্বল্পতা এ সকল ঘটতো না আর আসহাবে কাহ্ফের শরীরে সরাসরি সূর্যের আলো পড়তে পারত না। এভাবেই তাদের শরীরকে রক্ষা করা হতো প্রখর রোদ থেকে। সে সাথে তাদের পরিধেয় বস্ত্রও রক্ষা পেত মালিণ্য থেকে।[৬৩]

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লামা ইবনে কুতায়বা (র)-এর এ মত সঠিক নয়। তাদের মতে গুহাটির মুখ ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে। আর এ বিশেষ অবস্থানের কারণেই গুহাটি রোদ থেকে দূরে ছিল। বস্তুত আল্লাহর বিশেষ কুদরতেই এরূপ হয়েছিল। তিনি তার স্বীয় কুদরতেই সূর্যের কিরণ গুহা থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।[৬৪]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা করে এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে বলেছেন। কিন্তু গুহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তা উল্লেখ করেননি। কারণ এতে মানুষের কোন কল্যান নেই এবং শরীয়তেরও নিদৃষ্ট কোন উদ্দেশ্য এতে নিহিত নেই। তারপরও কোন কোন মুফাসসির ও ঐতিহাসিক আসহাবে কাহ্ফের ভৌগলিক অবস্থান স্থল নির্ণয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছেন।[৬৫]

---

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১৩।
৬৩. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৫৫।
৬৪. প্রাগুক্ত।
৬৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪১৩।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্‌ফ-এর গুহার অবস্থান স্থল

আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার অবস্থান সম্পর্কে মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসকগণ সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানের নামের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে আসহাবে কাহ্‌ফ-এর গুহার অবস্থান স্থল সম্পর্কে বিভিন্ন মুফাসসির ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্য পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র) খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের বরাত দিয়ে আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার অবস্থান 'রাকীম' শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবুর রাকীম (১৮:৯) যা আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার শহরের নাম। পরবর্তীকালে এটি 'পেট্রা' (বর্তমানে ইটালিতে অবস্থিত একটি শহর) নামে খ্যাত হয়েছে এবং আরবীতে যাকে 'বেতরা' হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৬৬]

মহাযুদ্ধের পর প্রাগৈতিহাসিক তথ্যাবলী ও অতীতের নিদর্শনসমূহ অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে নতুন নতুন দিক উন্মুক্ত হয়েছে, পেট্রা নগরী এর অন্যতম। এমনকি পেট্রা নগরীর আবিস্কার বিতর্কও গবেষনার এক নতুন দ্বারা সৃষ্টি করেছে।[৬৭]

'সীনাই' উপত্যকা ও 'আকাবা' উপ-সাগর হতে সোজাসোজি উত্তর দিকে অগ্রসর হলে সমান্তরালভাবে চলমান দুটি পর্বতমালা দৃষ্টিগোচর হয়, যার ভূখণ্ড ক্রমশ: উচু হয়ে উঠেছে। এই এলাকায় নাবতী সম্প্রদায় বসবাস করত। আর এখানকার মালভূমিতেই রাকীম শহর গড়ে উঠেছিল।[৬৮]

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে রোমানরা যখন সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়, তখন সেখানকার অন্যান্য শহরের মতো রাকীম নগরীও তাদের নতুন আবাসস্থলে পরিণত হয়। তখন থেকেই রাকীম নগরী 'পেট্রা' নামে পরিচিতি লাভ করে। তা ছাড়া এ শহরের বড় বড় মন্দির ও প্রেক্ষাগৃহের সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানরা এই প্রেট্রা

---

৬৬. আসহাবে কাহাফ, পৃ- ১৫- ১৬।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬।
৬৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

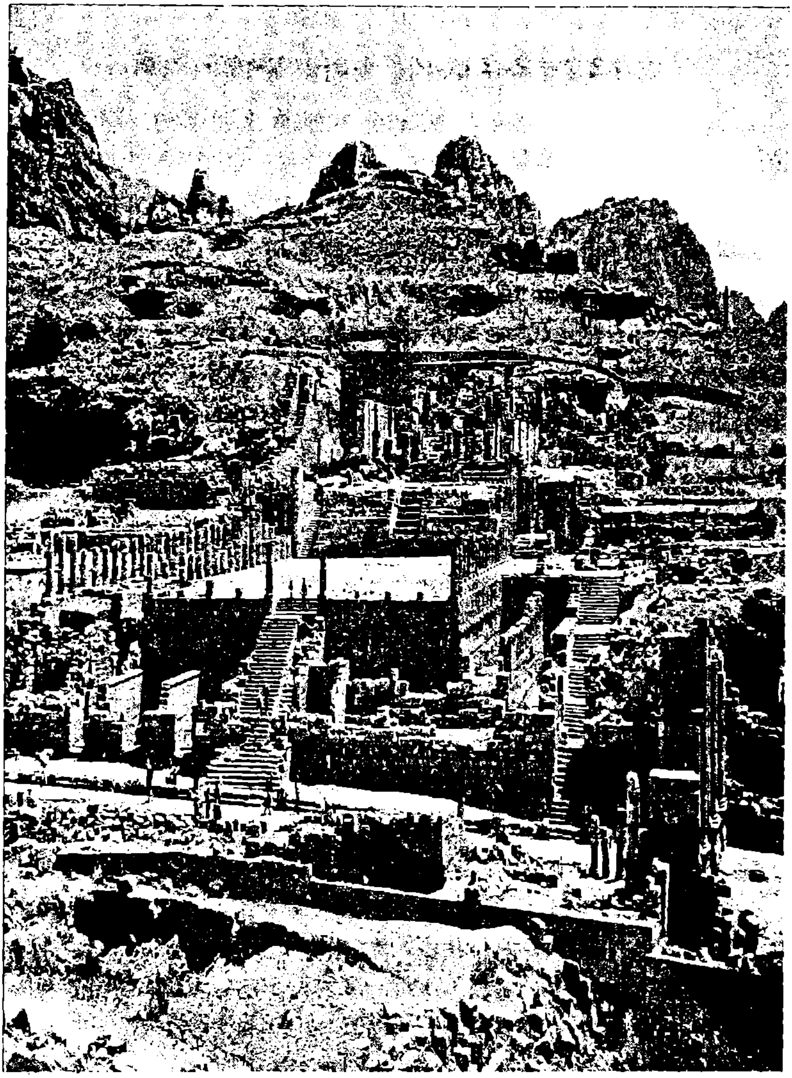

ঐতিহাসিক পেট্রা নগরীর গ্রেট টেম্পলের ধ্বংসাবশেষ। ধারনা করা হয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরা এ নগরীর কোন এক গুহায় দীর্ঘ দিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

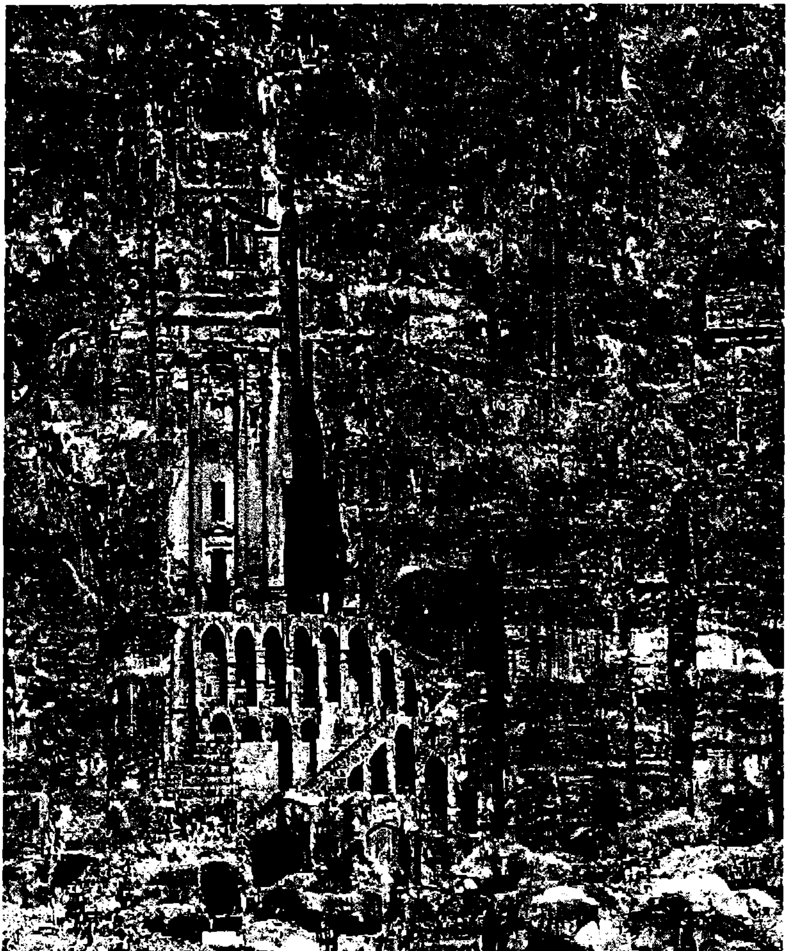

ঐতিহাসিক পেট্রা নগরীর ধ্বংসাবশেষ। ধারনা করা হয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরা এ নগরীর কোন এক গুহায় দীর্ঘ দিন ঘমন্ত অবস্থায় ছিল। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

নগরী বিজয় করে তখন রাকীম নামের ব্যবহার একেবারেই ছিল না। মুসলমানরা রোমানদের দেয়া পেট্রা নামকেই আরবীতে বেতরা নামে এর ব্যবহার শুরু করেছিল।[৬৯]

মহাযুদ্ধের পর থেকে এ এলাকায় নতুনভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুসন্ধানের কাজ শুরু হলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের সামনে অজানা অনেক নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এ এলাকায় আশ্চর্য ধরণের পর্বত গহবর রয়েছে, যেগুলো দূর দূরান্তে চলে গেছে। আর এগুলোর প্রশস্ততাও অনেক। অধিকন্তু এগুলোর অবস্থান এরূপ যে, সূর্যের আলো কিছুতেই এর অভ্যন্তরে পৌঁছে না। এগুলোর মধ্যে একটি গুহা এরূপ যে, এর দ্বারদেশে সৌধের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এবং সেখানে বহু ছাদ বিশিষ্ট আসনের নিদর্শন পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় এটি কোন এক উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ। ধারণা করা হয়, হয়ত এটিই ছিল আসহাবে কাহ্ফের ঐতিহাসিক গুহা।[৭০]

বিশ্ব বিখ্যাত তফসীরবিদ আল্লামা কুরতুবী আন্দালুসী (র) তাঁর তফসীর গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কিত কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। আল্লামা কুরতুবী (র) সর্বপ্রথম যাহ্হাকের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, ইতিহাসে আসহাবে কাহ্ফের স্মৃতিবিজড়িত স্থান 'রাকীম' রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে অতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়েতরা বলেন যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। গুহার নিকটে একটি মসজিদ ও একটি গৃহ নির্মিত আছে। আর মানুষ একে রাকীম বলে থাকে। মৃতদেহগুলো সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে অতিয়্যা (রহ) বলেন, গার্নাতায় 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে।

---

৬৯. প্রাগুক্ত।
৭০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

একে 'রকীম' বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃহদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যাক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী পরেও বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। অনেকে বলে থাকেন, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। ইবনে অতিয়্যা বলেন, এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি ঘর আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন, গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরটির নাম 'রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী (রহ) এসব ঘটনার বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্‌ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে অতিয়্যাও (রহ) এ ঘটনা চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্‌ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান (রহ) সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবী (রহ)-এর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে অতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, আমি যখন আন্দুলসে (অর্থাৎ কায়রোতে পূনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদা তারা সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন, ইবনে অতিয়্যা যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়্যান উল্লেখ করেছেন, 'যে কারণে আসহাবে কাহ্‌ফের আন্দালুসে

www.pathagar.com

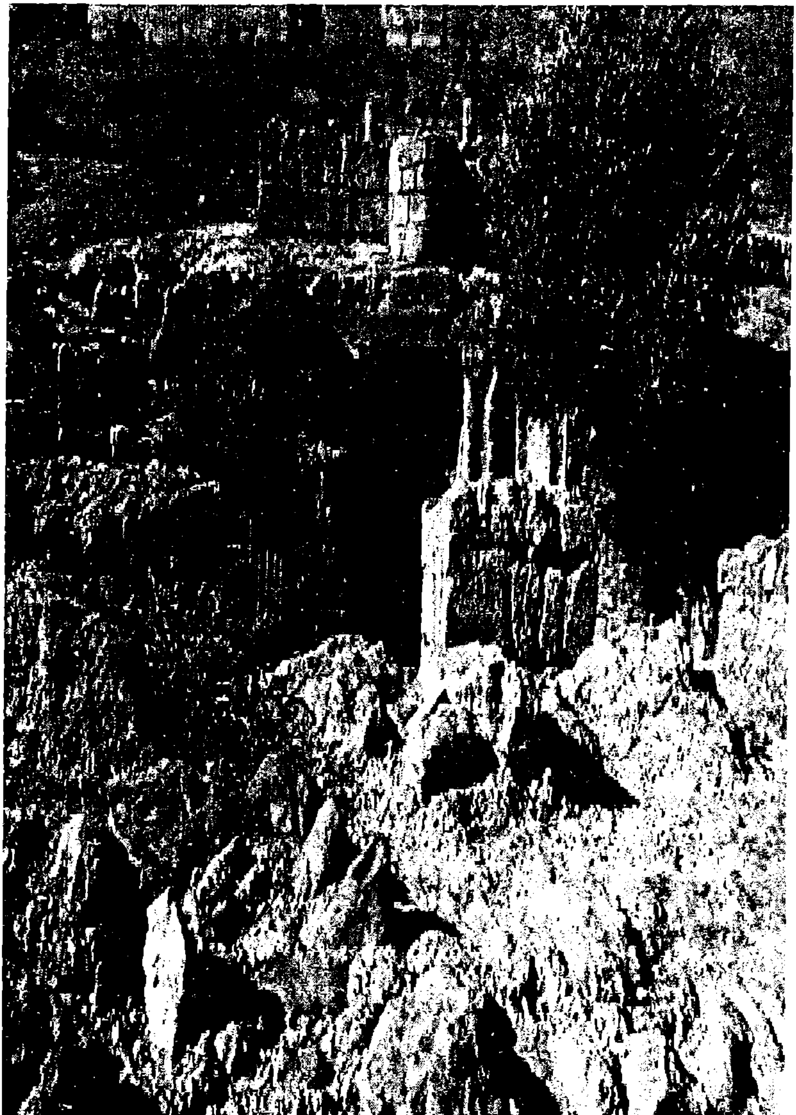

জর্ডানে অবস্থিত আসহাবে কাহফের গুহার বাহিরের অংশ। ধারনা করা হয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা এ গুহায় দীর্ঘ ৩০০ বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

জর্ডানে অবস্থিত আসহাবে কাহ্ফের গুহার অভ্যন্তরীন অংশ। ধারনা করা হয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা এ গুহায় দীর্ঘ ৩০০ বছর ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খ্রীষ্টধর্মের চর্চা প্রবল ছিল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মকেন্দ্র।' এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, আবু হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহ্‌ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।

তফসীরবিদ ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আওফীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তিনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রকীম কি আমার জানা নেই, কিন্তু কা'ব আহ্‌বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহায় আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুন্‌যের ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর সাথে রোমীয়দের মোকাবেলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গাযওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া (রা) গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্‌ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বাঁধা দিয়ে বললেন, এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) কেও আসহাবে কাহ্‌ফের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে বারণ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়বেন।"[৭১] কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসের (রা) বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, পবিত্র কুরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা) কয়েকজন লোককে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার জন্য আসহাবে কাহ্‌ফের গুহায় প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পৌছে যখন ভেতরে

৭১. সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত, ১৭।

www.pathagar.com

প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাঁদের গুহা থেকে বের করে দিল।

তফসীরবিদদের উল্লেখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে।

ইবনে আতিয়্যার প্রত্যক্ষ দর্শন ও আবু হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, আসহাবে কাহ্ফের অবস্থানের গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়ার বিষয়টিও বর্ণনা অনুযায়ী সমর্থন করে। এমনিভাবে গ্রানাডায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নামকে রকীম হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উপরোক্ত উভয় প্রকার বর্ণনার মধ্যে কেউই এমন অকাট্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার বর্ণনা স্থানীয় মানুষজনের জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

কুরতুবী (রহ), আবু হাইয়্যান (রহ), ইবনে জরীর (রহ) প্রমুখ তাদের প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা যে শহরে বাস করতেন, তার প্রচীন নাম 'আফসুস' এবং ইসলামী নাম 'তরসূস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন দ্বিমত পরিলক্ষিত হয় না। এতে পরিস্কার বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশেই অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভবান রয়েছে। বরং এ সম্ভবনাও কোন ঐতিহাসিক নাকচ করতে পারেন না যে, এসব গুহার ঘটনাবলীর নির্ভুলতা যথাযথভাবে প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও এগুলো পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত হতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, রকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ্ আসহাবে কাহ্ফের নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের আমলের মুদ্রার ছবি। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

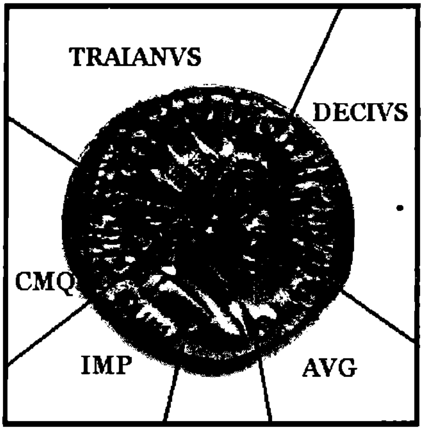

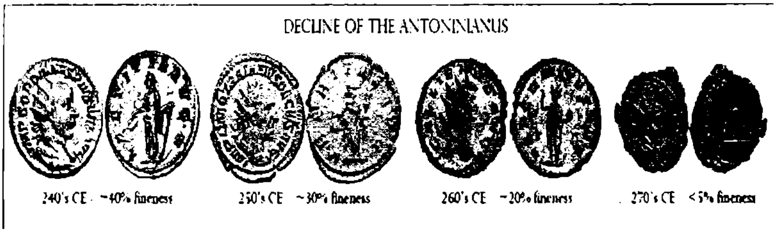

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের আমলের মুদ্রার ছবি। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রীষ্টীয় ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও তাদের গুহায় অন্তরীনের কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও গবেষণা পরিচালনা করেছেন। আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার কিছু তথ্য পাঠকদের কাছে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ্) আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পেট্রাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন, বাইবেলের ঈশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭ এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পেট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ঈশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেম' উল্লেখ রয়েছে, সেটা জর্দান নদী ও লূত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পেট্রা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। এজন্যে বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিকরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পেট্রা ও রাকেম একই শহর।

অধিকাংশ তফসীরবিদ 'আফসুস' নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করার প্রয়াস করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। এটি তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (রহ্)ও 'আরদুল কোরআন' গ্রন্থে পেট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পেট্রা শহরের পুরনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফযুর রহমান 'কাসাসুল কোরআন' গ্রন্থে সুলায়মান নদভীর এ মতকেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ 'তওরাত' ও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পেট্রা শহরের নাম রাকেম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

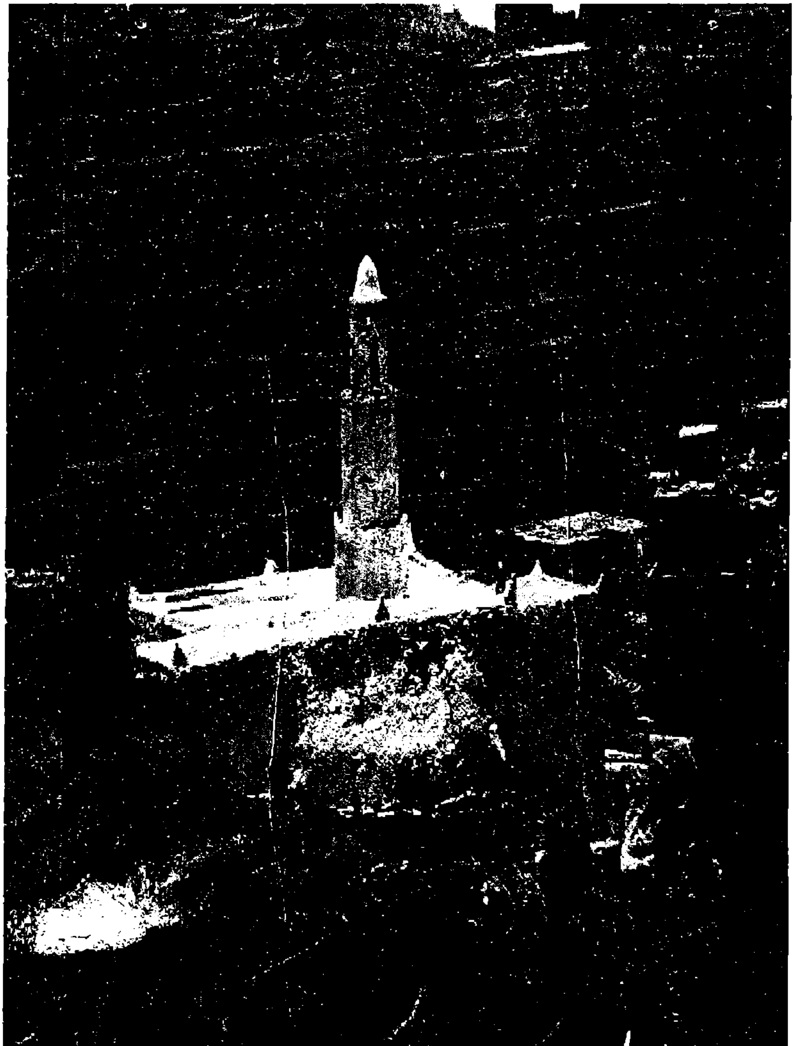

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের গুহামুখে নির্মিত মসজিদ। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

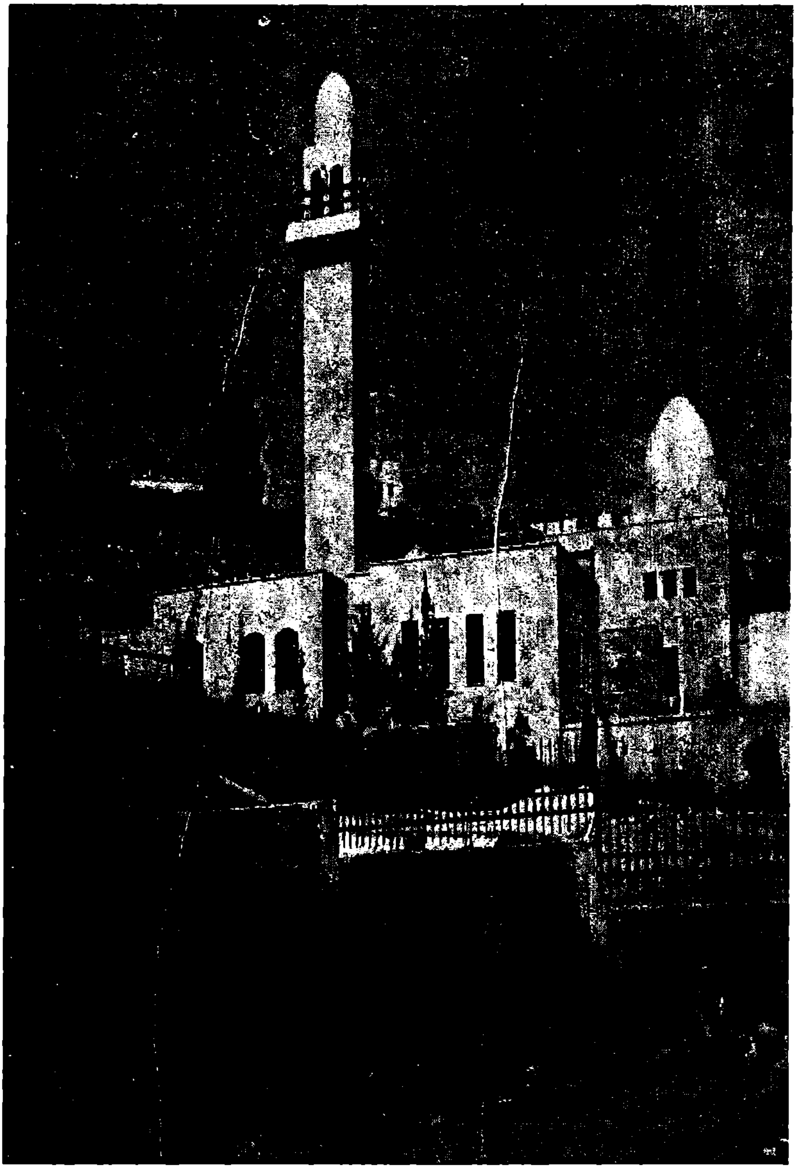

আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের গুহামুখে নব নির্মিত মসজিদ। (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহীত)

www.pathagar.com

বর্তমান জর্দানের আম্মান নগরীর নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে জর্দানের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ সালে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিস্কৃত হয়। এ খনন কাজের ফলে গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিস্কৃত হয়। স্থানীয় কিছু কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক ও লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এর পাশে আসহাবে কাহ্ফের ঐতিহাসিক সেই গুহা।

আল্লমা হিফযুর রমান সেওহারবী (রহ) হযরত কা'ব আহবার ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর বর্ণণা সূত্রে আসহাবে কাহ্ফের- গুহার অবস্থান 'ইলা' নামক শহরে উল্লেখ করেছেন। যা রোমের অন্যান্য শহরের একটি ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি লক্ষ্য করলে তাঁর এই বক্তব্যকে সঠিক ও পবিত্র কুরআনের বর্ণনার সাথে মিল রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। এছাড়া অন্যান্য বক্তব্যগুলো অনেকটা কল্পনাপ্রসূত ও অনুমানভিত্তিক হিসেবেই মনে হয়।[৭২]

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনাবলীর আলোকে কাসাসুল কুরআন গ্রন্থের গ্রন্থকার আসহাবে কাহ্ফের স্থানের বর্তমান যে অবস্থান স্থলের বর্ণনা দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

হযরত ঈসা (মসীহ্) (আ)-এর আবির্ভাবের কিছু কাল পর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের এ ঘটনার উদ্ভব হয়েছে। আর এ ঘটনাটি 'আন্বাত' নামক একটি গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এই আনবাত কারা? তাদের আবাস ভূমি ও আবসস্থল কোথায়? এ ব্যাপারটিই জটিল একটি সমীকরণ তৈরী করেছে। আর এ জটিলতা দূর হলেই আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের প্রকৃত বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। আরব ঐতিহাসিকগণ 'আনবাত' সম্পর্কে সাধারণত এরূপ বর্ণনা করেন যে, এরা মূলতঃ অনারব বংশোদ্ভূত। এ কারণেই তারা 'নাবীত'কে আরবীর বিপরীত রূপে সাব্যস্ত করেন। কিন্তু একথা তথ্য-উপাথ্যের ভিত্তিতে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কেননা, এটি আরব ঐতিহাসিকদের মধ্য থেকে কয়েকজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য মাত্র। তদুপরি তাওরাত এবং রোম ও

৭২. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড - ৩, পৃ - ২২১।

www.pathagar.com

ইউরোপের ইতিহাসগুলো এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, নাবাতী সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা খাঁটি আরব ও ইসমাঈলী বংশোদ্ভুত। তবে তারা আরব জনগোষ্ঠীর মত যাযাবর সদৃশ জীবনধারা ত্যাগ করে হিজায (আরব ভূখণ্ড) থেকে বের হয়ে অন্যান্য এলাকায় আবাস নির্মাণ ও বসবাস শুরু করার কারণে মূল আরব বাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি কালের পথ-পরিক্রমায় এক সময় আরবদের সাথে তাদের সম্পর্কের কথাও ভুলে যায়। একথার ভিত্তিতেই হযরত ওমর ফারূক (রা) এরূপ বক্তব্য রেখেছেন,

تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد اذا سئل احدهم من اصله قال من قرية كذا

"তোমরা বংশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর। আর তোমরা ইরাকের নাবাতীদের মত হয়ো না। যখন তাদের কাউকে বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে বলে আমি অমুক নগরের লোক।" কিন্তু 'আনবাত' জনগোষ্ঠীর আলোচনা বাদ দিয়ে যখন আরব ঐতিহাসিকদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, নাবাত বা নাবেত কে? তখন তারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই নির্দিধায় উত্তর দিবে ইবনে ইসমাঈল (আ), অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র। কেননা, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বার জন ছেলের মধ্যে বড় ছেলের নাম নাবাত বা নাবেত ছিল। হাফেজ ইবনে কাছীর স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থ 'বেদায়া ওয়ান নিহায়া' তে নাবেত সম্পর্কে লিখেছেন-

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون إلى انسابهم الى ولديه نابت وقيدار وكان الرئيس بعده والقائم بالامفور الحاكم في مكة والناظر في امر البيت وزمزم نامت ان اسماعيل وهو ابن اخت الجرهمين ثم تغلب جرهم على البيت طمعا في بني اختهم فحكموا بمكة وما والاها عوصا عن بني اسماعيل مدة طويلة فكان اول من صار اليه امر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن معدبن الرقبيب بن عبير بن نابت (البدايه والنهاية)

"সকল হিজাযভুক্ত আরবগণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের বংশধারায় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দুই পুত্র 'নাবেত' এবং 'কীদার' এর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ তাদের বংশধারা এ পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পরে তার পুত্র নাবেত তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সব বিষয়ের ব্যবস্থাপক, মক্কার শাসক এবং যমযম ও কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানকারী ছিলেন। তিনি বনি জুরহুমের ভাগ্নে ছিলেন। এ সম্পর্কের কারণে বনি জুরহুম তার

www.pathagar.com

পরে বনি ইসমাঈলের পরিবর্তে মক্কা ও এর আশেপাশের এলাকায় দীর্ঘকাল যাবৎ শাসন প্রতিষ্ঠা করে।"

বহুকাল পর 'নাবেত' এর পঞ্চম সিড়িতে 'মুদাদ' নামক এক ব্যক্তি বনি জুরহুমের নিকট থেকে মক্কার শাসন ক্ষমতা ও বাইতুল্লাহ শরীফের পৃষ্ঠপোষকতা ছিনিয়ে নিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের পরিক্রমায় এর পরই আরব ঐতিহাসিকরা এ সম্পর্কে নিরব রয়েছেন যে, নাবেত ইবনে ইসমাঈল বংশ যখন অনেক বিস্মৃতি লাভ করল তখন কি তার বংশ কেবল হিজায ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নাকি আশেপাশের এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল? আর নাবেত বংশ এদিক-ওদিক বিস্মৃত হলেও তারা কোন সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল?

বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন (র) নাবেত বংশ সম্পর্কিত বিবরণ আরেকটু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবেত ইবনে ইসমাঈল বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে মক্কায় নিজ ভাইয়ের সাথেই বেশ কিছু কাল বসবাসরত ছিলেন। কিন্তু যখন তার বংশ বৃদ্ধি লাভ করে এ পর্যায়ে পৌঁছল যে, মক্কায় আর স্থান সঙ্কুলন হচ্ছিল না, তখন তারা হিজাযের আশেপাশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে বসবাস শুরু করল।

তবে ঐতিহাসিকদের নিকট তাওরাত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে যতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে মূলতঃ তা-ই নাবেত বংশ সম্পর্কীত এ জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য অধিক সহায়ক হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে। তাওরাত গ্রন্থের বর্ণনায় প্রথমে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বার পুত্রের তালিকা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তারপর বর্ণনা করা হয়েছে 'নাবাত'-এর বংশ 'সাঈর' অর্থাৎ হিজায থেকে সিরিয়া পর্যন্ত এই বিস্মৃত এলাকায় প্রসার লাভ করেছিল এবং ইলা পর্যন্ত তাদেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাওরাতে নাবেত শব্দের বিভিন্ন রকম উচ্চারন উল্লেখ রয়েছে। যেমন কোথাও 'নাবিত' কোথাও 'নুবাইত' আবার কোথাও 'নাবায়ূত'। তাওরাতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বার পুত্রের তালিকার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

(১) নাবিত (২) কীদার (৩) আওবাঈল (৪) বাইসিয়াম (৫) মিসমা (৬) দাওমা (৭) মানশা (৮) হাদর (৯) তাইমা (১০) আতওয়ার (১১) নাফিস (১২) কাদমা।

www.pathagar.com

হযরত 'ইয়াহইয়াহ' (আ)-এর ভবিষৎবাণীতে জেরুযালেমকে সম্বোধন করে বলা হয়েছিল : "আর সকল সম্প্রদায়ের ধনসম্পদ তোমার কাছে এসে পুঞ্জীভূত হবে। যেমন, সারি সারি উট, মাদইয়ান ও আনিকার ষাড়গুলো তোমার চারপাশে এসে একত্রিত হবে, আর 'সাবা' মুল্লুকের গুলোও এসে যাবে। কীদারের মেষপালও এসে একত্রিত হবে আর নাবিতের বকরীর পালও তোমার কাছে এসে হাজির হবে।"

আর 'তাকবীন' গ্রন্থে 'নাবেত' বংশের আবাসিক এলাকার সীমা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, নাবেত বংশের মানুষ 'হাবিলা' থেকে 'শাওর' পর্যন্ত মিশরগামী যে রাস্তা রয়েছে তা ঐ পথে পড়ে, যে পথ দিয়ে আশুর পর্যন্ত যাতায়াত করা হয়, নাবেত বংশের লোকদের বসবাস সে এলাকা পর্যন্ত বিস্মৃত ছিল। এসব স্থান 'নাবেত' এর সকল ভাইয়ের চোখের সামনেই অবস্থিত ছিল।

উক্ত বর্ণনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও বিশ্লেষনের জন্য নাবাতীদের সমসাময়িক রোমদেশীয় ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিশ্লেষন করা যায়, তবে এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আনাবত ও বনু নাবেত মূলতঃ একই। আর এটাও পরিস্কার হয়ে যায় যে, তারা অনুন্নত ও অশালীন জীবন-ধারা ত্যাগ করে উন্নত জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক 'ইউসিফস' যিনি নাবাতীদের সমসাময়িকও ছিলেন, তিনি লিখেছেন, 'লোহিত সাগর থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত গোটা এলাকা ইসমাঈল (আ) এর বার ছেলের অধিকারভূক্ত ছিল, যার কারণে ঐ এলাকার নাম 'নাবুতিনিয়া' হিসেবে স্থানীয় মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল। এর পশ্চিম সীমান্তটি মিশর ও আরবের পাহাড়ী অঞ্চলের সাথে মিলিত হয়েছে। তাছাড়া ঐ এলাকাটি বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও উঁচু নীচু ভূখণ্ডে বিস্মৃত, যেগুলো পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সাধারণতঃ ঐসব এলাকার অধিবাসীদেরকে নাবায়ূতে আরব বলা হয়।

ঐতিহাসিক 'ডায়ডরুস' খৃষ্টপূর্ব ৮০ শতাব্দীতে বর্ণনা করেছেন, 'আনবাত' বা নাবাতী জনগোষ্ঠী ইলার উপসাগরীয় এলাকায় বসবাস করে। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, উঁচু স্থান অতিক্রম করতে করতে তোমরা উপসাগরীয় অঞ্চল ইলায় (আকাবায়) গিয়ে প্রবেশ করবে, যার সীমান্তবর্তী

www.pathagar.com

এলাকায় ঐসব আরবদের বহু সংখ্যক জনবসতি রয়েছে যাদেরকে মানুষ 'নাবাত' বলে থাকে।

বিভিন্ন স্থাপনায় ও পুস্তিকায় 'নাবাত' নামটি সর্ব প্রথম খৃষ্ট পূর্ব ৭০০ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয়। যখন আশুর 'বনিপাল কাহ্' আসিরিয়ার পুস্তিকায় স্বীয় বিজিত রাজ্যসমূহের তালিকায় নাবাতী পাঠ করার পর এই বাস্তব সত্যটুকু পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'ইলার' (আকাবার) উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে সিরিয়া পর্যন্ত এবং মিশরের উপকূলবর্তী অঞ্চল পারস্য উপসাগর থেকে যে সম্প্রদায় উক্ত বর্ণনানুসারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল; তারা মূলতঃ নাবেত ইবনে ইসমাঈলের বংশধর। তাদেরকে নাবেত, আনবাত, নাবায়ূত, নাবিত এসব বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।[৭৩]

তবে একটি বিষয় অবশ্যই ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বিবেকে বাঁধে, আর তা হচ্ছে নাবেত ইবনে ইসমাঈল (আঃ)-এর যে বংশ সম্পর্কে তাওরাত ও রোমীয় ঐতিহাসিকগণ এত বিস্তারিতভাবে অবগত হয়েছেন, তারা (নাবাতী বংশীয় লোকেরা) বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর নিজ ভাইদের কাছেও কেন এরূপ অপরিচিত হয়ে গেল? বরং নাবাতীগণ নিজেরা কিরূপে একথা ভুলে গেল যে, তারা মূলতঃ আরব বংশোদ্ভূত এবং তারা ইসমাঈল আলাইহিস সালামেরই ঔরষজাত সন্তান ? এ ব্যপারে ঐতিহাসিক ইয়াকুত হামবীর একটি বাক্যের মাধ্যমে সহজেই জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'ইয়াকুত আরাবাহ' শিরোনামের আলোচনায় এ বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

اما النبط فكل من لم يكن راعيا وجنديا عند العرب من سكانا الرضين

"আরববাসীদের নিকট যমীনে বসবাসকারীদের মধ্যে ঐসব মানুষকেই নাবাতী বলা হয়, যারা রাখাল বা সৈনিক নয়।"

এই উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, হিজায ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে সুদীর্ঘকাল পর যেহেতু নাবাতীগণ যাযাবর সদৃশ বা যোদ্ধা সুলভ জীবনধারা পরিত্যাগ করে ভদ্রোচিত নাগরিক জীবন গ্রহণ করে নিয়েছিল, এ কারনেই তারা ধীরে ধীরে আরবদের নিকট অপরিচিত একটি ভিন্ন জাতি রূপে

---

৭৩. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড- ৩, পৃ- ২২১- ২২৩।

www.pathagar.com

পরিগণিত হয়েছিল। তারা তাদেরকেও অনারব শাসকদের ন্যায় ভাবতে থাকে। সুতরাং তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি, সামাজিক সভ্যতা এবং সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় তাদেরকে হিজাযবাসীদের থেকে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, 'আনবাত' বংশের অধীনস্ত রাজ্যের সীমানা এতদূর বিস্মৃত ছিল, যা তৎকালীন তিনটি জাতির পৃথক পৃথক রাজ্য সীমাকে একসাথে সংযুক্ত করেছিল। এগুলো হলো (১) সামূদ রাজ্য। 'ওয়াদিউল কুরা'-এর রাজধানী ছিল এবং 'হিজর' এ রাজ্যের একটি বিখ্যাত নগরী ছিল (২) 'মাদইয়া'ন রাজ্য। এ রাজ্যের রাজধানীর নাম 'মাদইয়ান'ই ছিল (৩) 'আদুম' রাজ্য। এর রাজধানী ছিল 'রাকীম' নামক নগরী।

ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় 'আনবাত' বংশের শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব ৭০০ শতাব্দি থেকে শুরু হয়ে ১০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। খৃষ্টীয় শতাব্দির প্রথম দিকে রোম সম্প্রদায় তাদের উপর হামলা করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে রাকীম ও এর পুরো এলাকা দখল করে নেয়। কেবল আনবাত বংশের নিয়ন্ত্রণে হিজর নামক এলাকাটি অবশিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে ১০৬ খৃষ্টাব্দে তাও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে 'আনবাত' বংশের শাসন ক্ষমতার চির সমাপ্তি ঘটে। রোমানরা রাকীম দখল করে নেয়ার পর যখন সেটাকে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষ সাধনের কেন্দ্ররূপে তৈরি করলো তখন তারা শহরটির প্রাচীন নাম পরিবর্তন করে এর নাম দিল 'পেট্রা'। আর এটাই হচ্ছে সেই রাকীম শহর, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুরা কাহ্ফে যার আলোচনা এসেছে। যে নগরী থেকে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী পূণ্যবান কতিপয় যুবক মূর্তিপূজা না করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে এবং পৌত্তলিক জালেম শাসকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত শহরের কোন এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য এ রকম যে, রাকীম ইলার নিকটবর্তী একটি শহর এবং তা রোমের এলাকায় অবস্থিত, একথা পুরোপুরি সঠিক ও পবিত্র কুরআন ও ইতিহাস উভয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। নিঃসন্দেহে সেটা ইলার (আকাবার) নিকটে অবস্থিত। কেননা, রোমীয়রা এটা দখল করে নিয়েছিল। এ কারনে একে রোমের এলাকায় গণ্য করা নিঃসন্দেহে সঠিক।

www.pathagar.com

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, রোমবাসীরা যখন আনবাত দখল করে এর প্রধান শহরের নাম পেট্রা রেখে দিল, তখন এ নাম অতি অল্প সময়ে এতটা প্রসিদ্ধ লাভ করল যে, আরব-অনারব সবাই এর মোহনীয় দৃশ্য ও চমৎকার সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে এর আসল নামটি সম্পূর্নরূপে ভুলে গেল। কয়েক শতাব্দী গত হতে না হতেই রাকীম একটি অপরিচিত ও অজানা নাম হয়ে গেল। এমন কি আরববাসীরাও একে বেতরা নামে স্মরন করতে থাকে। এর ফল এই দাঁড়াল যে, যখন পবিত্র কুরআন এর আসল নামটি বর্ণনা করল তখন অন্যদের মত আরববাসীরাও এ ব্যাপারে দ্বিধাদন্দে পড়ল যে, রাকীম কি কোন গুহার নাম নাকি লোহার পাতের নাম? নাকি শহরের নাম? নাকি পাহাড়ের নাম ইত্যাদি। কিন্তু যে নামকে 'আনবাত' এর ভাইয়েরা (হিজাযীরা) ভুলে গিয়েছিল সেটাকে তাওরাত নিজ দলিল গ্রন্থে অক্ষুন্ন রেখেছে যেন সর্বশেষ নবী ওহীর মাধ্যমে আসল হাকীকতকে (প্রকৃত বিষয়কে) তুলে ধরতে পারেন। তিনি এর সমর্থনের জন্য নিজকে পেশ করতে পারেন।[৭৪]

বিগত মহাযুদ্ধের পর প্রাচীন প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করতে গিয়ে যে কতিপয় নতুন প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের স্মৃতিবিজড়িত রাকীম শহরের আবিস্কার, আর এ বিষয়টির মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের বর্ণনার হুবহু সত্যতা প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।[৭৫]

উপসাগরীয় অঞ্চল 'ইলা' বা 'আকাবা' থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর পাশাপাশি দুটি পাহাড়ের সারি এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। ঐ দুটি পাহাড়ের একটির উপর প্রাচীন 'আনবাত' রাজ্যের রাজধানী 'রাকীম' শহর অবস্থিত ছিল। ঐ শহর সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালানো হচ্ছে, এর মাধ্যমে নতুন নতুন অনেক তথ্য উন্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি ঐ পাহাড়ের বিচিত্র গুহার তথ্য উন্মোচন উল্লেখযোগ্য বিষয়। এ গুহাটি অনেক প্রশস্ত ও অনেক দূর বিস্মৃত।[৭৬]

---

৭৪. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড - ৩, পৃ- ২২২- ২২৭।

৭৫. প্রাগুক্ত।

৭৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

গুহাটি এমনভাবে স্থাপিত যে, দিনের বেলা রৌদ্র ও রৌদ্রের তাপ সেখানে পৌছে না। একটি গুহা এরূপও আবিস্কৃত হয়েছে যে, এর পাশে প্রাচীন স্থাপনার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। আর সেখানে অনেকগুলো খুটির ধ্বংশাবশেষ রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, সেটা কোন মসজিদের স্থাপনা হবে।[৭৭] এ ধরনের পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমানাদির পর এটা বলা খুবই সহজ যে, পবিত্র কুরআন যে 'আসহাবে কাহ্াফ' এর ঘটনা বর্ণনা করেছে, তা এ রাকীম শহ্রের সাথেই সম্পৃক্ত।[৭৮]

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্াফ-এর ঘটনা বর্ণনা করে এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য বলেছেন। কিন্তু গুহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তা তিনি বর্ণনা করেননি। কারণ এতে পৃথিবীর মানুষের বাস্তবিক কোন উপকারীতা নেই এবং ইসলামী শরীয়তেরও কোন উদ্দেশ্য এতে নিহিত নেই। কিন্তু তবুও কোন কোন মুফাসসির এটি নির্ণয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এ বিষয়ে তারা অধিক মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, গুহাটি 'আয়লাহ' শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, গুহা 'নীনওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন, রোমে অবস্থিত। কেউ কেউ বলেন, 'বালকা' নামক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক স্থান সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অবশ্য এর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভে কোন দ্বীনি উপকার থাকলে অবশ্যই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে এ বিষয়টি আমাদেরকে অবগত করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমি এমন কোন বিষয় ছেড়ে দেইনি যা তোমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আমি এর সবকিছুই তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি।"

আল্লাহ তা'আলা গুহাটির অবস্থান তো পবিত্র কুরআনের বাণী وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم[৭৯] বলে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু

৭৭. প্রাগুক্ত।
৭৮. প্রাগুক্ত।
৭৯. আল-কুরআন, সূরা কাহ্ফ, আয়াত-১৭।

www.pathagar.com

এর স্থানটি সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেননি। মহান আল্লাহর বাণী وهم في فجوة منه "আর সেই যুবকরা গুহার একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করেছে।"[৮০] যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছে না। তাদের কাছে সূর্যের আলো পৌঁছালে তাদের শরীর ও পোশাক জ্বলে যেত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বানীর উপমা টেনে বলেছেন ঃ ذلك من ايات الله এটি হল মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি।[৮১] আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে এই গুহায় পৌঁছিয়েছেন যেখানে তারা জীবিত রয়েছে এবং সেখানে নিয়মিত আলো-বাতস প্রবেশ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন من يهد الله فهو المهتد "আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।"[৮২] আল্লাহ্ তা'আলাই সেই যুবকদেরকে হেদায়েত দান করেছেন তাদের কওমকে নয়। কারণ মহান আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দান করেন কেবল সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর তিনি যাকে গুমরাহ্ করেন তাকে কেউ হেদায়েত দান করতে পারে না।[৮৩]

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতভেদের একটি বড় কারন এই যে, খ্রীষ্টধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্ব প্রধান অঙ্গ মনে করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এ ধরণের ঘটনাবলী এত বেশী সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক মহান আল্লাহর এবাদতের জন্যে গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। ফলে যেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার ধারণা করা ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

---

৮০. প্রাগুক্ত।
৮১. প্রাগুক্ত।
৮২. প্রাগুক্ত।
৮৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড-৬, পৃ-৪১৩-৪১৪।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার সময়কাল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)সহ অন্যান্য তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিল হযরত ঈসা (আ) এর আবির্ভাবের কিছুকাল পর খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু আল্লামা ইবনে কাছীর (র) এ মতের বিরোধীতা করেন। তাঁর বক্তব্য হলো, সূরা কাহ্ফের শানে নুযুলের ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে ইসহাকের যে রেওয়ায়েত রয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, মক্কার কুরাইশরা আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে মদীনার ইয়াহুদীদের কাছ থেকে অবগত হয়েছিল। এ ঘটনার ব্যাপারে ইয়াহুদী পণ্ডিতদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ঘটনাটি যদি খৃষ্ট ধর্মের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাথে বিজড়িত থাকতো তবে এ ব্যাপারে ইয়াহুদীদের আগ্রহ থাকার কথা না। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দী ও প্রবল বিরোধী। তাই ইবনে কাছীরের মতে আসহাবে কাহ্ফের এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ) এর পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল এবং ঘটনাটি ইয়াহুদী ধর্ম প্রতিষ্ঠাকালের সাথে সম্পৃক্ত।[৮৪]

ইবনে কাছীর (র)-এর এ প্রশ্ন যদিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ঐতিহাসিক প্রমাণাদি তাঁর এ মতকে সঠিক বলে প্রমাণ করে না। ইতিহাস বরং ইবনে কাছীর (র)-এর মতের বিপরীতে প্রমাণাদিই প্রদান করে। কেননা, এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে আসহাবে কাহ্ফের আলোচ্য ঘটনাটি রাকীম শহরে সংঘটিত হয়েছে। আর ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে কখনও 'রাকীম' শহর ইয়াহুদী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বরং 'নাবতী' রাজত্বকালে মূর্তি পূঁজার আখরায় পরিণত হয়েছিল। রোমানদের দখলের পর শহরটি খ্রীষ্টানদের অধীনস্ত হয়। মূলত এ দুটি সময়কালের মধ্যেই রাকীম শহরের ইতিহাস তৈরী হয়েছে। এমতাবস্থায় একটি বিশেষ সূক্ষ্ম বিষয়কে কেন্দ্র করে কেবল মাত্র ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে আসহাবে কাহ্ফের কিছু যুবকের মধ্যে সংঘটিত এ

---

৮৪. কাসাসুল কোরআন, খণ্ড- ৩, পৃ- ২২৯- ২৩০।

www.pathagar.com

ঘটনাকে ইয়াহুদী ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বলে দাবী করা যায় না। তাছাড়া খৃষ্ট ধর্ম প্রবর্তনের প্রাথমিক সময় আসহাবে কাহ্ফের ন্যায় আরো কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যেমন 'আফসুন', 'ইন্তাকিয়া' ও 'রোম' এ তিনটি শহরেই এমন ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।[৮৫]

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমকালীন খৃষ্টীয় বিশ্বে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি কাহিনী ছিল এবং এ ঘটনাকে তারা ধর্মীয় রঙে রঙিন করেছিল। খৃষ্ট সম্প্রদায়ের মাঝে এ কাহিনী 'এফিসাসের সপ্ত নিদ্রিত' (Seven Sleepers of Ephesus) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের স্মরণে নির্দিষ্ট দিনে গির্জায় গির্জার স্মরণোৎসব পালন করা হতো এবং তাদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো। ইউরোপ ও জার্মানির বিভিন্ন শহরে তাদের নামে গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কিত একটি পাণ্ডুলিপিতে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা দীর্ঘ কলেবরে লিখিতভাবে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ কাহিনীতে শুধুমাত্র স্থান ও কাল নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং সেই সাতজন ঘুমন্ত যুবককে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮৬]

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীর সূত্রপাত হয় রোম সম্রাট দাকিউস বা দাকিয়ানূস (Decius, ২০১-২৫১) এর আমলে। তার রাজত্বকালে রোমকদের মধ্যে যে মূর্তি পূঁজার প্রচলন ছিল, সেই পূঁজার প্রচলন আরো ব্যাপকতর করতে এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে মূলৎপাটন করতে তার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। সে খ্রীষ্টানদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করতো এবং তাদেরকে মূর্তি পূঁজায় বাধ্য করতো। যারা তার হুকুম অমান্য করতো তাদের জন্য অবধারিত ছিল মৃত্যুদণ্ড। এভাবে মূর্তিপূঁজার ব্যাপক প্রচলনের জন্য অনেক খ্রীষ্টানকে সে নির্বিচারে অমানবিকভাবে হত্যা করে। 'এফিসাস' (Ephesus) নামক স্থানের সাতজন খ্রীষ্টান যুবক সম্রাটের অত্যাচারে একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলে সম্রাট দাকিয়ানূস গুহার প্রবেশ পথে পাথর চাপা দিয়ে যুবকদের জীবন্ত কবরস্থ করেছিলো। যুবকরা এ অবস্থায় গুহায় শুয়ে পড়ল এবং গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলো। দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয় থিউডোসিয়াস

---

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩০।
৮৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড- ৩, পৃ- ১৫১।

www.pathagar.com

(Theodosius, ৪০৮-৪৫০) এর আমলে খৃষ্ট ধর্মের উত্থান ঘটে। তখন একজন পাদ্রি কিয়ামত ও মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করলে দেশব্যাপী ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই বিতর্ক প্রতিহত করতে সম্রাট দ্বিতীয় থিউডোসিয়াস বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তি গুহার প্রবেশদ্বার হতে পাথর অপসারণ করলে গুহায় শায়িত যুবকরা সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় জেগে উঠল। এ ঘটনার পর দেশব্যাপী কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিতর্কের অবসান ঘটে। [৮৭]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, যে অত্যাচারী বাদশাহ্‌র ভয়ে আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা পালিয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছি তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রীঃ। এরপর তিনশত বছর তারা ঘুমে কাটিয়ে ৫৫০ খৃষ্টাব্দে জেগে উঠেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা সুদীর্ঘ তিনশত বছরের নিরবচ্ছিন্ন ঘুম থেকে জেগে উঠেন। [৮৮]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা হযরত ঈসা (আ) এর পর খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একদল ঈমানের বলে বলিয়ান শার্দূল সাহসী যুবকদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। যে ঘটনার রেশ আজও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বিদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাহিনীতে বিদ্যমান।

৮৭. প্রাগুক্ত।
৮৮. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড- ৩, পৃ- ৫৫৪।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের সময়সীমা

আসহাবে কাহ্ফ কতকাল গুহায় শায়িত ছিল এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের দু'স্থানে উল্লেখ আছে। প্রথমত, সূরা কাহ্ফে আসবহাবে কাহ্ফের কাহিনীর প্রারম্ভে (১৮:১১) সংক্ষেপে কয়েক বছর বলা হয়েছে, যা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা যায় না। পুনরায় একই সূরায় (১৮:২৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা (আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা) তিনশ' বছর আরও নয় বছর গুহায় অবস্থান করেছিল। কিন্তু তার অব্যবহিত পরই বলা হয়েছে, "আপনি বলুন, তারা কতকাল অবস্থান করেছিলেন তা আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত" (১৮:২৬)। ফলে এর ভিত্তিতে তাফসীরবিদদের কেউ কেউ সূরা কাহ্ফের ২৫ নং আয়াতকে ২২নং আয়াতের অধীন সাব্যস্ত করেছেন অর্থাৎ আসহাবে কাহ্ফ দীর্ঘকাল স্বপ্ন-জগতে ছিলেন, কিন্তু পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যার ন্যায় তাদের অবস্থান কাল নির্ধারণকেও গুরুত্ব প্রদান করেনি। কেননা কাহিনীর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এদু'টি বিষয় অপ্রয়োজনীয়। কোন কোন তফসিরবিদ এবং আবূ রায়হান আল-বীরূনী সূরা কাহ্ফে আসহাবে কাহ্ফের তিনশত বছরের সাথে আরও নয় বছরের সংযুক্তির বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম রহস্য খুজে বের করেছেন। আর সূক্ষ্ম সে রহস্যটি হলো, হিসাব অনুযায়ী তিনশ' সৌর বছর চান্দ্র বছরেরর হিসাব অনুযায়ী তিনশ' নয় চান্দ্র বছরের সমান। কেননা প্রতি একশ সৌর বছরে চান্দ্র বছরের সাথে তিন বছর সংযুক্ত হয়ে যায়। আল বিরূনী এ বিষয়ে একটি অভিনব রহস্য ভেদ করার প্রয়াশ করেছেন। কেননা এ বিষয় থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যে দেশে এবং যে কালে আসহাবে কাহ্ফের এঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সে দেশে সৌর বছর প্রচলিত ছিল এবং যেহেতু আরবে চান্দ্র বছরের হিসাব প্রচলিত ছিল সেহেতু পবিত্র কুরআনে সে হিসাবে সময় নির্ধারণ করেছে।[৮৯]

আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা গুহা অভ্যন্তরে কতদিন ঘুমিয়েছিল তার সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফের বলেন,

---

৮৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড - ৩, পৃ - ১৫০- ১৫১।

www.pathagar.com

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً ﴿25﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ﴿26﴾ [৯০]

"আর তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ বছর, আরো নয় বছর। আপনি বলুন আল্লাহ্ ভাল জানেন, তারা কতকাল ছিল। আসমান জমিনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর ও দ্রষ্টা! তিনি ছাড়া তাদের আর কোন অভিভাবক নেই। তিনি কাউকেও তার কর্তৃত্বে শরীক করেন না।"

উপরের আয়াত থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় আসহাবে কাহ্ফ গুহায় তিনশত নয় বছর অবস্থান করেছিল। কিন্তু কুরআন অবতরণকালে যে সকল নাসারারা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা জানতো তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তিনশত বছর। তাফসীরবিদরা পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ও প্রচলিত বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পেয়েছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন তাফসীরবিদদের বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, আহ্লে কিতাবরা গুহার মধ্যে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের যে অবস্থানের একটি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন তাদের সে কথারই সংবাদ দিয়েছেন পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা কাহ্ফে। মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অবস্থান স্থলের সংবাদ হলো- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا অর্থাৎ, "(হে নবী) আপনি বলুন, আল্লাহ-ই তাদের অবস্থান সম্পর্কে ভাল জানেন" বলবার কোন কারণ ছিল না। দলীল হিসেবে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর কিরাআত পেশ করেন। তাঁর কিরআত হলো- وَقَالُوْ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আহ্লে কিতাবের প্রতিষ্ঠিত মতের প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেন- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا অর্থাৎ, "আপনি বলুন, তারা যে কতকাল গুহায় অবস্থান করেছে, তা আল্লাহ্ ভালই জানেন"। কিন্তু প্রথম মতই অধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসহাবে কাহ্ফের নির্দিষ্ট অবস্থান কালের প্রকাশ। তবে এ মতানুসারে اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا এর অর্থ

---

৯০. সূরা কাহ্ফ : ২৫-২৬

www.pathagar.com

হবে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থানকাল যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বাস্তব তো তাই, কিন্তু এরপরও যদি তারা এ নিয়ে আপনার সাথে বিরোধ করে, তবে আপনি বলে দিন- "আল্লাহ-ই তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক ভাল জানেন" এবং তিনি যা জানিয়ে দিয়েছেন সেটাই সঠিক। তোমাদের বিরোধে কোন কল্যাণ হবে না।[৯১]

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে আহলে কিতাবের বক্তব্য হলো যে, 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর যুবকদের গুহায় প্রবেশকাল থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ পর্যন্ত তাদের অবস্থানকাল, তিনশ' নয় বছরের অধিক সময়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মতের প্রতিবাদ করে বলেন, আপনি বলে দিন, তাদের রূহ কবজ হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত তারা যে কত কাল গুহায় অবস্থান করেছে। তা আল্লাহই ভাল জানেন।[৯২]

মহান আল্লাহর বাণী ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (অর্থাৎ, তিনশ' বছর থেকে অতিরিক্ত নয় বছর অধিক)। এ ব্যাপারে ইব্ন মারদুবিয়া (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং ইবনে জারীর, যাহ্হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথম শুধু لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'তিনশ' শব্দ ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা কি বুঝিয়েছেন? বছর, নাকি মাস? তখন নাযিল হলো- سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا কালবী (র) বলেন, 'নাজরান'-এর নাসারাগণ বলেছিল, 'আসহাবে কাহ্ফ' তিনশ বছর অবস্থান করেছিল এতটুকু আমরা জানি, কিন্তু অতিরিক্ত 'নয় বছর' এর কথা আমরা জানি না।[৯৩]

আল্লামা বাগাবী (র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনার সূত্র ধরে বলেন, আহলে কিতাবীদের মতে 'আসহাবে কাহ্ফ' তিনশ সৌর বছর গুহায় অবস্থান করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'তিনশ' নয় বছর' সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টির জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্ফ-এর যুবতকদের ঘুমের সময়কাল চান্দ্র

৯১. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড - ৭, পৃ - ৪৭২- ৪৭৪।
৯২. প্রগুক্ত।
৯৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বছরের হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সৌর বৎসরের প্রতি একশ' বছরে চন্দ্র বছরের হিসেবে তিন বছর বেশী হয়। অতএব সৌর বছরের হিসেবে তিনশ' বছরে চন্দ্র-বছরের হিসেবে নয় বছর বেশী হয়। [৯৪]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফের ২৫ নং আয়াতে ঘোষণা করেন, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا তাফসীরকারগণ উক্ত আয়াতের (১৮:২৫) অর্থ সাধারণত এভাবে করেছেন যে, মনে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা (আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা) তিনশ' নয় বছর গুহাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত কিছু কিছু রেওয়ায়েতে এ বিষয়ের যে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে তার সারমর্ম এই যে, এটা মূলতঃ আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে তৎকালীন মানুষের বক্তব্য, আল্লাহর ত'আলার নিজস্ব বক্তব্য নয়। তার মানে তাঁরা وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ এ আয়াতাংশটুকুর আগে উল্লিখিত শব্দ يَقُولُونَ এর অন্তর্ভূক্ত মনে করেন এবং এরূপ অর্থ করেন যেরূপ মানুষ (খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) আহসাবে কাহ্ফের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম কথা বলে এবং ভবিষ্যতেও বলবে। অনুরূপ তারা এ ধরণের উক্তিও করছে ও করতে থাকেব যে, আসহাবে কাহ্ফ তিনশ' নয় বছর গুহাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। যেমন, আল্লামা কাযী শওকানী (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থ 'ফতহুল কাদীর'-এ বিষয়টির বর্ণনা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

أخرج ابن ابي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال إن الرجل ليفسر الأية ويرى الها كذالك فيهوي ابعد ما بين السماء والارض ثم بلى ولبثوا في كهفهم ثم قال كم لبث القوم قالوا ثلث مأة وتسع قال لو كانوا لبثوا كذالك لم يقل الله قل الله أعلم بما لبثوا ولكنه حكى مقالة القوم فقال سيقولون ثلثة إلى قوله رجما بالغيب فأخبر انهم لا يعلمون ثم قال سيقولون ولبثوا في كهفهم ثلث مأة سنين وازدادوا تسعا.

"ইবনু আবি হাতিম (রা) ও ইবনু মারদুইয়াহ (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মানুষ এ আয়াতের

---

৯৪. প্রগুক্ত।

www.pathagar.com

তফসীর বর্ণনা করে আর মনে করে, সে সঠিক তফসীর বর্ণনা করেছে। অথচ সে (মারাত্মক ভুল করার দরূণ) যেন আসমান ও যমীনের দূরত্বের চেয়ে আরো দূরবর্তী স্থানে গিয়ে পতিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এরপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ অতঃপর বলেন, আসহাবে কাহ্ফ কতকাল গুহায় অবস্থান করেছে? এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তারা এর উত্তরে বলছে, তিনশ' নয় বছর অবস্থান করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি আসহাবে কাহ্ফ প্রকৃতপক্ষে এই নির্দিষ্ট কাল গুহায় অবস্থান করে থাকে স্বয়ং আল্লাহ এই বক্তব্য রাখতেন না যে, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا "আপনি বলুন, আল্লাহই তাদের অবস্থান সম্পর্কে যথাযথ অবগত আছে।" (মূলতঃ ঐ বর্ণিত সংখ্যা আল্লাহর নিজস্ব বক্তব্য নয়) বরং তিনি মানুষের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আর মানুষের উক্তির বিষয়টি এখান থেকে শুরু করেছেন।"[৯৫]

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ سَيَقُولُونَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا [৯৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা আসহাবে কাহ্ফের (সঠিক সংখ্যা) জানে না। অতপর আল্লাহ পাক (মানুষের দ্বিতীয় বক্তব্য তুলে ধরে) বলেন, অচিরে তারা এরূপ উক্তি করবে আর আসহাবে কাহ্ফ তাদের গুহায় তিনশ' বছর আরো নয় বছর বেশী সময় অবস্থান করেছে।

ইবনে কাছীর (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাছিরে আল্লামা কাতাদা সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একথা বর্ণনা করেন-

قال قتادة وفي قراءة عبد الله وقالو ولبثوا يعني انه قاله الناس وهكذا قال قتادة ومطرف.

"কাতাদা বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর কিরাতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে- وَقَالُوْ وَلَبِثُوا এর মানে হচ্ছে এটা মূলতঃ মানুষের বক্তব্য। কাতাদা ও মুতাররাফ উভয়েই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।"[৯৭]

---

৯৫. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড - ৩, পৃ- ২৪১-৪২।
৯৬. আল কুরআন, সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ২২ এর অংশ ও ২৪

www.pathagar.com

আমাদের মতেও উপরোল্লিখিত মতামতই উত্তম। কেননা, পবিত্র কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতি এই অর্থই প্রকাশ করে। এর কারণ এই যে, এ আয়াতগুলোতে পবিত্র কুরআনুল কারীম রাসূলকে (সা) এরূপ উপদেশ প্রদান করেছে যে, তিনি যেন এ ধরণের অনর্থক ও অনুমানভিত্তিক কথার পেছনে মাথা না ঘামান। এরপর যখন পবিত্র কুরআনে وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ এর পর বলা হয়েছে- اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ তখন এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, গুহায় অবস্থানকালের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য অন্ধকারে তীর ছোঁড়ার মতই। সুতরাং এ ব্যাপারে সঠিক কর্মপন্থা এটাই যে, এ বিষয়টিকে মহান আল্লাহ্‌র ইলমের কাছে সোপর্দ করে দেয়াই যথাযথ হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় উক্ত বক্তব্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয় বরং এ বক্তব্য তাদেরই যারা রসূল (সা)-এর যামানায় উক্ত ঘটনার বিবরণ প্রসঙ্গে অযথা অনুমানভিত্তিক নানা মন্তব্য করে আসছিল।[৯৮]

এত কিছুর পরও আল্লামা ইবনে কাছীর (র) সাধারণ তফসীরকারদের বর্ণিত অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রিওয়ায়েতকে 'মুনকাতে' ও তাঁর কিরাতকে নগণ্য সাব্যস্ত করে সেটাকে অযৌক্তিক ও অনির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) সহীহ্ রেওয়ায়েত সম্পর্কে তাঁর নিকট কি জবাব রয়েছে? ইবনে কাছীর (র) এটাও বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকদের গুহায় অবস্থানকালের বিষয়ে প্রথমত তিনশ বছর উল্লেখ করেছেন যেটার হিসাব সৌর বৎসর গণনার সাথে মিল রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ আয়াতের পরবর্তী অংশে وَازْدَادُوا تِسْعًا বলে আরো নয় বছর বাড়িয়েছেন, যাতে তা চন্দ্র বছরের হিসাবের সাথে মিলে যায়। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এটা সহজেই বলা যায় যে, এটা মূলতঃ আয়াতের তফসীর নয় বরং এটা দূরবর্তী ব্যাখ্যা। কেননা, একদিকে তো পবিত্র কুরআন উপদেশ দানের দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত বিবরণ পেশ করাকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করছে, অপরদিকে পবিত্র কুরআন এমন বিষয়ে জড়িয়ে পড়ছে যেগুলোর

৯৭. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড-৩, পৃ. ২৪১-২৪২।
৯৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সাথে শিক্ষা ও উপদেশের কোন সম্পর্ক নেই। বরং সেটা নিছক জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়, এটা কিভাবে হতে পারে?[৯৯]

আল্লামা ইবনে কাছীরের (র) নিকট এ বক্তব্য এ কারণেও মানুষের বক্তব্য হতে পারে না যে, নাসারাদের নিকট আসহাবে কাহ্ফ-এর যুবকদের গুহায় অবস্থানকাল তিনশ' বছরের একটি ধারনা ছিল। তাদের এ মতটি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত নয় বছরের কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। তবে তাঁর একথাও ঠিক নয়। কারণ সাধারণ তফসীরকারগণ তাদের উভয় বক্তব্যই উল্লেখ করেছেন।[১০০]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলকে (সা) গুহার মধ্যে 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর অবস্থানকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা গুহার অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর হতে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কত দিন সে গুহার মধ্যে অবস্থান করেছিল। সৌর বৎসরের হিসাবে আসহাবে কাহ্ফ-এর যুবকরা তিনশ বছর অবস্থান করেছিল কিন্তু চন্দ্র মাসের হিসাবে এই সময়টি আরো নয় বছর বেশি হয়। সূর্য বছর এবং চন্দ্র বছরে প্রতি একশ বছরে তিন বছরের পার্থক্য হয়। এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে তিনশ বছর উল্লেখ করে আরো অধিক নয় বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাহ্ফে বলেন, قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا অর্থাৎ, "আপনার কাছে তাদের অবস্থান সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এবং আপনি যদি না জানেন এবং আল্লাহও তাদের অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে অবহিত না করে থাকেন তবে বলুন, আল্লাহ্ই তাদের অবস্থান সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন।" মহান আল্লাহ্ এবং তিনি যাকে অবহিত করেছেন সে ব্যতীত অন্য কেউ আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘুমের সময়কাল সম্পর্কে জানে না। অনেক উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র)-এর এ তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। যেমন মুজাহিদ (র)-সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর (র)-এর এ তাফসীরকে গ্রহণ করেছেন। কাত্বাদাহ (র) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ "তারা তাদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান

---

৯৯. প্রাগুক্ত।
১০০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

করেছিল।" এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আহলে কিতাবেরর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ মতকে প্রত্যাখ্যান করে পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতাংশের পরে বলেন قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا। অর্থাৎ, "আপনি [হে রাসূল (সা)!] বলুন, আল্লাহ্ তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে খুব ভাল জানেন"। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরআতে রয়েছে وَقَالُوا। لَبِثُوا। الخ অর্থাৎ, তারা বলে আসহাবে কাহ্ফের যুবকেরা গুহার অভ্যন্তরে তিনশ বছর অবস্থান করেছিল। কাতাদাহ (র) ও মুতারয়িফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর এই ব্যাখ্যা কে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের গুহায় অবস্থানকাল সম্পর্কে কাতাদাহ (র) যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের নিকট সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ আহলে কিতাবদের মতে তাদের অবস্থানকাল তিনশত বছর। অধিক নয় বছরের কথা তারা উল্লেখ করেনি। যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মতের বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করতেন তবে বর্ধিত নয় বছরের কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত উক্ত আয়াত দ্বারাও এটিই প্রকাশ হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবের কথা নকল করেননি বরং নিজেই আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের গুহায় অবস্থান কালের খবর দিয়েছেন। আল্লামা ইবনে জারীর (র) এ বিষয়ে এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।[১০১]

পবিত্র কুরআনে সূরা কাহ্ফে (১৮:২৫) আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিনশত বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত। ইবনে কাছীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তফসীরবিদদের অভিমত। আবূ হাইয়্যান (র.), কুরতুবী (র.)সহ অনেক তফসীরবিদ এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। তাঁর অভিমতটি হলো, তিনশ বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদকারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র

১০১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪২৫।

www.pathagar.com

কুরআনে এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার উক্তি হচ্ছে اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا বাক্যটি। কেননা, তিনশত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে পবিত্র কুরআনে এরপরে اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদরা বলেন যে, উভয় বাক্যই আল্লাহ তা'আলার কালাম। এর মধ্যে পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফের প্রথম বাক্যে আসহাবে কাহ্ফের বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর সাথে বিরোধ পোষণকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সময়কাল বর্ণিত হয়ে গেছে তখন একে মেনে নেয়া ঈমানদারদের জন্য অপরিহার্য। একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন আসহাবে কাহ্ফের প্রকৃত ঘটনা। নিছক অনুমান ও মতামতের ভিত্তিতে এর বিরোধিতা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই না।[১০২]

এখানে প্রশ্ন হয় যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের নিদ্রার সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তিনশ বছরের কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেছে যে, এ তিনশ'র উপর আরও নয় বছর বেশি। প্রথমেই তিনশ নয় বছরের কথা বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সৌর বর্ষের প্রচলন ছিল। সৌর বর্ষের হিসাবে আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের সময়কাল মোট তিনশ বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র বর্ষের বছর হিসাবে সৌরবর্ষের তিনশত বছর হিসাব অনুযায়ী তিনশ নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বোঝানোর জন্য উপরোক্ত ভঙ্গিতে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্ফ-এর সময়কালের বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনুল কারীমের একটি বর্ণনাশৈলী।[১০৩]

সচেতন পাঠক মাত্রই এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, আসহাবে কাহ্ফের ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের যুগে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগেও ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে সুস্পস্ট মতভেদ ছিল। এর একটি হলো, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টি হলো, গুহায় তাদের নিদ্রার সময়কাল। পবিত্র কোরআন উভয় বিষয়ে একটু

১০২. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃ- ৮০৬।
১০৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছে। পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যার বর্ণনা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেনি-শুধুমাত্র ইঙ্গিত প্রদান করেছে। অর্থাৎ যে উক্তিটি নির্ভুল ছিল, তার খণ্ডন করেনি। কিন্তু পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহ্ফের সময়কাল পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে বলেছে: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا এ আয়াতের মাধ্যমে। কারণ এই যে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধ্যমে পবিত্র কুরআন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আর তা হলো, এর সাথে কোন পার্থিব ও ধর্মীয় মাস'আলার সম্পর্ক নেই। তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিদ্রারত থাকা এবং পানাহার ছাড়া সুস্থ ও সবল থাকা এরপর দীর্ঘ দিন পর সুস্থ অবস্থায় উঠে বসা-এগুলোর হাশর ও মৃত্যুর পর পূনর্জীবনের দৃষ্টান্ত এবং কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ হতে পারে, তাই বিষয়টিকে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।[১০৪]

যেসব লোক মু'জিযা ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অস্বীকার করে, অথবা প্রাচ্যশিক্ষা বিশারদ পাশ্চাত্যের ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান অনেক লেখক কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিতে ভীত হয়ে এগুলোতে নানা ধরণের সদর্থ বর্ণনা করার প্রয়াস পায়; তারা আলোচ্য আয়াতেও হযরত কাতাদাহ (র)-এর তাফসীর অবলম্বন করে তিনশ নয় বছরের সময়কালকে তৎকালীন লোকদের উক্তি সাব্যস্ত করে খণ্ডণ করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তারা এ বিষয়য়ে চিন্তা করেনি যে, আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীর শুরুতে পবিত্র কুরআনে سِنِينَ عَدَدًا বলা হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ছাড়া আর কারও উক্তি হতে পারে না। মানুষের অভ্যাস বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক ঘটনা ও কারো মতের যথার্ততা প্রমাণ করার জন্য অবিরাম কয়েক বছর নিদ্রাময় অবস্থা থেকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় উঠে বসাই যথেষ্ট।[১০৫]

উল্লেখিত তাফসীরসমূহের বর্ণনায় আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের সময়সীমা সম্পর্কে দু'টি ধারণা প্রকাশিত হয়। (এক) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত তাদের সময়সীমা তৎকালীন সময়ে ইয়াহুদী নাসারাদের প্রচলিত তথ্য, ও (দুই) কুরআনে বর্ণিত তিনশ নয় বছরই হলো আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের সময়কাল।

---

১০৪. প্রাগুক্ত।
১০৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, পবিত্র কুরআনের এরূপ বর্ণনাভঙ্গিই জ্ঞান পিপাসু গবেষকদের গবেষনার দ্বার উন্মোক্ত করে। ফলে ইঙ্গিতময় বিষয়ের গবেষণার পরিধি বিস্তৃত হয়ে সঠিক তথ্য উন্মোচিত হয়। তবে এ ক্ষেত্রে যেহেতু পবিত্র কুরআনুল কারীমই আমাদের প্রমাণের প্রধান মানদণ্ড এবং আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা নিয়ে রাসূল (সা) কে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত বিতর্কে না জড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন, (১৮:২২) তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত তিনশত নয় বছর সময়কালকেই সঠিক বলে ধারণা করছি। যদিও তফসীরবিদদের আলোচনায় আসহাবে কাহ্‌ফের ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত উল্লেখিত বিষয়টি সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় এবং এ সকল মতভেদ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থা

আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের সময়ের অবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে তাদের ঘুমের স্থান পাহাড়ের গুহাটির অভ্যন্তরীন ও বাহিরের অবস্থা পরিস্কার হওয়া জরুরী। আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের গুহাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে (১৮:১৭) ইরশাদ করেন;

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের (আসহাবে কাহ্ফ) গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান সেই সৎপথপ্রাপ্ত হয় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখন তার জন্য পথ প্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না।" [১০৬]

পবিত্র কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের গুহার যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এই যে, সকালে সূর্যোদয়রে সময়েও এর ভেতরে রোদ প্রবেশ করে না এবং বিকালে সূর্যাস্তের সময়ও প্রবেশ করে না। এটা তখন সম্ভব যখন গুহা উত্তরমুখী অথবা দক্ষিণমুখী হয়। কেননা, আয়াতে যে ডানদিক-বামদিক বলা হয়েছে, তার অর্থ যদি গুহায় প্রবেশকারীর ডানদিক-বামদিক হয়, তবে গুহাটি উত্তরমুখী। পক্ষান্তরে যদি গুহা থেকে নির্গমনকারীর ডানদিক-বামদিক হয়, তবে গুহাটি দক্ষিণমুখী হবে। [১০৭]

---

১০৬. আল কুরআন, সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ১৭।
১০৭. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড- ৫, পৃ- ৫৬৩।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের গুহাটির অবস্থা আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত চমৎকার বর্ণনাভঙ্গিতে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতীর সামনে তুলে ধরেছেন। এ আয়াতের আলোকে আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থা কেমন ছিল এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীরবিদ বিষদ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছেন। নিম্নে আসহাবে কাহ্ফের গুহার অবস্থা সম্পর্কিত তাফসিরবিদদের ভাষ্য পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক নিদর্শনসমূহের অন্যতম আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রা অবস্থায় থাকা এবং খাদ্য, পানি ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা এক আশ্চর্য বিষয়। পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করা সত্ত্বেও গুহার ভিতর তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে সূর্য অতিক্রম করার উপকারিতা হলো জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা সৃষ্টি করা। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের সংরক্ষণও হয়েছে যথাযথভাবে।[১০৮]

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের উপর রোদ না পড়া তাদের আশ্রয়স্তল গুহাটির বিশেষ অবস্থানের কারণেও হতে পারে। যেমন গুহার প্রবেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ স্বভাবতই ভেতরে প্রবেশ করত না। আল্লামা ইবনে কুতায়বা (র) আসহাবে কাহ্ফের গুহাটির বিশেষ অবস্থান স্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, অংকশাস্ত্রের মূলনীতির নিরিখে সে স্থানের দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ তথা দৈর্ঘ্য দেশান্তর রেখা (Longitude) ও প্রস্থ দেশান্তর রেখা (Latitude) এবং গুহার সমক্ষ নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। এর বিপরীতে বাজজাজ বলেন, তাদের উপর থেকে রোদ দূরে থাকা গুহাটির নিদৃষ্ট বিশেষ কোন অবস্থানের কারণে নয়। বরং তাদের কারামতির কারণে অলৌকিকভাবে এটা হয়েছিল। এ বিষয়ক আয়াতের শেষে ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ বাক্য থেকেও বাহ্যত তাই বোঝা যায় যে,

---

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৬৪।

www.pathagar.com

রোদ থেকে সংরক্ষণের এই বিশেষ ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল।[১০৯]

পরিস্কার কথা এই যে, তাদের দেহে যাতে রোদ না লাগে তার জন্যই মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ কুদরতে সেরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থা গুহার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা রোদের সময় মেঘখণ্ড ইত্যাদির দ্বারা আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে অলৌকিকভাবে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হোক। উল্লেখিত আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিতে সব সম্ভবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।[১১০]

আসহাবে কাহ্ফের গুহাটির অবস্থান সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, গুহার দ্বার বা প্রবেশ পথ বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "সূর্যোদয়কালে যখন তার আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার ছায়া ডান দিকে ঝুঁকে পড়ে" এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাহ্দাহ (রা) বলেছেন, এর কারণ হলো, সূর্য যখন উদিত হয় তখন তার উদয়ের সাথে সাথে ঘুমন্ত যুবকরা তার ছায়া পেতে থাকে, এমনকি এ ধরনের স্থানে সূর্য হেলার সময় তার একটু ছায়াও থাকে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ অর্থাৎ, "যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বাম দিকের দরজা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে।" প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ব্যক্তির ডান ও বাম দিকের কথা বলা হচ্ছে তারা গুহার পূর্ব দিকে অবস্থান করবে। এ বিষয়টি বুঝা সে ব্যক্তির পক্ষে সহজ যে ইলমে হাইয়াত (علم هيئه) সম্পর্কে এবং সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, যদি গুহার দরজাটি পূর্ব দিকে হতো তবে সূর্যাস্তকালে তার মধ্যে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করতো না। আর যদি পশ্চিম দিকে তার দরজা হতো তবে সূর্যোদয় কালে সূর্যের আলো তাতে প্রবেশ করত না। আর তার ছায়া ডান ও বাম দিকে ঝুকে পড়ত না। পশ্চিম দিকে

---

১০৯. প্রাগুক্ত।

১১০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

দরজা থাকলে সূর্য হেলার পূর্বে তাতে আলো প্রবেশ করতে পারে না এবং সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত তার আলো গুহার মধ্যেই থাকত। অতএব আমরা গুহার দরজার অবস্থান সম্পর্কে যা বলেছি তাই সঠিক।[১১১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপথি (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা গুহার মধ্যভাগে এমন স্থানে অবস্থান করেছিল যে, নির্মল বায়ু তাদের স্পর্শ করে, সূর্যের কষ্টও তাদের ভোগ করতে হয় না এবং সূর্যের উত্তাপ থেকেও তারা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ছিল।[১১২]

আল্লামা ইবনে কুতায়বা (র) আসহাবে কাহ্ফের গুহাটির অবস্থান সম্পর্কে বলেন, গুহাটির মুখ ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে। এটি পূর্ব ও পশ্চিমে বিষুব রেখা বরাবর প্রলম্বিত ছিল। তাই উদয়ের সময় সূর্য হেলে থাকতো পাশে, আর অস্তমিত হওয়ার সময় ঝুকে পড়তো বাম পাশে। ফলে গুহার উভয় দিকে সূর্যের কিরণ পতিত হতো। তাই পচন, দুর্গন্ধ, বাতাসের স্বল্পতা এ সকল কিছুই ঘটতো না। আর আসহাবে কাহ্ফের গুহাটিতে সরাসরি সূর্যের আলোও পড়তে পারতো না। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শরীরকে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করেছেন। আর এ অবস্থার কারণে তাদের পরিধেয় বস্ত্রও রক্ষা পেত স্বাভাবিক মালিন্য থেকে। কোন কোন তাফসীরবিদ আল্লামা ইবনে কুতায়বা (র)-এর এ মতকে গ্রহণ না করে উল্লেখ করেছেন যে, গুহার মুখটি ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে। আর এ বিশেষ অবস্থানের কারণেই গুহাটি রোদ থেকে দূরে ছিল। বস্তুত মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতেই এরূপ সংঘটিত হয়েছিল। তিনি তাঁর অপার কুদরতেই সূর্যের কিরণ আসহাবে কাহ্ফের গুহা থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ অর্থাৎ, "এটা আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন, যার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা যেতে পারে" (১৮:১৭)। অবশ্য এ আয়াতের এক অর্থ এও হতে পারে যে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা, গুহায় তাদের অবস্থান গ্রহণ করা, তাদের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহর পক্ষ্য থেকে ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাদের এ ঘটনা সঠিকভাবে

---

১১১. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪১২- ৪১৩।

১১২. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড- ৭, পৃ- ৪৫৫।

www.pathagar.com

বর্ণনা করা সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন এবং কুরআনের সত্যতার একটি বিশেষ প্রমাণ।[১১৩]

আসহাবে কাহ্ফের ইতিবৃত্তের বিস্ময়োদ্দীপক বিমূর্ত চিত্র সুনিপুনভাবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে শব্দের তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। গুহাবাসী যুবকদের অবস্থার এ চিত্র যেন একটা ভিডিও ক্যাসেটে তোলা স্বচ্ছ ছবির মতোই। পর্বত গুহার ওপর সূর্যের আলো যাতে না পড়ে, সে জন্যে সূর্য যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই একদিকে হেলে গিয়েছে। 'তাযাওয়ারু' শব্দটির অর্থ (হেলে যায়) ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করার অর্থকে বোঝায়। অনুরূপভাবে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় গুহার উত্তর দিক দিয়ে চলে যাওয়াটাও একই ধরনের অর্থবোধক।[১১৪]

এই বিস্ময়কর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার আগে পবিত্র কুরআনুল কারীম গুহাবাসী যুবকদের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। এটি পবিত্র কুরআনের একটি সুপরিচিত মন্তব্য; যার দ্বারা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনাকালে মাঝে মাঝে উপযুক্ত স্থানে মনোযোগ আকর্ষন করা হয়। আর সে মন্তব্যটি হলো,'এ হচ্ছে আলাহর একটা নিদর্শন। 'অর্থাৎ যুবকদেরকে পর্বতগুহায় এমনভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে সূর্য তাদের কাছে গিয়ে আলো দিলেও তারা সূর্যের তীব্র কিরণ দ্বারা তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়নি, অথচ তারা তাদের যথাস্থানে ছিল নিশ্চল কিন্তু জীবিতাবস্থায় অবস্থান করেছিলেন এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর একটা নিদর্শন।[১১৫]

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সাথে একটি প্রভুভক্ত কুকুর ছিল। সেটিও তাদের সাথে পাহাড়ের গুহায় চলে গিয়েছিল। সে পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত ছিল এবং গুহামুখ খোলা ছিল, তবুও সূর্যরশ্মি তাতে প্রবেশ করতে পারত না। পূর্বাহ্ন কিংবা অপরাহ্নের উদয় ও অস্তগামী সূর্যের কিরণ তাতে প্রবেশ করত না। তা উত্তরমুখী ছিল এবং উভয়কালেই সূর্যরশ্মি তার ডান বা বাম পাশে পতিত হত। উত্তর দিকে ছিল সুড়ঙ্গের মুখ এবং দক্ষিণ দিকটি

---

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৪৬।
১১৪. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, খণ্ড- ১২, পৃ - ২৮১।
১১৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ছিল নিষ্ক্রমণ পথ। সুতরাং আলো ও বাতাস তাতে যথারীতি যাতায়াত করত। শুধুমাত্র রোদের পথ ছিল সেখানে রুদ্ধ।[১১৬]

এ থেকে একই সাথে দুটি ব্যাপার সহজে অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, বেঁচে থাকর জন্য আসহাবে কাহ্ফের গুহাটি অত্যন্ত উপযোগী ও নিরাপদ স্থান ছিল। কেননা, আলো-বাতাসের পথ সেখানে উন্মুক্ত ছিল, আর রোদের উত্তাপ থেকে সেস্থান ছিল সম্পূর্ণ মুক্ত। অধিকন্তু গুহাটির অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত ছিল। তাই স্থানের কোন অভাব সেখানে ছিল না।[১১৭]

দ্বিতীয়ত, আসহাবে কাহ্কে বাহির থেকে প্রত্যক্ষদর্শিদের দৃষ্টিতে ভয়াবহ বৈ অন্য কিছু ছিল না। কেননা, আলো প্রবেশের পথ থাকায় তা নিরেট অন্ধকারময় ছিল না। পক্ষান্তরে সম্মুখভাগ উত্তরমুখী হওয়ায় সূর্যরশ্মি থেকে তা বঞ্চিত ছিল। ফলে, তা কখনই উজ্জ্বল মনে হতো না। আলো ও আঁধার মিলে আবছা ও অস্পষ্ট রূপে গুহাটি প্রতিভাত হতো। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি ঝুঁকে এরূপ স্থান প্রত্যক্ষ করলে অবশ্যই তার নিকট বিষয়টি খুবই ভয়াবহ মনে হতো।[১১৮]

মূলত আসহাবে কাহ্ফের গুহাটির স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতেরই বহিঃপ্রকাশ। আর এভাবেই তিনি তাঁর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

---

১১৬. আসহাবে কাহাফ, পৃ- ২০।

১১৭. প্রাগুক্ত।

১১৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের অবস্থা

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের গুহায় ঘুমের অবস্থা কেমন ছিল এর বর্ণনায় আল্লহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফের ১১ ও ১৮ নং আয়াতে বলেন :

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ﴿11﴾

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً ﴿18﴾

"তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে গুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সামনের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পিছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।"[১১৯]

পবিত্র কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় তাফসীর-বিদরা গুহার অভ্যন্তরে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘুমের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন অভিমত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের নিদ্রার আলোচনায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (১৮:১১)। কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (র) বলেন, পবিত্র কুরআনের বাণী فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ এর শাব্দিক অর্থ হলো কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়া। সাধারণত অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, মানুষ যখন ঘুমেরকোলে ঢলে পড়ে সে সময় সর্বপ্রথম মানুষের চোখ বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর

---

১১৯. আল কুরআন, সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ১১, ১৮।

www.pathagar.com

যখন ঘুম পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।[১২০]

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকারা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতো। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কুদরতে তাদেরকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্ত্বেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং তাদের অবস্থা ছিল এরূপ যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতো। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, ঘুমের সময় আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের চোখ খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে মানুষের শরীরে যে ঢিলে-ঢালা ভাবে আসে তাও তাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। বাহ্যত এ অবস্থাও অসাধারণ এবং এটি একটি কারমতই ছিল। এর বাহ্যত কারণ ছিল তাদের হিফাজত করা- যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকারা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।[১২১]

সূরা কাহ্ফের ১৮ নং আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (র) বলেন,পবিত্র কুরআনের বাণী لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ বাহ্যত এ বাক্যে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই এ বিষয়টি জরুরী নয় যে, আসহাবে কাহ্ফের ভয়ভীতি রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পলায়ন করবে। বিষয়টি সাধারণ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।[১২২]

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কোরআন ও হাদীস এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। প্রকৃত সত্য এটাই যে, আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত

---

১২০. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড - ৫, পৃ - ৫৪৭।
১২১. প্রাগুক্ত।
১২২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব হওয়া কাল্পনিক কোন বিষয় ছিল না। পবিত্র কোরআন ও হাদীস যখন এর কোন বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক ও শুধুমাত্র সময়ের অপচয় ছাড়া কিছুই না।[১২৩]

তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমরা রোমকদের মুকাবিলায় হযরত মুআবিয়া (রা)-এর সাথে এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, যা 'গাযওয়াতুল মুযীফ' নামে প্রসিদ্ধ। এই সফরে আমরা আহসাবে কাহ্‌ফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া (রা) আহসাবে কাহ্‌ফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তাঁকে এ কাজে নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহকে (সা)] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর لَوِ اطَّلَعْتَ। উক্ত আয়াতটি তিনি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) মতে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করেছেন। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসের (রা) এ মত গ্রহণ করলেন না। সম্ভবত তার কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহ্‌ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসের (রা) কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেননি।[১২৪]

---

১২৩. প্রাগুক্ত।
১২৪. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড - ৫, পৃ - ৫৬৫- ৫৬৬।

www.pathagar.com

নিদ্রাকালীন সময়ে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ করেন যে, কোন কোন গবেষক বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন যুবকদের কর্ণকুহরে নিদ্রার সিল মেরে দিয়েছিলেন, তখন তাদের চোখ উন্মুক্ত থাকল। যেন তাদের শরীর পচে না যায়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ অর্থাৎ "আপনি তাদেরকে জাগ্রত ধারণা করেন, অথচ তারা নিদ্রিত"। বনের বাঘ সম্পর্কে কথিত আছে, সে যখন নিদ্রা যায় তখন তার এক চোখ খোলা থাকে আর এক চোখ বন্ধ থাকে। পুনরায় বন্ধ চোখ খুলে যায় এবং খোলা চোখ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন আরব কবি তার এক কবিতায় বলেন,

ينام باحدى مقلتيه ويتقى + باخرى الرزايا فهو يقظان نائم

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ অর্থাৎ, "আর আমি তাদেরকে ডানদিকে ও বামদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই।" পূববর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা ঘুমন্ত অবস্থায় বছরে দুইবার পার্শ্ব পরিবর্তন করত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি তারা পার্শ্ব পরিবর্তন না করত তবে মাটি তাদেরকে খেয়ে ফেলত। আল্লাহর বাণী وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ আর তাদের কুকুরটি তার সামনের দু'পা গুহার দ্বারে প্রসারিত করে রাখে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) বলেন, الْوَصِيدِ অর্থ আঙিনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, الْوَصِيدِ অর্থ দরজা। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) বলেন, الْوَصِيدِ অর্থ মাটি। কিন্তু অধিক সঠিক অর্থ হল আঙিনার দরজা। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ তার দরজা তাদের উপর বন্ধ থাকবে أَصِيد ও وَصِيد উভয় প্রকার শব্দই ব্যবহার হয়ে থাকে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আসহাবে কাহ্ফের কুকুরটি তাদের পাহারা দিতেছিল।[১২৫]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেন, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا অর্থাৎ, "যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পিছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে

১২৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড - ৬, পৃ - ৪১৫।

www.pathagar.com

আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে (১৮:১৮)।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এতই ভীতিপূর্ণ করেছিলেন যে, কেউ তাদের উপর দৃষ্টিপাত করলে সে ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ত এবং তাদের নিকটবর্তী হতে সাহস করত না আর স্পর্শ করতেও সাহস পেত না, এমন কি তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় এভাবেই সমাপ্ত হলো এবং তাদের নিদ্রার সমাপ্তি ঘটল। এতে মহান আল্লাহর হিকমত, দলীল, প্রমাণ ও রহমত নিহিত আছে।[১২৬]

আল্লামা সানাউলল্লাহ পানিপথি (র) মহান আল্লাহর বাণী وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا অর্থাৎ, "এবং ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন" (১৮:১৮) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এ ভয়ের কারণ হলো গভীর নির্জনতা। কালবী (র) বলেন, জাগ্রত মানুষের মত তাদের চক্ষু ছিল উন্মুক্ত, যেন তারা কথা বলতে চাইতো। আবার কোন কোন তাফসীরকারের ভাষ্যমতে, যেহেতু তাদের চুল বৃদ্ধি পেয়েছিল, নখগুলো লম্বা হয়েছিল এবং অনুভূতি শূন্য হয়েই তারা এ পাশ ও পাশ পরিবর্তন করছিল। এ সকল বিষয়গুলো মিলে গুহার অভ্যন্তরে ভয়ের একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন তাফসীরকারের মত হলো, কোন বাহ্যিক কারণ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে (আসহাবে কাহ্ফের গুহায় প্রবেশাকারীদের) অন্তরে ভয় সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে কেউ তাদের কাছে প্রবেশ করতে না পারে। উলামায়ে কেরারম ও তাফসীরবিদদের নিকট এটিই বিশুদ্ধ মত হিসেবে পরিগণিত হয়। উলামায়ে কেরাম ও তাফসীরবিদরা এ বিষয়ের বিশুদ্ধতার দলীল হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সাঈদ ইবন যুবায়র (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা হযরত মুআবিয়ার (রা) সাথে রোমে এক কঠিন জিহাদে শরীক হলাম। পথে আমরা "আহসাবে কাহ্ফ" এর গুহার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তখন হযরত মুআবিয়া বললেন, "আহসাবে কাহ্ফ" এর গুহার দ্বার উন্মুক্ত করা হলে আমরা তাদেরকে দেখতে পারতাম। তখন আমি বললাম যিনি আপনার চাইতে উত্তম, তাকেও তাদেরকে দেখানো হয় নি। পবিত্র কুরআনুল কারীমে

১২৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইরশাদ হয়েছে- لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا অর্থাৎ, "যদি আপনি উঁকি দিয়ে দেখতেন, তবে পিছন ফিরিয়ে পালিয়ে যেতেন।" হযরত মুআবিয়া (রা) আমার কথা মানলেন না এবং তিনি তাদেরকে দেখবার জন্য কিছু লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অগ্নিবায়ু প্রবাহিত করলেন এবং সকলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন আল মুনাযির ও ইব্ন আবূ হাতিমও (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন।[১২৭]

আসহাবে কাহ্ফ-এর যুবকদেরকে আল্লাহ তা'আলা গুহার মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেছেন; দীর্ঘকাল গুহার মধ্যে তাদের অবস্থান করা সত্ত্বে তাদের শরীরের পচন থেকে তিনি নিজ কুদরতে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেছেন।[১২৮] তেমনিভাবে মৃত্যু সমতুল্য সুদীর্ঘ নিদ্রা থেকে তাদেরকে জাগ্রত করেছেন, যাতে মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী মানুষদের জন্য এটি তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের একটি মহান নিদর্শন হয়।[১২৯]

আসহাবে কাহ্ফের ঘুমের অবস্থা সম্পর্কে তাফসীরবিদরা যে সকল আলোচনা করেছেন তার সাথে দ্বিমত পোষন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ) (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আসহাবে কাহ্ফ'-এ পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা কাহ্ফের ১১ ও ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। পাঠকের সামনে নিম্নে তাঁর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা সুদীর্ঘ ৩০০ বছর সময় কিভাবে গুহায় অতিবাহিত করেছিল সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে শুধু এতটুকু আভাস পাওয়া যায় যে, ইরশাদ হচ্ছে فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا অর্থাৎ, "পর্বত গহ্বরে নির্ধারিত কয়েক বছর তাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আমি পার্থিব দিক হতে বন্ধ রাখলাম।" বাক্যাংশ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ এর মর্মানুসারে আয়াতের অর্থ এটিই। অথচ তাফসীরকারগণ এর অর্থ নিদ্রিত হওয়া গ্রহণ করছেন। তাদের মতে কেবল নিদ্রামগ্ন অবস্থাতেই মানুষ বাইরের কোন

১২৭. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড- ৭, পৃ- ৫৫৭-৪৫৮
১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫৯।
১২৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

শোরগোল শুনতে পায় না। সুতরাং আয়াতে যে অংশটিতে "শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ রাখলাম" বলা হয়েছে, তা দ্বারা তাদের নিদ্রিত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাফসীরকারদের এ ব্যাখ্যা বিতর্কসাপেক্ষ বটে। কেননা, আবরী পরিভাষায় শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ হওয়ার দ্বারা কখনও নিদ্রা অর্থ বুঝানো হয় না। এই প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, এটি এক বিশেষ ধরণের ইঙ্গিত। গভীর নিদ্রামগ্ন অবস্থাকে 'কর্ণ কুহর বন্ধ রাখা' এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অবশ্য ইঙ্গিতময় বাক্যের মর্মোদঘাটনের বাপারে স্বাভাবিক হেরফের বিষয় অবৈধ নয়।[১৩০]

আহসাবে কাহ্ফের মশহুর বা প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো এই, তাঁরা পাহাড়ের গুহায় বহুদিন অবধি নিদ্রিত অবস্থায় ছিল। সুতরাং যে মত পূর্ব হতে প্রসিদ্ধ ছিল, তার ভিত্তিতেই যদি পরবর্তীকালের বর্ণনাসমূহ প্রচলিত হয়ে থাকে, তা আদৌ বিচিত্র কোন ব্যাপার নয়। আরবে উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী নাবাতী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। আমরা দেখছি, তাফসীরকারগণের অধিকাংশ বিশ্লেষণ ধর্মীয় কাহিনীসমূহ প্রচারে খ্যাতলাভকারী খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদীদের প্রদত্ত বর্ণনার ভিত্তিতে করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যেহাক ও সদীকে ধরা যেতে পারে।[১৩১]

যা হোক,আল্লাহর বাণী فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ বাক্যাংশ দ্বারা যদি নিদ্রামগ্ন অবস্থাকেই ধরা হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ দাড়ায় এই, তারা বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করল। তখন ثُمَّ بعثنا এর অর্থ দাঁড়াবে, 'অতপর তাদেরকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করলাম'।[১৩২]

যদি কোন এক ব্যক্তি অস্বাভাবিকভাবে বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থেকেও জীবিত থাকে, এটা তেমন বিচিত্র কথা নয়। কেননা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা এ বিষয়টির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। অনুরূপ উদাহরণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কুদরতে যদি আসহাবে কাহ্ফের বেলায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে, তা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়ার কারণ নেই। তবে, পবিত্র কুরআন মাজীদে

১৩০. আসহাবে কাহাফ, পৃ- ২১।
১৩১. প্রাগুক্ত।
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ- ২২।

www.pathagar.com

যেহেতু সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বিবৃত হয়নি, তাই সতর্কতার খাতিরে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কোন মতামত ব্যক্ত করা যথাযথ নয়।

সূরা কাহ্ফের ১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ অর্থাৎ, "মনে করবে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা নিদ্রিত।" এর দ্বারা হয় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার অবস্থা বলা হয়েছে অথবা আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের গুহার এক বিশেষ সময়কালের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে।[১৩৩]

এই আয়াতে এটিও বুঝা যাচ্ছে, দেশে অবস্থা পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বে আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা নির্জনতা বর্জন করে নি বরং গুহাতেই ছিল। এমনকি সেখানে দেহত্যাগ করল। অতপর গুহার অবস্থা দৃষ্টে বাহির থেকে প্রত্যক্ষকারীগণের নিকট মনে হত, তারা জীবিত অবস্থায় রয়েছে। তাদের কুকুরটি গুহার প্রবেশ মুখে জীবিত কুকুরের ন্যায় সামনে হাত বিছিয়ে বসেছিল। অথচ মানুষ কিংবা কুকুর কিছুই তখন জীবিত ছিল না।[১৩৪]

প্রশ্ন হলো, এতদসত্ত্বেও দর্শকগণ তাদেরকে জীবিত ও জাগ্রত মনে করত কেন? যদি তাদের শুধু লাশ পড়ে থাকত, তাহলে সেগুলিকে কেউ জীবিত ও জাগ্রত মনে করত না। পবিত্র কুরআনের رُقُودٌ শব্দের অর্থ যদি নিদ্রাবস্থাও ধরা হয় এবং তারা যদি শুধু নিদ্রায় শায়িত অবস্থায় থাকত, তাহলে নিদ্রিত ব্যক্তিকেই বা জাগ্রত মনে করার কি কারণ থাকতে পারে?[১৩৫]

তাফসীরকারগণ এ জটিলতা উপলব্ধি করেছেন। তবে তার কোন সমাধান তাঁর খুঁজে বের করতে পাননি। একদল তফসিরবিদ মন্তব্য করেছেন, যেহেতু তাদের চক্ষু উন্মীলিত ছিল, তাই তাদের জাগ্রত মনে হত। যদি কোন অচেতন ও নিশ্চল লাশ উন্মীলিত চক্ষুবিশিষ্ট হয়, তবু তাকে সচেতন ও জাগ্রত ভাববার কি কারণ থাকতে পারে? সেক্ষেত্রে তো এটাই বুঝা যাবে যে, মৃত বটে, তবে চক্ষু খোলা রয়েছে।[১৩৬]

অপরদল তফসিরবিদরা বলেন, পবিত্র কুরআনুল কারীমের বাণী - وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (অর্থাৎ আমার ইঙ্গিতে তারা ডানে ও বামে

---

১৩৩. প্রাগুক্ত।
১৩৪. প্রাগুক্ত।
১৩৫. প্রাগুক্ত।
১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩।

www.pathagar.com

পার্শ্ব পরিবর্তন করছে) আয়াত দ্বারা তাদের জাগ্রত বুঝানোর কারণ সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ যেহেতু আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা ডানে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকত, তাই দর্শকবৃন্দ তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে বাধ্য হত।[১৩৭]

এ ব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাখ্যা হতেও দুর্বল ও সংগতিহীন। প্রথমত, পার্শ্ব পরিবর্তন দ্বারা জাগ্রত বুঝানোর কোন কারণ নেই। কেননা, গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিও পার্শ্ব পরিবর্তন করে থাকে। দ্বিতীয়ত, পার্শ্ব পরিবর্তনের বিষয়টি মাঝে মাঝে ঘটে। এমন তো হতে পারে না যে, প্রতি মুহূর্তেই তারা পার্শ্ব পরিবর্তন করছিল। তাই যখন কোন আগন্তুক গুহার অভ্যন্তরে ঝুঁকে পড়ে তাদেরকে দেখত, তখনই তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখতে পেত এবং মনে করত তারা জাগ্রত।[১৩৮]

মজার ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাকারগণই আমাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন যে, একদলের মতে তারা বছরে দু'বার পার্শ্ব পরিবর্তন করতো, কারও মতে একবার, আবার কেউ কেউ তিন বছরে একবার এবং একদল নয় বছরে একবার পার্শ্ব পরিবর্তনের কথাও বলেছেন।[১৩৯]

মূলত উপরোক্ত গবেষকগণ পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতকে মহান আল্লাহ কিভাবে ও কোন অবস্থায় পেশ করেছেন, সে দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেননি। আল কুরআনে বলা হয়েছে-(যদি তুমি তাদেরকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে প্রয়াসী হও, তাহলে পিছনে ফিরে উর্ধশ্বাসে পলায়ন করবে। لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (কেননা তাদের সেই ভয়াবহ দৃশ্য তোমাকে ভীত ও কম্পিত করবে।)[১৪০]

এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, গুহার ভিতরে আসহাবে কাহ্ফের দেহগুলি অত্যন্ত ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করে রেখেছিল। যখনই কোন আগন্তুক বাইর থেকে তা প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসী হতো, তখনই সে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের দ্বারা

---

১৩৭. প্রাগুক্ত।
১৩৮. প্রাগুক্ত।
১৩৯. প্রাগুক্ত।
১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩- ২৪।

www.pathagar.com

প্রভাবান্বিত ও প্রকম্পিত হত। যে জন্য প্রত্যক্ষকারীকে শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে পলায়ন করতে হত।[১৪১]

এখন বুঝার বিষয় এই যে, যদি গুহার ভিতরের অবস্থা এরকম হত যে, কতিপয় ব্যক্তি তথায় চক্ষু খোলা অবস্থায় শায়িত রয়েছে, তা হলে ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করতে হত না। কারণ, যে ব্যক্তি বাহির থেকে ঝুকে পড়ে গুহার অন্ধকারে সে দৃশ্য দেখতে প্রয়াসী হত, তার দৃষ্টিশক্তি কি এতই প্রখর যে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাদের চক্ষুগুলি দেখে ফেলত এবং তাও আবার সে অবস্থায় দেখত, যখন তারা পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমাতো?[১৪২]

মূলত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের সম্পূর্ণ ঘটনাটিই অন্যরকম। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যাখ্যা-বিশারদগণের কল্পনাসৃষ্ট ধূম্রজাল হতে মুক্ত হয়ে ব্যাপারটি সম্পর্কে গবেষণা করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূল রহস্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১৪৩]

প্রথমত আমাদেরকে আয়াতে বর্ণিত অবস্থা কোন সময়কার তা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। যখন আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা সবেমাত্র পাহাড়ের গুহায় লুকিয়েছিল তখনকার, না আত্মপ্রকাশের পরে যে শেষবারের মত গুহায় প্রবেশ করল সেই সময়কার? তাফসীরকারগণের ধারণা, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অবস্থা প্রথমবারেই দেখা দিয়েছিল। এখানেই তারা ভুল করেছেন। আর এ ভ্রান্তিই তাদের সকল সিদ্ধান্তকে ভিত্তিহীন করে দিয়েছে। আদতে, আসহাবে কাহ্ফের সেরূপ অবস্থা তাদের আত্মপ্রকাশের পরবর্তীকালে ঘটেছিল। যখন তারা চিরতরে গুহায় ফিরে গেল এবং কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করল, তখনই গুহার অভ্যন্তরভাগের অবস্থা অনুরূপ ভয়াবহ প্রতীয়মান হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে أَيْقَاظًا দ্বারা জীবিত এবং رُقُودٌ শব্দ দ্বারা মৃত অর্থ করতে হবে। তদস্থলে জাগ্রত এবং নিদ্রিত অর্থ করলে ভুল হবে। উক্ত শব্দদ্বয়ে প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ আরবী ভাষায় বিরল নয়। [১৪৪] অতপর বিবেচ্য বিষয় এই, এ ঘটনা খৃষ্ট ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক সময়ে সংঘটিত

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪।
১৪২. প্রাগুক্ত।
১৪৩. প্রাগুক্ত।
১৪৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হয়েছিল এবং যাদের এরূপ অবস্থা ঘটল, তারা ছিলেন খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। শুধুমাত্র এতটুকু পটভূমিকা স্মরণ রাখলে সমগ্র ঘটনাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।[১৪৫]

খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক যুগেই যোগসাধন ও সন্ন্যাসবৃত্তির এক বিশেষ জীবনধারার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন ধরণের সন্ন্যাস প্রথায় রূপ লাভ কর। উক্ত জীবন পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই, সন্ন্যাসিগণ স্ব স্ব বাসভূমি ছেড়ে কোন পাহাড়-পর্বতে কিংবা নির্জন এলাকায় আত্মগোপন পূর্বক ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হত। সে সময়ে উপসনার তন্ময়তা তাদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করত, যে অবস্থায় সে উপাসনা শুরু করত সে অবস্থায়ই মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কেউ দাড়িয়ে উপাসনা শুরু করত, সে সেই অবস্থায় থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করত। তদ্রুপ যদি কেউ আজানুমস্তক হয়ে উপাসনায় তন্ময় হত, আর এভাবেই উপাসনায় থাকা অবস্থাতেই তার প্রাণবায়ু নির্গত হত। আবার যদি কোন সাধক মাটিতে মাথা রেখে উপাসনায় নিরত হত, তাহলে সেই অবস্থায় উপাসনা করতে করতে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। তাদের যোগসাধনার এটিই ছিল প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং মৃত্যুর পরেও দর্শকগণ তাদের জীবিত বলে ভ্রম করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুর পরে আজানুমস্তক অবস্থায় দেখা যেত। কেননা, খ্রীষ্টানদের মধ্যে উপাসনা ও বিনয় প্রকাশের পদ্ধতিরূপে এরূপ উপাসনা প্রচালিত ছিল।[১৪৬]

সে সকল যোগী-সন্ন্যাসীগণ খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। যদি কাছে কোন লোকালয় থাকত, তবে সেখানকার লোকজন এসে তাদেরকে রুটি ও পানি পৌছে দিত। আর যদি তা না হতো, তাহলে তারা খাদ্যের সন্ধানে কোথাও বের হত না। ইবাদতে তারা এতই তন্ময় থাকত যে, খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে ভাবার ফুরসত তাদের খুব কমই ছিল। তাদের অবস্থা একদিক দিয়ে ভারতে যোগীদের চেয়েও বেশী ছাড়া কম ছিল না। অদ্যাবধি ভারতে অনুরূপ যোগীর সন্ধান মিলছে।[১৪৭]

---

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫
১৪৬. প্রাগুক্ত।
১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৫- ২৬।

www.pathagar.com

যেভাবে জীবদ্দশায় তাদেরকে নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করত না, তেমনি মৃত্যুর পরে তাদের লাশের কাছে যেতেও কেউ সাহস করত না। যে অবস্থায় তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত, বহুদিন অবধি তাদের লাশ সেভাবেই পড়ে থাকত। যদি মৌসুম উপযোগী থাকত এবং হিংস্র জন্তুর কবল থেকে মুক্ত থাকত, তবে কয়েক যুগ অবধি তাদের লাশের আকার-আকৃতি অবিকৃত থাকত এবং দূর থেকে দর্শকরা তাদের জীবিত বলে ভুল করত। ভেটিকানের যাদুঘরে এরূপ বহু যুগী-সন্নাসীর কংকাল আজও সংরক্ষিত আছে। সেগুলি অনুরূপ স্থান হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাদের আকৃতিও অপরিবর্তিত ছিল।[১৪৮]

শুরুতে যোগ-সাধনার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাহাড় ও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নবিশেষ মনোনীত করা হত। পরবর্তীকালে এ পদ্ধতি এতই ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, অনুরূপ যোগ সাধনার উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাবে অট্টালিকা তৈরী করা হত। সে দালানগুলিতে কোন প্রবেশপথ রাখা হত না। কারণ, এতে যে প্রবেশ করত, সে আর কখনও বের হত না। তার জন্য শুধু একটি সংকীর্ণ ছিদ্র-বিশিষ্ট জালানা রাখা হত এবং সে ছিদ্রপথে আলো বাতাস যাতায়াত করত। বাইরে থেকে জনসাধারন সে সংকীর্ণ জানালা পথে তার জন্য আহার্য পৌছে দিত।[১৪৯]

পরবর্তীকালে সন্ন্যাসব্রতের জন্য যথারীতি সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। তখন হতে এরূপ যোগী-সন্যাসী ব্যক্তিদের যোগসাধনার পদ্ধতি হ্রাস পেতে চলল। এতদসত্ত্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মধ্যযুগ পর্যন্ত এ ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইউরোপের কোন এলাকা এরূপ ছিল না যেখানে অনুরূপ অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হতো না। যোগী ও সন্যাসীদের এ সকল স্থানকে সাধারণত Lo-gette বলা হত। যখনই কোন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তার ভিতর মৃতুবরণ করত, তখন তার উপর ল্যাটিন ভাষায় লেখ হত Tu-ora অর্থাৎ এর জন্য দোয়া কর।[১৫০]

ইতিহাসবিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে জানা যায়, খৃষ্ট ধর্মে সন্ন্যাস প্রথা প্রাচ্যদেশেই প্রথম আরম্ভ হয় এবং তার কেন্দ্র ছিল প্যালেস্টাইন ও

---

১৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬।
১৪৯. প্রাগুক্ত।
১৫০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মিসর। অতপর চতুর্দশ শতকে তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসার লাভ করে। সেন্ট বেনেডিক্ট সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সেন্ট বেনেডিক্ট নিজেও এক পাহাড়ের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন।[১৫১]

খৃষ্ট ধর্মের সন্ন্যাস প্রথার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে সুস্পষ্ট জানা যায়, তার সূত্রপাত অত্যাচারমূলক পরিবেশেই হয়েছিল। অবশেষে তা স্বাভাবিক অবস্থায়ও অনুসৃত পদ্ধতি হিসাবে পর্যবসিত হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মানুসারিগণ বিরুদ্ধবাদীদের অমানুষিক নিপীড়ণে বাধ্য হয়ে পাহাড় ও জংগলে নির্জনবাস এখতিয়ার করেছিলেন। অতপর ক্রমে ক্রমে তা এই পর্যায়ে উপনীত হল যে, ধার্মিকগণ তাকে সাধনা ও উপাসনার এক স্বাভাবিক ও পছন্দনীয় পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করলেন।[১৫২]

যা হোক, উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাও সামগ্রিকভাবে অনুরূপ ব্যাপারই ছিল। প্রথমে তাদের জাতি তাদের বাধ্য করেছিল পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য। অতপর যখন তারা সেকানে কিছুকাল অবস্থান করল, তখন সাধনা উপাসনার এমনই এক মোহ তাদেরকে পেয়ে বসল যে, আর কিছুতেই তারা লোকালয়ে ফিরে আসতে রাজী হল না। যদিও দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল, তথাপি তারা গুহায় থেকে উপাসনা ও ধ্যানমগ্ন থাকাটাকেই পছন্দনীয় ভাবল এবং সে অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করল। তাদের যে ব্যক্তি যে অবস্থায় উপাসনা ও ধ্যানমগ্ন ছিল, ঠিক সে অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটল। তাদের প্রভুভক্ত কুকুরটিও তাদের সংগ ত্যাগ করল না। পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে গুহার দ্বারদেশে অবস্থান করল। প্রভুগণ মৃত্যুবরণ করলে সেটিও সে অবস্থায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিংগন করল।[১৫৩]

এরূপ পরিস্থিতিতে স্বভাবতই গুহার অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। যদি কেউ বাইর থেকে ভিতরের দিকে ঝুকে দেখতে প্রয়াসী হত, তাহলে দেখতে পেত একদল সাধু-সন্ন্যাসী উপাসনা ও ধ্যানমগ্ন রয়েছে। কেউ

---

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭।
১৫২. প্রাগুক্ত।
১৫৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আনতজানু হয়ে রুকুর অবস্থায় রয়েছে, কেউ সেজদায় পড়ে রয়েছে, কেউ হাত জোর করে উর্ধ্বপানে তাকিয়ে রয়েছে ইত্যাদি। আরও দেখতে পেত, গুহার দ্বারদেশে একটি কুকুর সম্মুখে পা দুটি বিছিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন অদ্ভূত দৃশ্য দেখে মানুষের পক্ষে ত্রাসে প্রকম্পিত হওয়া আদৌ বিচিত্র ব্যাপার নয়। কেননা, মানুষ সেখানে মৃতদেহ দেখার জন্য আসত, কিন্তু তারা এর পরিবর্তে দেখতে পেত একদল জীবিত উপাসক।[১৫৪]

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণের আলোকে সমগ্র ঘটনাটি লক্ষ্য করলেই প্রত্যেকটি দিক এরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, মনে হবে যেন সব রহস্যের তালাগুলি কেবলমাত্র একটি চাবির অপেক্ষায় ছিল। এখন মৃতকে জীবিত মনে করার তাৎপর্যও যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হবে। তার জন্য টালবাহানার ব্যাখ্যা সন্ধান করে বেড়াতে হবে না। অনুরূপ দৃশ্য অবশ্যই দর্শকের মনে প্রথম দর্শনে তাদের জীবিত থাকার ধারনা সৃষ্টি করবে; যদিও তারা আদৌ জীবিত নয়। তাছাড়া তাদেরকে দেখামাত্র ভীত হওয়ার কারণও এখন সুস্পষ্ট হবে। তার জন্য যত নিরর্থক ও ভিত্তিহীন বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছিল, তাও এখন আর প্রয়োজন হবে না। এমনকি ইমাম রাযীও (র) যেসব গোজামিলের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাও এখন নিস্প্রয়োজন মনে হবে।[১৫৫] ভেবে দেখুন, যদি আপনি কোন কবরে ঝুঁকে একটি মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পান, সে নামাযের নিয়তে আছে, তখন আপনার অবস্থা কি দাঁড়াবে? নিশ্চয়ই তখন আপনি ভয়ে চীৎকার করে উঠবেন।[১৫৬]

অতপর আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের পার্শ্ব পরিবর্তনের তাৎপর্য এখন বুঝতে কষ্ট হবে না। কেননা, পূর্বেই বলা হয়েছে, গুহার প্রবেশ পথ উত্তর দিকে এবং নিষ্ক্রমণ পথ দক্ষিণ দিকে রয়েছে। ফলে উত্তর-দক্ষিণের হাওয়া গুহার ভিতর দিয়ে যথারীতি যাতায়াত করত। সেক্ষেত্রে শীতের হাওয়া সেই কংকালগুলিকে বাম দিকে ফিরিয়ে রাখলে আবার দক্ষিণের হাওয়া সেগুলিকে ডানে ফিরিয়ে রাখতো। কখনও আবার বিভিন্নমুখী হাওয়া সেগুহালিকে

---

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৭- ২৮।
১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮।
১৫৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

স্বল্পকালীন ব্যবধানে ডানে ও বামে ফিরিয়ে রাখত। যাতে মনে হত, কোন জীবিত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার দিক পরিবর্তন করছিল।[১৫৭]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনের পরে এ প্রশ্নের জবাব সহজে পাওয়া যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে, বিশেষ করে পাহাড়ের গুহায় সূর্যকিরণ প্রবেশ না করার ব্যাপারটি কি কারণে উল্লেখ করলেন এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নিদর্শন বলে উল্লেখ করার রহস্যই বা কি হতে পারে?[১৫৮]

সূরা কাহ্ফের সপ্তদশ আয়াতের উল্লেখিত বর্ণনা অষ্টাদশ আয়াতের ভূমিকা বৈ অন্য কিছু নয়। যেহেতু পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পরেও তাদের লাশগুলি দীর্ঘদিন অবিকৃত ছিল এবং দর্শকদের জীবিত বলে ভুল হত, তাই পূর্ব আয়াতেই তার সম্ভাব্য প্রমাণের জন্য বলা হল যে গুহায় তারা ধ্যানমগ্ন ছিল, তথায় মৃতদেহ দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকার মত পরিবেশও রয়েছে। সূর্যরশ্মি সেস্থান উত্তপ্ত করতে পারে না; অথচ আলো-বাতাস তথায় যথারীতি বিদ্যমান ছিল। ফলে, মৃতদেহগুলিকে পঁচিয়ে-গলিয়ে ফেলার মত তাপ সেখানে ছিল না। পক্ষান্তরে তাকে তাজা রাখার মত আলো-বাতাস সেখানে অহরহ যাতায়াত করতে পারতো বাধাহীনভাবে। এটিই আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন।[১৫৯]

কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র)-এর এই বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত পোষন করে তাফসীরবিদদের মতকেই সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থের গ্রন্থকার আল্লামা হিফজুর রমান সেওহারবী। নিম্নে তার মতামত উপস্থাপন করা হলো।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا । পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ আয়াতাংশের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন, যার অর্থ পরিস্কার এই যে, "তাদের কান দুনিয়ার দিক থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল"। অর্থাৎ পার্থিব কোলাহল আসহাবে কাহ্ফের কানে গিয়ে পৌছাতো না। কিন্তু বিজ্ঞ

১৫৭. প্রাগুক্ত।
১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৯।
১৫৯. প্রাগুক্ত।

উলামায়ে কিরামের মতে আয়াতের এরূপ তফসীর ও ব্যাখা যঈফ বা নগণ্য। এর বিপরীতে তফসীরবিদদের মতে এর গ্রহণযোগ্য প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, তাদের উপর ঘুমের নেশা চেপেছিল। যেহেতু নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলে মানুষ কানে কোন শব্দ শুনতে পায় না। এ কারণেই এই অবস্থানে ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ আয়াতাংশ দ্বারা পবিত্র কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে।[১৬০]

তবে এই তফসীর সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মন্তব্য হলো, এই তফসীর সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে যে, আবরীতে নিদ্রা অবস্থাকে ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ এরূপ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তাঁর এরূপ প্রশ্নের উত্তরে ঐ তফসীরবিদগণ বলেন, এটা এক প্রকার পরোক্ষ অর্থ। এখানে গভীর নিদ্রার অবস্থাকে ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১৬১]

আমাদের মতে তফসীরবিদদের ব্যাখ্যাই উত্তম। এরূপ পরোক্ষ ইঙ্গিতসূচক অর্থ যে কোন ভাষার ব্যবহারিক কথাবার্তায় পাওয়া যায়। যেমন, যে সময় কোন মা তার কোলের শিশুকে নানা ছলনার কথা শুনিয়ে শুইয়ে দেয়, তখন তার কানে ও বাহুতে হাত রেখে মৃদু আঘাত করে। এরূপ উর্দু ভাষায়ও কানে হাত রাখাকে ঘুমিয়ে দেয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়।[১৬২] যেমন, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এ বাক্যের অনুবাদ এভাবে করেছেন-"অতঃপর আমি তাদের কানে হাত মেরেছি, ঐ গুহায় অনেক বছর ধরে, তাছাড়া আরবী ভাষায় ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ এর অর্থ مَنَعَهُ اَنْ يَسْمَعَ অর্থাৎ "শোনা থেকে বিরত রাখা" প্রচলিত রয়েছে।[১৬৩]

এখন শোনা থেকে বিরত রাখা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। একটি এই যে, কোন ব্যক্তির লোকলয় থেকে তার কান স্থবির হয়ে গেছে। দ্বিতীয় এই যে, সে বধির হয়ে গেছে। এ কারণে যে, তার কান শোনা থেকে অক্ষম হয়ে গেছে। তৃতীয় এই যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য বাহ্যিক

---

১৬০. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড - ৩, পৃ - ২৩৫ - ২৩৬।
১৬১. প্রাগুক্ত।
১৬২. প্রাগুক্ত।
১৬৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইন্দ্রিয়গুলোর ন্যায় কানও শোনার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ এর ব্যাখ্যা উক্ত সকল অবস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য। আর পরোক্ষ অর্থ বা তুলনা ধরে নিলেও ঐ তিনটি অর্থই প্রযোজ্য হবে।[১৬৪]

তবে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের তফসীরের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেম-উলামাদের নিকট এরূপ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক যে, যদি পবিত্র কুরআনের বাণী ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ এর অর্থ এই হয় যে, তাদের কান দুনিয়ার দিক থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা জাগ্রত অবস্থায় সাধারণ জীবন অনুযায়ী লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের গুহায় সংসার বিরাগী জীবন যাপন করছিল তাহলে এ আয়াতের অর্থ কি দাড়াবে? আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

"এভাবে আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখানে কত সময় অবস্থান করেছ? অন্যরা বলল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু কম সময় অবস্থান করেছি"।[১৬৫]

এ আয়াতটি এরূপ পরিস্কার অর্থ প্রকাশ করে না যে, ضَرَبَ عَلَى الآذَانِ এর পরিস্কার ব্যাখ্যা এখানে প্রকৃতপক্ষে সেটাই যেটা প্রায় সব তফসীরবিদদের নিকট সহীহ ও উত্তম বলে বিবেচিত। বরং এরূপ স্থলে بَعَثْنَاهُمْ এর ব্যাখ্যা অধিকাংশ তফসীরকারদের তফসীর ব্যতীত অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।[১৬৬]

এখানে এ বিষয়টিও বিশেষ লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআন গুহাবাসীদের গুহায় অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরার পর তাদের ঐ কথাগুলোও বর্ণনা করেছে যে, তাদের মধ্য থেকে যেন একজন খাদ্য সামগ্রী খরিদ করার উদ্দেশ্যে শহরে যায়। আর গোপনীয়তা বজায় রেখে সাবধানে যায়,

---

১৬৪. প্রাগুক্ত।

১৬৫ . সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত-১৯

১৬৬. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড - ৩, পৃ- ২৩৭।

www.pathagar.com

যেন কেউ তাদের সম্পর্কে জানতে না পারে। মূলতঃ এ কথাগুলোও জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) মুফাসসিরদের তফসীরকে আরো জোরদার করে। কেননা, গুহায় অবস্থানকাল সম্পর্কে আলাপচারিতা এবং ঐ মুহূর্তে খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা উভয় কথাকে একটা আরেকটার সাথে যুক্ত করলে পরিস্কারভাবে ঐ অর্থই প্রকাশ পায় যেটা তফসীরকারগণ যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৬৭]

তদুপরি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের এ তফসীরও মনগড়া যাতে তিনি বর্ণনা করেছেন, বহুকাল পর শহরের পরিস্থিতি জানার জন্য তাদের ইচ্ছে জাগল তাই এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।[১৬৮]

উপরোক্ত কারণেই মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ঘটনা সম্পর্কিত সব কয়টি আয়াতে মনগড়া তফসীরের পন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআন যখন তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলল : وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ অর্থাৎ 'তুমি তাদেরকে জাগ্রত বলে ধারণা করবে। অথচ তারা ঘুমে অচেতন রয়েছে।' পবিত্র কুরআনের এ আয়াতেও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ স্বীয় তফসীরকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য এরূপ কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছেন যে, তিনি يقظ এর অর্থ করেছেন জীবিত। আর رقد এর অর্থ করেছেন মৃত। অথচ এগুলোর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জাগ্রত থাকা ও নিদ্রিত থাকা। আর কোন রূপক অর্থের আশ্রয় নেয়া ছাড়াই এখানে সঠিক অর্থটি প্রযোজ্য হতে পারে। অতএব, মাওলানার আবুল কালাম আজাদের প্রতিও ঐ কথাটি আরোপিত হয় যা তিনি তফসীরকারগণের সর্বজন স্বীকৃত তফসীর সম্পর্কে বলেছেন, অর্থাৎ ففي الكلام تجوز بطريق الاشعارة। অর্থাৎ, উদ্ধৃত বক্তব্যে ইঙ্গিতসূচক অর্থ ধরে নিয়ে পরোক্ষ অর্থ অবলম্বন করা হয়েছে।[১৬৯] বরং গভীর দৃষ্টিতে তাকালে প্রকৃত অর্থ প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও পরোক্ষ অর্থ অবলম্বন করা মূলতঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের তফসীরের উপরই বর্তায়, মুফাসসিরদের তফসীরের উপর তা আরোপিত হয় না।[১৭০]

---

১৬৭. প্রাগুক্ত।
১৬৮. প্রাগুক্ত।
১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৭- ২৩৮।
১৭০. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৮।

www.pathagar.com

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আলোচ্য আয়াতগুলোর তফসীর যদিও অন্যান্য তফসীররের বিপরীতে নিজের দুর্বল বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এতদসত্ত্বেও তফসীরকারদের বক্তব্যগুলোকে সম্ভাব্যতার পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়ে তাদের স্বপক্ষে যেসব বাক্য উচ্চারণ করেছেন সেগুলো নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তির জন্য প্রণিধানযোগ্য যারা এ ধরণের ঘটনাগুলোকে কেবল বিস্ময়কর মনে করে জ্ঞান বহির্ভূত ব্যাখ্যা করতে বা কথা বলতে অভ্যস্ত।[১৭১]

মোটকথা হচ্ছে, এখানে যদি পবিত্র কুরআনের বাণী ضَرَبْ عَلَى الْآذَانِ এর মূল অর্থ নিদ্রাবস্থাই হয়, তবে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের যুবকরা বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রাবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েছিল। আর ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ এর অর্থ দাড়াবে অতঃপর আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম।[১৭২]

মূলতঃ কোন মানুষের বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকার পরও জীবিত থাকা, এ বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত, আর এর উদাহরণ সর্বকালেই পরীক্ষিত হয়ে আসছে। সুতরাং যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় আসহাবে কাহ্‌ফের উপর এরূপ অবস্থা ঘটে থাকে যে, তাদেরকে তিনি বহুকাল পর্যন্ত ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেছেন তবে এটা অসম্ভব কিছু নয়।[১৭৩]

---

১৭১. প্রাগুক্ত।
১৭২. প্রাগুক্ত।
১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩৮।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের বর্তমান অবস্থা

অনেকেই ধারণা করেন আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা এখনো পর্যন্ত গুহায় ঘুমিয়ে আছে এবং তারা জীবিত। কিন্তু মানুষরে মধ্যে প্রচলিত এ ধারণা ভ্রান্ত বৈ কিছুই না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) স্পষ্টভাবে তাদের মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে জরীর (রা) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি তার প্রমাণ বহন করে।

قال قتادة غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من اكثر من ثلث ماة سنة.

ইমাম কাতাদা (রহ)বলেন. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একবার হযরত হাবীব ইবনে মুসায়লামার সাথে এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তারা রোম শহরের এলাকায় এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছালেন যেখানে অনকে পর্বত গুহা রয়েছে। অতঃপর তারা কোন এক গুহার মধ্যে মানুষের হাড় পড়ে থাকতে অথবা মানুষের কঙ্কাল দেখতে পেলেন। তখন কোন এক ব্যক্তি বলল, তাদের হাড়গুলো তিনশ' বছরের অধিক কাল যাবৎ এখানে পড়ে থাকার ফলে বেশ পুরানো হয়ে গেছে।[১৭৪]

এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট অভিমত যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাক (রহ)-এর বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগরণ, শহরে এ আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্ বায়দুসীসের কাছে পৌছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফের বাদশাহ্র কাছে বিদায় প্রার্থনা করে, বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহ্র জন্যে দোয়া করে। বাদশহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নকক্ষে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।[১৭৫]

---

১৭৪. কাসাসুল কোরআন, খণ্ড- ৩, পৃ- ২৫৪।
১৭৫. তফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড- ৫, পৃ- ৫৫৮।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে জারীর (রহ) ও ইবনে কাছীর (রহ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন। হযরত কাতাদা (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাবীব ইবনে মাসলমার সাথে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বললো, এগুলো আসহাবে কাহ্ফের হাড়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তাদের হাড়তো তিনশ' বছর পূর্বেই মাটিতে পরিণত হয়েছে। [১৭৬]

কাহিনীর এসব অংশ পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়াতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাট্য ফায়সালা করাও সম্ভবপর নয়। [১৭৭]

---

১৭৬. প্রাগুক্ত।
১৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৫৯।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের সমাধিস্থলে মসজিদ নির্মাণ

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

"এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল, তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।"[১৭৮]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নোক্তরূপে করা হয়েছে;

(আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করেছি এবং জাগ্রত করেছি) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্বারা তখনকার লোকদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিয়েছি, যাতে (অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপকার এ-ও হয় যে) তারা (এ ঘটনার সূত্র ধরে) এ বিষয়ে বিশ্বাস (অথবা অধিক বিশ্বাস) অর্জন করে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। (তারা যদি পূর্ব থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়, তবে এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে কাহ্ফের জীবদ্দশায় এ ঘটনা ঘটে। এরপর তারা গুহার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। পরবর্তী আয়াতে এই

---

১৭৮. আল কুরআন, সূরা কাহ্ফ, আয়াত- ২১।

www.pathagar.com

মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে। ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে পারস্পারিক বিতর্ক করছিল। (এই বিতর্ক ছিল গুহার মুখ বন্ধ করার ব্যাপারে, যাতে তাদের মৃতদেহ নিরাপদ থাকে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়)। তারা বলল : তাদের (গুহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য হলো যে, সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্যর সময়) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন মতামতের) বিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্বীয় কর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ রাজপরিবারের লোক, যারা তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ্ন হবে যে, তারা স্বয়ং উপাসনাকারী ছিল-উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত বংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত)।[১৭৯]

আসহাবে কাহ্ফের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই মনে করল যে, গুহার নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সৌধটি কি ধরণের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েরত থেকে জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখন কিছু মূর্তিপূজারী ছিল। তারাও আসহাবে কাহ্ফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিল যে, কোন জনহিতকর সৌধ নির্মাণ করা হোক। কিন্তু শাসকবর্গ ও বাদশাহ্ ছিলেন ঈমানদার এবং তারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা প্রস্তাব দিলো যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা স্মৃতিচিহ্নও হবে এবং ভবিষ্যতে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার কারণও হবে। এখানের মতানৈক্যের উল্লেখ করে আয়াতের মাঝখানে পবিত্র কোরআনের এই বাক্যটি রয়েছে : رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ অর্থাৎ, তাদের পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন। তাফসীর বাহরে মুহীতে এ বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু'টি সম্ভবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মন্তব্য করা হয়েছে এগুলোই নগরবাসীদেরই উক্তি। কেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন স্মৃতিসৌধে সাধারণত যাদের

---

১৭৯. তফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড- ৫, পৃ- ৫৭০- ৫৭১।

www.pathagar.com

স্মৃতিসৌধ, তাদের নাম ও বিশেষ অবস্থাদির শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে আসহাবে কাহ্‌ফের বংশ ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদঘাটন করতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অক্ষম হয়ে বলেছে: رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ এরপর তারা আসল কাজ অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। যারা প্রবল ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।[১৮০]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا অর্থাৎ, "আমরা অবশ্যই তাদের নিদ্রা গারের (সমাধির) উপর একটা মসজিদ নির্মাণ করব।"

এখানে পবিত্র কুরআনের এ বাণী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে না একথা বলার ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? এর উদ্দেশ্য কি প্রকৃতপক্ষে এই ছিল যে, তাদের সমাধীর উপরে উপাসনালয় তৈরী করে সেটাকে সর্ব সাধারণের জন্য সিজদাগাহ বানাবে? কারণ তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ ছিল। এরূপ উদ্দেশ্য হলে তো খ্রীষ্টানদের এ কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে দোষণীয় ও ঘৃণ্য কাজ। কেননা, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مسجدا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি লানত করেছেন। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজদার স্থান বানিয়েছে।" অর্থাৎ তারা কবরকে সিজদা করছে।

তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, لا تتخذوا قبري عيدا অর্থাৎ, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদের মত (উৎসবস্থল) বানিও না'। আর যদি তাদের মনোভাব এই হয়ে থাকে যে, তাদের স্মরণে স্মৃতি স্বরূপ গুহার সম্মুখে একটি উপাসনালয় তৈরী করবে যার মধ্যে একমাত্র মহান আল্লাহর উপাসনা বা ইবাদত করা হবে। তবে তাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ ছিল।[১৮১]

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয়বার যখন আসহাবে কাহ্‌ফকে মৃত্যুদান করলেন, তখন তাদের ব্যাপারে বির্তক ঘটেছিল- একদল বললো, এবার তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আর একদল বললো, এবারও তারা

---

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫৭৪- ৫৭৫।
১৮১. কাসাসুল কোরআন, খণ্ড- ৩, পৃ- ২৪৬- ২৪৭।

www.pathagar.com

প্রথমবারের ন্যায় ঘুমিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আসহাবে কাহ্ফ-এর পাশে স্তম্ভ বা মসজিদ বিনির্মাণ সম্পর্কে মুসলমান ও অমুসলিমদের মধ্যে বিরোধ ঘটেছিল। মুসলমানদের কথা ছিল, আমরা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করবো। কারণ তারাও আমাদের স্বধর্মী ছিল এবং মুসলমান অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটেছে। অমুসলিমরা বললো, আমরা এখনে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করবো। মানুষ এখানে বসবাস করবে এবং এটা একটি জনবসতিতে পরিণত হবে। অথবা গুহার দ্বার প্রান্তে তারা একটি প্রাচীর নির্মাণ করতে চাচ্ছিল, যাতে কেউ তাদের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম না হয়। তাদের বক্তব্য ছিল যে, এরা আমাদের বংশীয় লোক, এরা আমাদেরই আত্মীয়-স্বজন।

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ এ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও মুসলমান উভয়ের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন, তারা উভয় দলই আসহাবে কাহ্ফকে তাদের প্রতি সম্বন্ধিত করেছে। অথচ 'আসহাবে কাহ্ফ' যেমন কুফর ও কাফির থেকে সম্পর্কমুক্ত ছিল, তদ্রুপ তারা মুমিন হলেও সাধারণ মুমিন ছিল না, তাদের স্থান ছিল বহু উর্ধ্বে। যেমন সূফী-সাধকগণ সব মানুষের সাথে থেকেও তারা তাদের থেকে পৃথক হয়ে থাকেন। যেমন এ বিষয়ে আল্লামা জালাল উদ্দিন রূমী (র.) বলেন-

هر کسی در ظن خودشد یارمن + وازدرون من نجست اسرار من

প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণায় আমার বন্ধু হয়েছে। কিন্তু আমার অন্তর নিহিত বিষয় কেউই অন্বেষণ করে নি।[১৮২]

আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট মসজিদ বা সৌধ নির্মিত হয়েছিল কিনা তা একটি বিতর্কিত বিষয়, যা পবিত্র কুরআনের বর্ণনাতে লক্ষ্য করা যায়। আসহাবে কাহ্ফের ঐতিহাসিক এ ঘটনার সুদীর্ঘকাল পর তা সঠিকভাবে নিরূপন করাও দুরূহ। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট উপাসনালয় বা মসজিদ ছিল। যদিও আসহাবে কাহ্ফের গুহার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না তথাপি এ পর্যন্ত যতগুলো গুহাকে আসহাবে কাহ্ফের গুহা বলে ধারণা করা হয়েছে তার প্রতিটিতেই উপাসনালয় বা মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

---

১৮২. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড- ৭, পৃ- ৪৬২-৪৬৩।

www.pathagar.com

সূরা কাহ্‌ফের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়

পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনার দুটি অংশ রয়েছে। ঘটনার প্রথম অংশ হলো ঐতিহাসিক; আর এটি ঘটনার মূল বিষয়। যার দ্বারা মদীনার ইয়াহুদীদের করা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে, পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য রয়েছে হিদায়েত ও উপদেশ।

আর দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পটভূমিকার সাথে। আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয়, যে কাফির বাদশাহ্‌র কাছ থেকে পলায়ন করে তারা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যার কারণে তারা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাদের সংখ্যা কত ছিল? তারা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তারা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন? ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনুল কারীম স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কুরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেনি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর সাথে শুধু ঐ অংশ বর্ণনা করেছে, যা বিশ্ববাসীর হিদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাবিত্র কুরআনে বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিরেট ঐতিহাসিক ও ভৌগালিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এবং জবাবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় বিষয় প্রসঙ্গে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রাসূলুল্লাহ (সা) এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত কারণে তিনিও কাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি। প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কুরআনিক বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ীই এ ধরণের ব্যাপারে: ابهموا ما ابهمه الله অর্থাৎ "যেসব বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন সেগুলোকে তোমরাও অস্পষ্ট থাকতে দাও"-এ কর্মপন্থাই অবলম্বন করেছেন। কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা উপকারী নয়।[১৮৩] তাই নিম্নে আসহাবে কাহ্‌ফের সাধারণ শিক্ষাগুলো আলোচনা করা হলো।

---

১৮৩. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড - ৫, পৃ- ৫৪৯- ৫৫০।

www.pathagar.com

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলা

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলার বিষয়টি আসহাবে কাহ্ফের মূল কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও এ ঘটনার প্রেক্ষাপটের সাথে অতোপ্রতোভাবে জড়িত। প্রতিটি মুসলমানের জন্য ভবিষ্যত কাজের ক্ষেত্রে ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে আল্লাহ সকল মুসলমানকে ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলা ব্যতীত ভবিষ্যতের কোন কাজের ওয়াদা না করার শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহ্ফে ঘোষনা করেন,

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿23﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿24﴾

অর্থাৎ, "আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না যে, 'আমি এটা আগামীকাল করব আল্লাহ ইচ্ছা করলে' এ কথা না বলে। যদি ভুলে যান, তাহলে আপনার রবকে স্মরণ করবেন এবং বলবেন, আশা করি আমার রব আমাকে এর চাইতে নিকটতম সত্যের পথ নির্দেশ করবেন।"[১৮৪]

ইবন মুনযির, মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, একবার ইয়াহুদীরা কুরাইশদেরকে বললো, তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর কাছে রূহ, আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনায়ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আগামীকাল তোমরা আমার কাছে আসবে, তোমদেরকে জানিয়ে দেব। কিন্তু তিনি ভুলবশত "ইন-শা আল্লাহ" (ان شا الله) বললেন না। ফলে দশ দিনের অধিককাল ওহী অবতীর্ণ হওয়া বিলম্বিত হল। কুরাইশরা তাকে মিথ্যুক বলে অপবাদ দিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

---

১৮৪. সূরা কাহ্ফ, আয়াত-২৩-২৪।

www.pathagar.com

পক্ষে বিষয়টি অতিশয় কষ্টদায়ক হলো। আলোচ্য আয়াতখানা তখনই নাযিল হয়। এই বইয়ের শুরুতেই ইবন জরীর (র) কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ বর্ণনায় আমরা তা উল্লেখ করেছি।

উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হলো, কোন সময়ে বা কোন অবস্থাতেই 'ইন-শা আল্লাহ' (ان شا الله) বলা ব্যতীত এমন কোন কাজেরই ওয়াদা করবেন না। যা করার সংকল্প আপনি গ্রহণ করেছেন। إلا أن يشاء الله আল্লাহ ইচ্ছা করলে, একথা না বলে। এ বাক্যটির সম্পর্ক إني فاعل ذلك غدا (আমি আগামীকাল করবো) এর সাথে নয়, বরং নিষেধাজ্ঞামূলক বাক্য। لا تقولن আপনি কখনও বলবেন না এর সাথে এর সম্পর্ক। কারণ, কেউ যদি إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله বলে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমি অমুক কাজ করব। তবে একথা তো নিষিদ্ধ হতে পারে না। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে আদব শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এরূপ বলতে নিষেধ করেছেন। واذكر ربك (আর আপনি আপনার রবকে স্মরণ কররেন) তাঁর পবিত্রতা ঘোষনা করে ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। اذا نسيت (যদি ভুলে যান), অর্থাৎ যখন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলা ভুলে যান। এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে তাকীদ করেছেন ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, যখন আল্লাহর কোন হুকুম পালন করতে আপনি ভুলে যাবেন, তখন আল্লাহকে ও তাঁর শাস্তিকে স্মরণ করুন। এতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি পূরণে সাহায্য করবেন। আর এক অর্থ এটাও হতে পারে যে, যখন আপনি কোন বিষয় ভুলে যান, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবেন। তিনি আপনাকে আপনার ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ করিয়ে দিবেন। হযরত ইকরিমা (র) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের এই অর্থ করেছেন, আপনি যখন ক্রোধের শিকার হন, তখন আপনার রবকে স্মরণ করবেন। ওহাব (র) বলেন, ইনজীলে লিখিত আছে-

ابن ادم اذكرني حين تغضب اذكرك حين أغضب

"হে আদম সন্তান! তুমি যখন ক্রোধের শিকার হবে, তখন আমাকে স্মরণ করবে। এতে আমি যখন ক্রোধান্বিত হব, তখন আমি তোমাকে স্মরণ করব।

www.pathagar.com

যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের হুকুমটির সম্পর্ক নামাযের সাথে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন-

من نسي صلوة فليصلها اذا ذكرها

"যে ব্যক্তি ভুলে নামায না পড়ে থাকে, সে যেন স্মরণ হতেই নামায পড়ে নেয়।"

আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন-

من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره

"যে ব্যক্তি বিতর নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় কিংবা এর কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হতে পড়ে নেয়"।

ইমাম আহমদ ও হাকিম (রহ্) এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম এটিকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও হাসান (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, যখন আপনি ইন-শা আল্লাহ্ (ان شا الله) বলতে ভুলে যাবেন, এরপর স্মরণ হলে ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলবেন। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে উলামায়ে কিরাম বিলম্ব করে ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলা জায়েয বলে মন্তব্য করেছেন, তা এক বছর পর হলেও। অবশ্য শর্ত হলো, বিপরীত কাজ যদি না করে থাকে। সাঈদ ইবনে মানসূর (র), ইবনে জরীর, তাবারানী ও হাকিম ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তারা নিম্নের বর্ণনাটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, لما نزل هذه الأيه- قال رسول الله إنشاء الله অর্থাৎ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) "ইন-শা আল্লাহ" (ان شا الله) বললেন।

কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এ মতের বিরোধী। তারা বলেন, এটি كلام غير مستقل বা অস্বতন্ত্র বাক্য। আর অস্বতন্ত্র বাক্য যখন অন্য একটি বাক্যের অর্থ পরিবর্তনকারী হয়, যেমন শর্ত ইস্তিছনা ইত্যাদি; তখন এর জন্য শর্ত হলো, প্রথম বাক্যের সাথে এটি যুক্ত হতে হবে। কারণ, ইস্তিছনা ও অনুরূপ অস্বতন্ত্র বাক্যকে যদি পৃথক বলা জায়েয হয়, তবে তালাক, গোলাম বাদীর

www.pathagar.com

মুক্তি ও স্বীকারোক্তি কোন কিছুরই অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। আর না কোন কথার সত্য-মিথ্যা জানা সম্ভব হবে। বর্ণিত আছে, একবার খলীফা মানসূর, ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ মতের বিরোধীতা করেন। অর্থাৎ তিনি 'ইন-শা আল্লাহ' (ان شا الله) বলা পূর্ববর্তী কথার সাথে সাথেই বলা জরুরী মনে করেন, পৃথক করে বলা জায়েয মনে করেন না। যেমনিভাবে ইবনে আব্বাস (রা) এ বিষয়ের মন্তব্য করেন।

খলীফা মানসূর ইমাম আবূ হানীফা (র) কে তার দরবারে উপস্থিত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস (রা) এর মত আপনার মতের বিরুদ্ধে যাবে। কারণ, আপনি আপনার প্রজাদের থেকে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করে থাকেন। আর তারাও আপনার দরবারে মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে আনুগত্যের বায়আত করে থাকে। কিন্তু তারা যদি দরবার থেকে বের হবার পর ইন-শা আল্লাহ বলে, আপনার আনুগত্য ভঙ্গ করে, তবে কি আপনি সন্তুষ্ট হবেন? খলীফা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কথা পছন্দ করলেন এবং তার প্রতি অপবাদকারীদেরকে দরবার থেকে বের করে দিলেন।

তবে আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) 'ইন-শা আল্লাহ' (ان شا الله) বলেছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে, তার সম্পর্ক তার পূর্বের কথার অর্থাৎ ايتونى غدا اخبركم "তোমরা আগামীকাল আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের আসহাবে কাহ্ফ, রূহ ও যুলকারনায়নের সম্পর্কে খবর দেব।" বরং এর সম্পর্ক একটি উহ্য বাক্যের সাথে অর্থাৎ পরবর্তীতে, আমি কখনও ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলা ত্যাগ করব না ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله)। আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

সুফিয়ায়ে কিরাম আয়াতের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, তার মতে اذكر ربك إذا نسيت এর অর্থ হলো, আপনি যখন আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ভুলে যাবেন, তখন তাকে খালিস দিলে ও একনিষ্ঠভাবে স্মরণ করবেন। তারা বলেন, যতক্ষণ না আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুর চিন্তা অন্তর থেকে মিটে না যাবে, ততক্ষণ সর্বক্ষণের জন্য আল্লাহর স্মরণ সম্ভব নয়। সাধারণত অন্তরের অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হতে থাকে। আর মানুষের অন্তরও

www.pathagar.com

দু'টি নয় যে, একটি দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করবে, আর অন্যটি দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করবে, অন্তর একটিই। অতএব আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু অন্তর থেকে মিটিয়ে দিলেই কেবল সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ সম্ভব। অন্তরের এ অবস্থার নামই 'ফানা-ই-কালব'। যে স্মরণের পরে অন্তরে গাফলতির সৃষ্টি হয়, সুফিয়ায়ে কিরাম তা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। সে অন্তর ক্ষণিকের তরে আল্লাহকে স্মরণ করে, আবার ক্ষণিকের জন্য আল্লাহকে ভুলে অন্য কিছু তার অন্তর জুড়ে থাকে, তাদের মতে তাকে তাওহীদবাদী বলা হয় না।[১৮৫]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র) বলেন, সুফিয়ায়ে কিরামের এই ব্যাখ্যা কিতাবুল্লাহ উদ্দেশ্য। আরবী ব্যাকরণিক নীতিমালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল এবং এর দ্বারা রূপক অর্থ গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকা যায়।[১৮৬]

কারণ اذا نسيت (যখন ভুলে যাবে) বাক্যাংশ اذكر (স্মরণ কর) ক্রিয়া পদের জন্য ظرف হয়েছে এবং হাকীকী ظرف কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন স্মরণ করার সময় ও ভুলে যাবার সময় একই হবে। অথচ অন্যান্য তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যানুসারে স্মরণ করার সময় ও ভুলবার সময় যে এক হতে পারে না এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব اذا نسيت কে তাদের ব্যাখ্যানুসারে রূপকার্থে ظرف বলতে হয়। হাকীকী অর্থে ظرف বলা যায় না।

لاقرب من هذا رشدا (এর চাইতে নিকটতম সত্যের পথ) অর্থাৎ যে বিষয়টি ভুলে যাওয়া হয়েছে, কল্যাণের ও হিদায়াতের দিক থেকে তার চাইতেও নিকটতম। যখন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে কিংবা আল্লাহর কোন হুকুম পালন করতে আপনি ভুলে যাবেন, তখন আল্লহর পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে স্মরণ করবেন ও তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে একথা বলবেন। আশা করি আমার রব আমাকে ভুলে যাওয়া বিষয়ের চাইতে নিকটতম ও অধিক উত্তম সত্যের পথ প্রদর্শন করবেন। আর সে পথ হলো- অনুতাপ, অনুশোচনা, ক্ষমা প্রার্থনা ও ছুটে যাওয়া বিষয় কাজা করা।

---

১৮৫. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড- ৭, পৃ- ৪৬৮- ৪৭০।
১৮৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কেউ কেউ বলেন, পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হলো, ইয়াহুদীরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা জানতে চাইলো এবং ওহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাদের সে ঐতিহাসিক ঘটনা জানিয়েও দিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রিয় রাসূল (সা) কে এ নির্দেশ দিলেন, "তিনি যেন তাদের বলেন যে, নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হবার জন্য আল্লাহ তা'আলা 'আসহাবে কাহ্ফ-এর ঘটনা অপেক্ষা ও অধিক মজবুত ও স্পষ্ট দলীল তোমাদের কাছে পেশ করবেন। আর তিনি স্বীয় রাসূল (সা)-কে সমস্ত নবী রাসূলের জ্ঞান এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার দান করে সে প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য 'আসহাবে কাহ্ফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা এটা নিঃসন্দেহে মজবুত ও স্পষ্ট দলীল। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলে, 'ইন-শা আল্লাহ' বলে ভুলে যাবার পর যখন স্মরণ হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে হুকুম করেছেন, তিনি যেন ইন-শা আল্লাহ বলার সাথে একথাও বলেন- عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشد সুফিয়ায়ে কিরামের ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অর্থ হলো, যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু ভুলে যাবেন, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে স্মরণ করবেন এবং বলবেন, আশা করি মহান আল্লাহ আমাকে এমন বিষয় জানিয়ে দেবেন, যা আল্লাহর স্মরনের চাইতে হিদায়াত ও সত্যের অধিক নিকটতম পথ, আর তা হলো স্বয়ং আল্লাহর যাত ও সত্ত্বা। কারণ, তিনি হলেন মানুষের প্রাণরগের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। [১৮৭]

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদীকে এক বিশেষ আদব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ভবিষ্যতে কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করলে আপনি এরূপ বলবেন না যে আমি আগামীকাল তা করব বরং আপনি এরূপ বলবেন যদি আল্লাহ চান তবে করব। ভবিষ্যতে কি হবে আর কি হবে না, তা কেবল তিনিই জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বললেন,

১৮৭. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড- ৭, পৃ- ৪৬৮-৪৭২।

www.pathagar.com

لاطوفن ليلة على سبعين إمراة وفي رواية تسعين إمرة وفي رواية مائة إمراة تلد كل إمراة منهن غلام يقاتل في سبيل الله الخ.

"আজ রাত্রে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব। এক রেওয়ায়েতে নব্বই জন, এক রেওয়ায়েতে একশত জন স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে। প্রত্যেক স্ত্রী এমন একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিবে, যে আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে। তখন একজন ফিরিশতা তাকে বলল, আপনি ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলুন, কিন্তু তিনি বললেন না। অতঃপর তিনি তার স্ত্রীদের সাথে মিলিত হলেন, কিন্তু কেউ কোন সন্তান জন্ম দিল না। কেবল এক স্ত্রী অর্ধেক সন্তান জন্ম দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন যদি তিনি ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতেন তবে তাঁর [হযরত সুলায়মান (আ)-এর] উদ্দেশ্য সফল হত। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করত।

এ গ্রন্থের শুরুতে সূরা কাহ্‌ফের শানে নুযূল প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)কে 'আসহাবে কাহ্‌ফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বললেন, ساجيب غدا আমি আগামীকাল এর উত্তর দিব। অতঃপর পনের দিন পর্যন্ত ওহী বিলম্বিত হল। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

قوله واذكرو ربك اذا نسيت যখন আপনি ভুলে যান তখন আপনার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে স্মরণ করুন। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ করে থাকেন, আপনি ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়ে তখন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলুন। হযরত আবুল আলিযা (র) ও হযরত হাসান বসরী (র)-এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। হযরত হুশাইম (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি যেই হলফ করে, তার পক্ষে এক বছর পরও ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলার অধিকার আছে। দলীল হিসেবে তিনি সূরা কাহ্‌ফের এ আয়াতাংশ واذكرو ربك اذا نسيت পেশ করতেন। আ'মাশ (র)কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কি মুজাহিদ (র) হতে এটি শুনেছেন, তিনি বললেন, লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) আমার নিকট এই সূত্র বর্ণনা করেছেন এবং তাবারানী (র) আবূ

www.pathagar.com

মু'আবিয়াহ (রা) হতে, তিনি আ'মাশ (র) হতে অত্রসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

"যদি এক বছর পরেও হয় তবুও তার ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলার অধিকার আছে"–ইবনে আব্বাস (রা) এর এই বক্তব্যের অর্থ হল, যখন কেউ হলফ করার সময় কিংবা কোন কথা বলার সময় ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে ভুলে যায় এবং এক বছর পর তার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলে সুন্নাতের উপর আমল করবে। এমন কি কসম ভাঙ্গার পরও যদি তার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলবে। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এই বক্তব্য পেশ করেছেন। অবশ্য এর অর্থ এটি নয়, সে এখন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বললে কসম ভাঙ্গার কাফফারা আদায় করতে হবে না কিংবা কসম ভাঙ্গবে না। আল্লামা ইবনে জরীর (র) যা কিছু পেশ করেছেন তা সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যকে এর উপর প্রয়োগ করা অধিক শ্রেয়। হযরত ইকরিমাহ (রা) পবিত্র কুরআনের বাণী واذكرو ربك اذا نسيت এর এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যখন তুমি ক্রোধান্বিত বা রাগান্বিত হও তখন তোমার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে স্মরণ কর।

হযরত তাবারানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হারেস হুবালী (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে,

ولاتقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت

আপনি যখন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে ভুলে যান তবে যখনই স্মরণ হবে তখন তা বলবেন। ইমাম তাবারানী (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে ব্যাখ্যা واذكر ربك إذا نسيت প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে ভুলে গেলে যখনই মনে পড়বে তখনই তা বলবে। কেউ কেউ বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর জন্য খাস ছিল। কেবল তিনি ভুলে যাওয়ার পর যখন তার মনে পড়ত তখন ইন-শা আল্লাহ (ان شا الله) বলতে পারতেন। অন্য কারো জন্য ভুলে যাওয়ার পরে অন্য সময় তা বলার ইখতিয়ার বা অধিকার নেই।

www.pathagar.com

আয়াতের অপর এক ব্যাখ্য হতে পারে যে, যখন কেউ কোন কথা বলতে ভুলে যায় তখন যেন সে আল্লাহ্র যিকির করে, কারণ ভুলে যাওয়া শয়তানের কারণ হয়ে থাকে এবং আল্লাহর যিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে। শয়তান বিতাড়িত হলে ভুলও হবে না। হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গী যুবক বলেছিল وما انسانيه الا الشيطان শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্র যিকির করলে শয়তান বিতাড়িত হয় এ কারণে পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরাশাদ হয়েছে واذكر ربك إذا نسيت, যখন আপনি ভুলে যান, তখন আল্লাহ্র যিকির করুন। মহান আল্লাহ্র বাণী :

عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا

অর্থাৎ আপনাকে যখন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অথচ তা জানেন না, তবে আল্লাহ্র নিকট তার জ্ঞান প্রার্থনা করুন এবং তার প্রতি নিবিষ্ট হন যেন আপনাকে তার সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং অধিক সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এর আরো ব্যাখ্য দান করা হয়েছে।[১৮৮]

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, এক্ষেত্র ইন-শা আল্লাহ(ان شا الله) বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়ত যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ শুধু বরকত লাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য-কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনাবেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রে যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাস'আলায় কোন কোন ফিকাহ্বিদ ভিন্নমতও পোষণ করেন। [১৮৯]

মনে রাখতে হবে, প্রতিটা তৎপরতা, নড়াচড়া, এমনকি জীবিত প্রাণীর প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত মহান আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ চলতি মুহূর্তটার ওপাশে কী আছে তা জানে না। পর্দর আড়ালে কি আছে,

---

১৮৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড- ৬, পৃ- ৪২২- ৪২৫।
১৮৯. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড - ৫, পৃ- ৫৮০।

www.pathagar.com

তা চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। তার বিবেক বুদ্ধি যতো তথ্যই সংগ্রহ করুক, সে আসলেই খুবই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই কোনো মানুষেরই বলা উচিত নয় যে, আগামীকাল আমি অমুক কাজ করবো। কেননা, আগামীকাল কী হবে না হবে তা শুধু আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ ভবিষ্যত নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা না করে অলসভাবে বসে থাকবে এবং তার জীবনের অতীতের সাথে বর্তমানের কোন সংযোগ থাকবে না। বরং এর অর্থ হলো, অজানা ও অদৃশ্য বিষয়ে সে অনুসারেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে, নিজের সংকল্প ও পরিকল্পনায় মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। যাঁর ইচ্ছার আওতায় সব কিছুই সংঘটিত হয়ে থাকে এবং মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহর হাত সবসময় মানুষের হাতের ওপর থাকে। তাই এটা বিচিত্র নয় যে, মানুষ যা পরিকল্পনা করে, আল্লাহ তা'আলা তার বিপরীতে পরিকল্পনা করে থাকতে পারেন। যদি আল্লাহ তা'আলা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাহায্য করেন, তাহলে তো ভাল কথা। যদি মহান আল্লাহর ইচ্ছা তার পরিকল্পনার বিপরীত হয়, তাহলে দুঃখ ও পরিতাপ করার প্রয়োজন নেই এবং হতাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা যাবতীয় বিষয় আগাগোড়াই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং মানুষকে চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করতেই হবে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দিলেই সে চিন্তা ও পরিকল্পনা করতে পারে। তাই বলে তার উদাসীন ও অলস হয়ে বসে থাকার কোন অবকাশ ও যুক্তি নেই। নিজে দুর্বল ও অক্ষম মনে করে নিষ্ক্রিয় থাকাও চলবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমতা, সংকল্প ও আস্থা দিয়েছেন। কিন্তু যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহর পরিকল্পনা তার পরিকল্পনার বিপরীত, তখন মহান আল্লাহর ফায়সালার কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ও স্থির মনে আত্মসমর্পন করতে হবে, কেননা এটাই তার ক্ষমতার মূল উৎস, যা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। এখন যখন তা জানা গেলো, তখন সেটাই মেনে নেয়া কর্তব্য।

বস্তুত ইসলাম প্রত্যেক মুসলামানের মনে এই পদ্ধতিই বদ্ধমূল করে। কাজেই সে চিন্তা ও পরিকল্পনা করার সময় একাকীত্ব ও নিসঃঙ্গতা বোধ

www.pathagar.com

করবে না। সাফল্য লাভ করলে সে অহংকারী ও দাম্ভিক হবে না, আর ব্যর্থ হলে হতাশার শিকার হবে না, সর্বাবস্থায় সে মহান আল্লাহ্র সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখবে, তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে নিজেকে শক্তিশালী মনে করবে, পরিকল্পনায় সফল হলে মহান আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে, এবং অহংকার ও হতাশা ছাড়াই মহান আল্লাহ্র সকল ফায়াসালা মেনে নেবে।[১৯০]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা ভবিষ্যতের কাজের জন্য সবসময় ইন-শা আল্লাহ্ (ان شاء الله) বলার শিক্ষা পেয়েছি এবং যদি কোন কারণে ভবিষ্যতের কোন কাজের জন্য ইন-শা আল্লাহ (ان شاء الله) বলতে ভুলে যাই তবে বেশী বেশী মহান আল্লাহ্র নামের স্মরণ করে পুনরায় ইন-শা আল্লাহ (ان شاء الله) বলার শিক্ষা আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা পেয়ে থাকি।

---

১৯০. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, খণ্ড- ১২, পৃ- ২৮৪- ৮৫।

www.pathagar.com

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে এমন কোন ঘটনা বর্ণনা করেননি, যা থেকে মানব জাতি কোন শিক্ষা পায় না। আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার মধ্যেও মানব জাতির জন্য এমন কিছু শিক্ষা রয়েছে; যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য যে সকল শিক্ষা রয়েছে নিম্নে এগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

কিয়ামতের সত্যতার প্রমাণ :

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের দীর্ঘ ৩০০ বছরেরও বেশি সময়কাল ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার পর পূনরায় জেগে উঠার মাধ্যমে কেয়ামতের সত্যতা প্রমানিত হয় এবং তাদের এ ঘটনার মাধ্যমে একটি বাস্তব ও অনুভবযোগ্য উদাহরন দ্বারা মানুষের পূনরুত্থানের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ইহকালীন জীবন শেষে পরকালে মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ব্যপারটি এর দ্বারা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালের পুনরুজ্জীবনের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং কেয়ামত অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই পরকালীন পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ার আওতায়ই আসহাবে কাহ্ফের যুবকদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ও মানুষকে তাদের সন্ধান দানের ঘটনা সংঘটিত করেছেন।[১৯১]

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা মানব জাতির সামনে প্রকাশ করে এ শিক্ষা দিলেন যে, যে সত্তা জীবিত মানুষদেরকে তিনশ বছরেরও বেশি সময়কাল পর্যন্ত পানাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তার পক্ষে মৃত্যুর পরও মৃতদেহগুলোকে জীবিত করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। এই ঘটনার ফলে পুনরুত্থানের সন্দেহের কারন দূর হয়ে গেল।

---

১৯১. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, খণ্ড- ১২, পৃ. ২৮৩।

www.pathagar.com

এখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতকে মানবীয় ক্ষমতার আলোকে বোঝার চেষ্টা করা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। এ বক্তব্যের প্রতিই পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا (১৮:২১) অর্থাৎ, "আমি আসহাবে কাহ্ফকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাময় রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।"

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের এ অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে এ শিক্ষাই দিয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং এ জীবনের পর অনন্ত অসীম কালের এক স্থায়ী জীবন রয়েছে। দুনিয়ার জীবনের পর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় মানুষকে জীবিত করবেন এবং কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

সত্য পথে অবিচল থাকা :

পৃথিবীতে যখন অন্যায়, অপরাধ, যুলুম-নির্যাতন ও দৌরাত্ম্য এত বেশী বেড়ে যায় যে, মহান আল্লাহ্র প্রিয় ও নেককার বান্দাদের আশ্রয় নেয়ার মত কোন স্থান না থাকে, এমন সঙ্গিন পরিস্থিতিতে যদিও দৃঢ়তা অবলম্বনের পন্থা এটাই যে, মানব জাতির হিদায়াতের খাতিরে সব রকম কষ্ট সহ্য করে যাওয়া এবং সত্যের বাণী তথা সত্য পথে পাহাড়ের ন্যায় অটল থাকা; তবুও যেন মানব সমাজ থেকে আলাদা হয়ে নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন না করে। কিন্তু যদি পরিস্থিতি এরূপ সংকটময় আকার ধারন করে যে, মানুষের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে হয়তো জীবন বিসর্জন দিতে হয় নতুবা ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করে নিতে হয়, আর সংকটাবস্থা এরূপ দাড়ায় যে,

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا

অর্থাৎ "তারা (বাতিলপন্থীরা) যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হয় তবে হয়তো তোমাদেরকে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলবে, নতুবা তোমাদেরকে তাদের বাতিল ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এমাবস্থায় তোমরা কিছুতেই সফল

www.pathagar.com

হবে না।"[১৯২] এমন অবস্থা হলে এই অনুমতি রয়েছে যে, জীবন ও দ্বীন রক্ষার্থে দুনিয়ার সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করা।

এটা নিরুপায় অবস্থার তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ঈমান ও দ্বীনের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে একাকীত্ব কোন পছন্দনীয় কাজ নয়, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্যান সাধনার পন্থা অবলম্বন করা বৈরাগ্যতা। রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মতকে সতর্ক করে ঘোষণা করেছেন : لا رهبانية في الإسلام "ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই (অর্থাৎ ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে পছন্দ করে না)।"

খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস অধ্যায়ন করলে জানা যায় যে, তাদের প্রাথমিক যুগে কিছু সংখ্যক খাঁটি ধর্মানুরাগী ব্যক্তির ব্যাপারেও আসহাবে কাহ্ফের ন্যায় কিছু ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, একটি রোমে, একটি ইনতাকিয়ায়, আর একটি আফসুন শহরে ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঐ সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদেরকেও নিরুপায় হয়ে একাকী ধ্যানমগ্ন জীবন যাপন করতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য কুসংস্কারের মত এ কর্মপন্থাও খ্রীষ্টান ধর্মের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পছন্দনীয় কাজ হিসাবে গণ্য হতে লাগল। যেমনিভাবে হিন্দুস্থানে হিন্দু যোগীরা তাদের প্রাচীন ধর্মের রীতি-নীতি অনুযায়ী পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পাহাড়ের গুহায় বা কোন নির্জন স্থানে যোগ সাধন করাকে পবিত্র কাজ মনে করেন। অনুরূপ খ্রীষ্টানরাও স্বেচ্ছায় বৈরাগ্য অবলম্বন করাকে ধর্মের পবিত্র কাজ বলে গণ্য করত। কিন্তু পবিত্র কুরআনে তাদের এরূপ কর্মপন্থা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট একাকী ধ্যান করা মোটেই পছন্দনীয় কাজ নয়, বরং এটা হলো কিতাবের ধর্মীয় কুসংস্কার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"তারা (খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) যে বৈরাগ্যতার পন্থা উদ্ভাবন করেছে আমি তাদের উপর তা ফরজ করে দেইনি। তবুও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করেছে অতঃপর তারা এর যথাযথ হক আদায় করেনি।"[১৯৩]

---

১৯২. কুরআনুল কারীম, সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ২০।

www.pathagar.com

মোট কথা হলো এই যে, মহান আল্লাহ কিতাবীদের জন্য দ্বীনের পন্থাসমূহের মধ্যে এই পন্থা অর্থাৎ বৈরাগ্যতার পথ নির্ধারন করেননি, বরং তারা নিজেরাই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল। আর যদিও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই এ পন্থা অবলম্বন করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা মহান আল্লাহর সেই সন্তুষ্টির ধারা ধরে রাখতে পারেনি। এভাবে তারা বৈরাগ্যের ছদ্মবরণে দুনিয়াদারদের চেয়েও আরো অধিক স্বার্থ হাসিল ও লোভ লালসায় লিপ্ত হয়ে গেল।

ন্যায্য কথা হল, নির্ভেজাল ও সঠিক পন্থা হচ্ছে, মধ্যম পন্থা। যাতে কোন প্রকার মার-প্যাচ ও উত্থান-পতন নেই। এরূপ মধ্যম পন্থা অনেক বেশী বাড়াবাড়ি ও অনেক শিথিলতা উভয় পন্থা থেকে আলাদা করে মানুষকে সঠিক গন্তব্য স্থলে পৌছে দেয়। যেহেতু ইসলাম একটি স্বভাবসুলভ ধর্ম তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যাপারে মধ্যপন্থাকেই সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ রূপে সাব্যস্ত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যেরূপ দুনিয়ার ঝামেলায় ডুবে থাকা দোষনীয়, তেমনিভাবে দুনিয়াবাসী মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্যসুলভ জীবন যাপনও দোষনীয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই উম্মাতের জন্য বৈরাগ্যের পন্থা হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্ধারিত পন্থায় জীবন উৎসর্গ করা)। কেননা, কোন ঈমানদার ব্যক্তি যখন জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তখন সে নিজের জীবন, নিজের পরিবার-পরিজন এবং সর্বপ্রকার পার্থিব কর্মকাণ্ড—সবকিছুর সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাকেই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রূপে স্থির করে নেয়।[১৯৪]

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সত্য ও ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ দিতে হলেও তাতে পিছপা হওয়া যাবে না। আর যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

---

১৯৩. কুরআনুল কারীম, সূরা হাদীদ, আয়াত : ২৭।
১৯৪. কাসাসুল কুরআন, খণ্ড - ৩, পৃ - ২৪৭- ২৪৯।

www.pathagar.com

ন্যায়ের পথে যুবকদের নেতৃত্বের শিক্ষাঃ

মুসলমানদের অতীত ইতিহাসে এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে সংগ্রাম শুধুমাত্র উল্লেখিত বিষয়েই নয় বরং যে কোন বৈপ্লবিক সংগ্রাম কোন সম্প্রদায়ের যুব শ্রেনীর উপর যতটা প্রভাব বিস্তার করে এবং যত তাড়াতাড়ি তাদেরকে প্রভাবিত করে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের উপর এর ততটা প্রভাব পড়ে না।

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদগণ এর কারণ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বয়স্ক লোকদের মন-মস্তিষ্ক যেহেতু জীবনের বেশির ভাগ সময় প্রাচীন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত এবং দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচীন সামাজিক নিয়ম কানুন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে আর তাদের রগ ও রেশায় পুরানো স্মৃতিগুলো পাকাপোক্ত হয়ে থাকে তাই প্রাচীন নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতির বিপরীত যে কোন আলোড়ন সৃষ্টিকারী মতবাদ বা মতাদর্শ এবং এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তাদের মন-মস্তিষ্কে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি নতুন ও পুরাতন চিন্তাধারার সমান্তরাল সমাবেশ তাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে পড়ে। সুতরাং বয়স্ক শ্রেনী নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতি অনুরাগী হওয়ার পরিবর্তে বরং আরো ঘাবড়ে যায়। তবে যাদের মন-মস্তিস্ক আবেগ উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি বিবেক বুদ্ধিকে এবং অনুভূতির পাশাপাশি যুক্তি প্রমাণকে পথ নির্দেশক বানিয়ে নেয় এবং প্রত্যেক ব্যাপারে নতুন পুরাতনের প্রতি না তাকিয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এর উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় চিন্তা-ফিকির করতে অভ্যস্ত হয়, তারা অবশ্য এই সাধারন নিয়মের আওতা বহির্ভূত (তারা এর আওতায় পড়ে না)। যখন এ শ্রেনীর প্রবীণ লোকেরা বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপকারিতার বিষয়গুলো যুক্তি প্রমাণের সহায়তায় উপলব্ধি করে নেয়, তখন তারা আন্দোলনের পুরোধা ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে যায়। অবশ্য এ ধরনের লোকের সংখ্যা জাতি ও সমাজে খুবই কম।

তবে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের বিপরীতে যেহেতু যুবকদের মন-মস্তিষ্ক অনেকাংশে নিরপেক্ষ হয় আর পুরাতন রীতিনীতির প্রভাব তাদের মন মস্তিষ্কে পাকাপোক্ত হয় না, এ কারনে তাদের মন মস্তিষ্কে নতুন চিত্রগুলো অনেক দ্রুত অঙ্কিত হয়ে যায়। তারা কোন বিরাট পরিবর্তন বা কোন

www.pathagar.com

বিপ্লবকে কেবল এ কারনে গ্রহণ করে যে, সেটা নুতন প্রেরনা সঞ্চার করে, ভয়-ভীতি বা আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে না বরং উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে সেদিকে অগ্রসর হয় এবং স্বচ্ছ মন মস্তিষ্ক নিয়ে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে।

এখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যদি এর ভিত্তি সত্যপরায়ণতা ও ন্যায় নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেটা জাতি ও সমাজকে ভ্রান্ত পথ থেকে মুক্ত করে সরল ও সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে তবে সেদিকে যারা দ্রুততার সাথে অগ্রসর হবে এবং একে অনুসরন করবে তাদের জীবন সুন্দর ও উজ্জল হবে এবং তাদের অস্তিত্ব ও উপস্থিতি সৃষ্টি জগতের জন্য কল্যান ও রহমত হিসাবে প্রতিয়মান হবে। অপরদিকে ব্যাপারটা যদি এর বিপরীত হয় (অর্থাৎ আন্দোলনের ভিত্তি যদি অন্যায় অসত্য ও ভ্রান্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়) তবে সেটা নব জাগ্রত এই স্বচ্ছ-সুন্দর মন মস্তিষ্কসম্পন্ন যুবকদেরকে ধ্বংস ও অধ:পতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেবে আর তাদের উপস্থিতি দুনিয়ার মানুষের জন্য ভীষণ মুসীবত ও আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের উল্লেখিত ঘটনাটি প্রকাশ করার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের যে দিকগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে একাকী যোগ সাধনার বিষয়। আর এ বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসৃত পথের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা।

পবিত্র কুরআন মানব জাতিকে এ শিক্ষাই দিচ্ছে যে, যুবক শ্রেণিই ভাল কাজের দিকে সর্ব প্রথম অগ্রসর হয়। ইসলামের শুরুর দিকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মক্কার কুরাইশদের মধ্যে অধিকাংশ বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ইসলামের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছে এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথা সামগ্রিক জীবনে পরিবর্তন সাধনকারী ইসলামের ব্যাপারে তারা আতঙ্কিত হয়েছে, অপরদিকে অধিকাংশ যুবক ইসলামের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়ে এর বৈপ্লবিক আহ্বানের টানে দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আল্লাহর রাহে জীনব উৎসর্গ করেছে। ইতিহাস

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখনই চিরাচরিত ভ্রান্ত নিয়মনীতি ও প্রচলিত বাতিল প্রথার বিপরীতে মহান আল্লাহর নবী-রাসূলগণ ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তখন তার প্রভাব বয়স্ক লোকদের চেয়ে যুবক ও তরুণদের উপরই বেশী পড়েছিল।

সুতরাং সমাজে যখন অন্যায় অবিচারের সয়লাব ঘটে তখন যুবকদেরকেই তা প্রতিহত করে ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের এ ঘটনা দ্বারা যুবকদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন।

অর্থহীন বিতর্ক পরিহার করা :

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহ্ফে ইরশাদ করেন

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ, "অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে ঃ তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। একথাও বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠটি ছিল কুকুর। আরও বলবে ঃ তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল কুকুর। বলুন ঃ আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকেই জানে। সাধারন আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।"[১৯৫]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) কে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পরের সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবি প্রমাণ

১৯৫. কুরআনুল কারীম, সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ২২।

www.pathagar.com

করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময় যেমন নষ্ট হয় তেমনি পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যের দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশী জানার জন্য খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার একটি উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক- এটাও পয়গম্বরী চরিত্রের পরিপন্থী। তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[১৯৬]

মূলত অনিশ্চিত কোন তথ্যের ব্যাপারে আলোচনায় কোন উপকার নেই। শুধুমাত্র এর মাধ্যমে বিতর্কই বৃদ্ধি পায় ও সময়ের অপচয় হয়। তাই পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনার মাধ্যমে পৃথিবীর মানব জাতিকে তথ্য বিহীন বিরোধপূর্ণ বিষয়ের বিতর্ক থেকে নিজেকে অহেতুক ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষা প্রদান করেছে ।

মাসআলা :

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বিশ্লেষণ করে ফিকাহ্বিদরা বেশ কিছু মাসআলা বের করেছেন। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহ্ফের ১৯ নং আয়াতে বলেন,

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً

১৯৬. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড- ৫, পৃ- ৫৪২।

www.pathagar.com

অর্থাৎ, "আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল : তোমরা কত কাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল : তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়।"[১৯৭]

ফিকাহ্শাস্ত্রবিদরা সূরা কাহ্ফের এ আয়াত থেকে বেশ কিছু মাসআলা বের করেছে। সেগুলো হলো;

মাসআলা-১: যে শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই বাছাই না করে ক্রয় করা বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী فَابْعَثُوا أَحَدَكُم- আসহবে কাহ্ফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্যে মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্যে তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন: এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়।

মাসআলা-২: অর্থ সম্পত্তিতে অংশিদারিত্ব জায়েয।

মাসআলা-৩: অর্থ সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদে কোন এক ব্যক্তি অন্যের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে।

মাসআলা-৪: খাদ্র দ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয, যদিও খাওয়ার পরিমান বিভিন্নরূপ হয়, কেউ কম খায় আবার কেউ বেশী খায়।[১৯৮]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফের ২১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

---

১৯৭. কুরআনুল কারীম, সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ১৯।
১৯৮. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, খণ্ড- ৫, পৃ- ৫৬৯- ৫৭০।

www.pathagar.com

وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَاناً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِداً

অর্থাৎ, "এমনিভাবে তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নাই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল: তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয় ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হয়, তারা বলল: আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।"[১৯৯]

সূরা কাহ্ফের এ আয়াত থেকে উলামায়ে কিরাম যে সকল মাসআলার উদ্ভব করেছেন তা হলো,

মাসআলা: আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারের কাছে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নামাযের জন্য মসিজদ নির্মাণ করা জায়েয আছে। কিন্তু শায়খ উস্তাদ মুহাম্মদ ফাখির আল মুহাদ্দিস (র) এর মতে এমন করা মাকরূহ। তিনি নিম্নের হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

(১) ইমাম মুসলিম আবূ আল-হাইয়ায আসাদী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আলী (রা) আমাকে বললেন-

الا ابعثك على مابعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا تدع تمثالا الا طمسته ولاقبرا مشرفا الا سويته

আমি তোমাকে এমন এক কাজে কি পাঠাব, যে ধরণের কাজে খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। তা হলো, কোন মূর্তি দেখলেই তা মিটিয়ে দেবে এবং কোন উঁচু করবর দেখলেই তা সমান করে দেবে।

(২) ইমাম মুসলিম (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يبلى عليهم وان يقعد عليه

---

১৯৯. কুরআনুল কারীম, সূরা কাহ্ফ, আয়াত : ২১।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা) কবর পাকা করতে, তার উপর ইমারাত নির্মাণ করতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

(৩) ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত আয়শা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কঠিন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর মুবারক মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো; কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হলে তিনি মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলেন-

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد قالت يحذر مثل ماصنعوا

আল্লাহর অভিসম্পাত হোক ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর, যারা তাদের নবীগণের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।"

হযরত আয়শা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলে স্বীয় উম্মতকে ইয়াহুদী ও নাসারাদের অনুসরণ করা থেকে সতর্ক করেছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবর পাকা করা, কবরের উপর ইমারত ও সৌধ নির্মাণ করা ও কবর উঁচু করা মাকরূহ। কবরের কাছে মসজিদ নির্মণ করাও যে মাকরূহ, উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সে কথা প্রমাণিত হয় না। اتخذوا قبور انبياءهم مساجد এ হাদীসের অর্থ হলো, তারা আম্বিয়া কিরামের কবরের দিকে ফিরে সিজদা করত, যা নিষিদ্ধ। আবূ মরাসাদ আল-গানাভী (রা) বলেন

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা কবরের উপর বসবে না, আর তার দিকে মুখ করে নামায পড়বে না।[২০০]

---

২০০. তফসীরে মাজহারী, খণ্ড- ৭, পৃ- ৪৬৩- ৪৬৪।

www.pathagar.com

সাহিত্যে আসহাবে কাহ্ফের প্রভাব

পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা যুগ যুগ ধরে সাহিত্য সমাজে সাহিত্যের রসদ যুগিয়ে বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। আসহাবে কাহ্ফের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার ফল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে আরবী সাহিত্যে এর প্রভাব ব্যাপক।

আরবী সাহিত্যে আসহাবে কাহ্ফের প্রভাব :

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা। আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যুগে যুগে আরবী কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকের মাধ্যমে আসহাবে কাহাফের যুবকদের ঘটনাকে চমৎকার ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্যবিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত বিখ্যাত নাট্যকার তাওফীক আর হাকীম রচিত 'আহ্লুল কাহ্ফ' নাটকের বিষয়বস্তু ও সাহিত্যে বড় অবদান বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

নাটক আহ্লুল কাহ্ফের বিষয়বস্তু

আরবী সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ মিশরের বিখ্যাত নাট্যকার তাওফীক আল হাকীম (১৮৯৮-১৯৪৬) রচিত أهل الكهف (আহ্লুল কাহ্ফ) আরবী সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে এক অমর অনবদ্য সৃষ্টি। আরবী সাহিত্যের পাঠক মাত্রই তাওফীক আল হাকীমের أهل الكهف (আহ্লুল কাহ্ফ) নাটক সম্পর্কে অবগত। নিম্নে তাউফিক আল হাকীম রচিত أهل الكهف (আহ্লুল কাহ্ফ) নাটক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

নাট্যকার তাওফীক আল হাকীমের (১৮৯৮-১৯৪৬) যৌবনে রচিত আররী সাহিত্যের অমর ও অনবদ্য সৃষ্টি সাড়া জাগানো এক ঐতিহাসিক নাটকের নাম أهل الكهف (আহ্লুল কাহ্ফ)। সম্ভবতঃ তার এ সাহিত্যকর্মটি তাঁর সকল রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি সাহিত্যকর্ম। ১৯২৮

www.pathagar.com

খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এ নাটকটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টব্দে মিসর হতে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ঐ বছরই দু'বার পূনঃমূদ্রণসহ আরও দুটি সংস্থা হতে তা প্রকাশ পায়। তাছাড়াও ১৯৩৯ খ্রীষ্টব্দে ফরাসী ভাষায়, ১৯৪০ খ্রীষ্টব্দে ইতালীয়ান ও ১৯৫৫ খ্রীষ্টব্দে ইংরেজীতে নাটকটি অনুদিত হয়। প্রথম প্রকাশের দু'বছর পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টব্দে মিশরের তৎকালিন নব প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর উদ্বোধনী দিবসে নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়।

রচনার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করতে গিয়ে নাট্যকার তাওফীক আল হাকীম তাঁর শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত মানসিক অবস্থার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। শৈশবের কোন এক দিন তিনি মসজিদে ইমাম সাহেবের কণ্ঠে সুরা কাহ্ফের তেলাওয়াত শ্রবন করেন; যা তাঁর মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি করে। তাঁর মনোজগতের কল্পরাজ্যে গুহাবাসী যুবকদের বিভীষিকাময় অবস্থার চিত্র ভেসে উঠে। তিনি উপলব্ধি করেন অন্ধকারচ্ছন্ন গুহা মাঝে তাদের অবস্থান ও ভিন্নধর্মী সঙ্গী কুকুর ক্বিতমীরের একটি কাল্পনিক চিত্র। এ কাল্পনিক অনুভূতির এ স্মৃতিকে তিনি মিসরীয় সংস্কৃতির আলোকে নাট্যরূপ দিয়েছেন।[২০১]

প্রায় সমদৈর্ঘের চার অঙ্ক বিশিষ্ট এ নাটকে ছ'টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তবে এককভাবে প্রধান কিংবা কেন্দ্রীয় চরিত্র নাটকটিতে পরিলক্ষিত হয় না। নাটকটির ভাব, ভাষা, সংলাপ, বর্ণনার স্টাইল ও উপস্থাপনার কৌশল সবই সুন্দর, চমৎকার চিত্তাকর্ষক। রচনাশৈলীর পারদর্শীতার কারনে ঘটনার পরবর্তী অবস্থা জানার জন্য দর্শকমাত্রই উদগ্রীব থাকতে বাধ্য। এক কথায় গতিশীলতায় পূর্ণ স্বতঃফূর্ত একটি নাটক أهل الكهف (আহলুল কাহ্ফ)। এর কাহিনী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের আঠারতম সুরা আল কাহ্ফে বর্ণিত এফিসাসের সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তি সম্পর্কিত; যারা রাজা দাকিয়ানুসের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে লোকালয় ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে দেন। তিনশত নয় বছর পর তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। 'ক্বিতমীর' নামক একটি কুকুরও তাদের সঙ্গী ছিল। ঘটনাটি

২০১. ডঃ আদহাম ইসমাঈল ও ডঃ নাজী ইব্রাহীম, তাওফীক আল হাকীম, মিসর, ১৯৮৪, পৃ-১৫৭-১৫৮।

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক; যার উপাত্ত স্বয়ং আল কুরআনুল কারীম। কিন্তু পবিত্র কুরআনের এ কাহিনীর সাথে নাটকে যথেষ্ঠ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। লেবাননের তরসুস ও সন্নিকটবর্তী রকীমের এতিহাসিক একটি গুহা আলোচ্য নাটকের ক্ষেত্র; যা কুরআনে সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। তদুপরি সাতজনের পরিবর্তে নাটকে কুকুরসহ কেবল তিনটি চরিত্র (মরনুশ, মিশলেনিয়্যা ও ইয়ামলিখা) চিত্রিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন ইতিহাসের সর্বপ্রধান উৎস হলেও তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তসার; যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হলো আল হাদীস। আলোচ্য কাহিনীটিই কুরআনের নাযিলকৃত সুরা কাহ্‌ফের অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট হলেও সুরার ১১০টি আয়াতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি আয়াতে অতি সংক্ষেপে ঘটনার কিঞ্চিত ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে মাত্র। অথচ আহলুল কাহ্‌ফ নাটকে নাট্যকার তাওফীক আল-হাকীম কাল্পনিকভাবে একটি পুর্ণাঙ্গ কাহিনীর অবতারণা করেছেন। সুতরাং একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, নাট্যকার ঘটনার রূপায়ণে পবিত্র কুরআনের তথ্যকে উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করার সাথে সাথে তাফসীর, আল-হাদীস ও প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যকেই আলোচ্য নাটক أهل الكهف (আহলুল কাহ্‌ফ) উপাত্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং পাঠকের জন্য রেখে গেছেন ইতিহাসের অনেক অজানা উপাদান।

নাট্যকাহিনীর পটভূমি :

أهل الكهف (আহলুল কাহ্‌ফ) নাটকে বর্ণিত কাহিনীতে তৎকালীন অত্যাচারী ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী খ্রীষ্ট ধর্ম বিদ্বেষী সম্রাট দাকিয়ানুসের হত্যাযজ্ঞের কারণে রাজ্যের সকল খ্রীষ্টানদের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। সম্রাটের ঘনিষ্ট ও প্রভাবশালী দুই মন্ত্রী 'মরনুশ' ও 'মিশলেনিয়্যা' সংগোপনে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারাও বাধ্য হয়ে পলায়ন করে পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে। মন্ত্রী মিশলেনিয়্যা আবার রাজকন্যা পেরেশকার প্রেমিক ছিলেন। অষ্টাদশী সুন্দরী রাজকন্যা পেরেশকাও খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা দু'জনই একে অপরকে বিয়ে করার অঙ্গীকারে আবদ্ধও ছিল। কিন্তু আত্মগোপনকারী মিশলেনিয়্যার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় তার জীবন কেটে যায়। সম্রাট অনেক চেষ্টা করলেও

www.pathagar.com

তার প্রিয় কন্যাকে বিবাহ্ দিতে রাজী করাতে ব্যর্থ হন। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর পঞ্চাশ বছর বয়সে রাজকন্যা মারা যায়।

পরবর্তীকালের ইতিহাসে এ রাজকন্যাকে নানে'র মর্যাদায় ভূষিত করে। কিন্তু পেরেশকার বিয়োগান্তক এ করুণ পরিস্থিতির কথা তার প্রেমিক মিশলেনিয়্যা কিছুই জানতেন না। আর জানাও তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। রাজার অপর মন্ত্রী 'মরনুশ' তার খ্রীষ্টান স্ত্রী ও শিশু পুত্রের চিন্তায় সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকতো। তার সদা ভয় ও আসংখ্যা ছিল কখন না জানি তাদের ধর্মমতের কথা রাজার কর্ণগোচর হয়ে যায়! রাজার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য তার স্ত্রী-সন্তানদের বাড়ির বাহিরে এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। তাদের কাছ থেকে মাত্র তিন দিনের ছুটি নিয়ে মরনুশ বেরিয়ে পড়ে । কিন্তু তার আর ঘরে ফিরা হয়ে উঠেনি। নাটকের অপরজন পরিবার পরিজনহীন মেষপালক 'ইয়ামলিখা'। একমাত্র কুকুর 'কৃতমীর' তাদের সঙ্গী ছিল। একনিষ্ঠ খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী এই ইয়ামলিখাই জানত মন্ত্রীদ্বয়ের গোপন ধর্মমতের কথা। পলায়ন কালে সে তাদের পিছু নিয়ে একত্রে আত্মরক্ষার্থে গুহায় আত্মগোপন করে।[২০২]

ঘটনার নাট্যরূপ :

রকীম নামক এক অন্ধকারচ্ছন্ন পাহাড়ি গুহা। আলো-আঁধারী ভূতুরে সে গুহায় ভয়ে জড়সড়ভাবে উপবিষ্ট দুজন যুবককে আবছা আবছা পরিলক্ষিত হয়। একটি কুকুর তাদের সন্নিকটে সামনের পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছে । খুবই কাতর অবস্থায় এদের ঘুম হতে জেগে উঠা-বলা চলে নাটকের শুরুটি যথার্থই নাটকীয়। উপবিষ্ট যুবকদ্বয়ের দেহ জীর্ণ-শীর্ণ ও কৃষকায় । একে একে তার জেগে উঠে। বিরামহীনভাবে তারা তাদের দুঃখ, বেদনা ও দুর্ভাগ্যের ব্যপারে অভিযোগে একে অপরের সাথে আলোচনায় রত। একই সাথে অত্যাচারী সম্রাটের ভয়ে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। ক্ষুৎপিপাসা নিবারনের উদ্দেশ্যে খাদ্য ক্রয়ের জন্য সাথী ইয়ামলিখা কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে বের হয়।

---

২০২. আল-হাকীম, তাওফীক, আহল আল-কাহফ, মকতবত মিসর, মিসর, তাবি।

www.pathagar.com

কিন্তু পরক্ষণেই দ্রুত গুহায় ফিরে আসে। সে যখন বের হয়েছিল তখন কৌতুহলী এক শিকারী তাকে দেখে ভয়ে প্রায় আঁৎকে ওঠে এবং পালাতে উদ্যত হয়। ইয়ামলিখা তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে। বাজারে খাদ্য ক্রয়ের জন্য এক দুকানীকে মুদ্রা দেখায়, লোকটি মুদ্রা দেখে বুঝতে পারে যে মুদ্রাগুলো বহু পূর্বের অত্যাচারী সম্রাট দাকিয়ানুসের আমলের। লোকটি উদগ্রীব হয়ে জানতে চায় এরূপ মুদ্রা তার নিকট আরও আছে কিনা? কেননা তা মূল্যবান হেতু এ সকল মুদ্রা সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত। লোকটিকে পাগল ভেবে ইয়ামলিখা মুদ্রা ছিনিয়ে নিয়ে সাথীদের নিকট প্রস্থান করে। তার কথা শুনে মরনুশ লোকটিকে অবোধ ভাবলেও মিশলেনিয়্যার মনে গুহায় অবস্থারের সময়ের ব্যাপারে সংশয়ের উদ্রেক হয় । তারা এক রাত্র, এক সপ্তাহ, বড় জোর এক মাস অবস্থানের আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু এ সময় তারা ঘুমিয়ে না জেগে ছিল তার যথার্থ বিষয়টি তারা মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়। তাদের সংশয় আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তাই সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে তারা একে একে তাদের কাহিনী বলাবলি করে শান্তনা পাওয়ার চেষ্টা করে, ইতোমধ্যে গুহা কাছাকাছি মানুষের শোরগুল শুনতে পেয়ে তারা ভয়ে শিউরে উঠে। ধরে নেয় অত্যাচারী ও খোদাদ্রোহী সম্রাট দাকিয়ানুসের পেটুয়া বাহিনী তাদের অবস্থান জানতে পেরে তাদের গ্রেফতার করতে এসেছে। কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারে যে, ঐ মুদ্রা দর্শনকারী ও একদল লোক ধনসম্পদের ভাণ্ডার ভেবে গুহার দিকে আসছে। চেরাগের আলোতে গুহা অভ্যন্তরে তিনজন বৈসাদৃশ্য অদ্ভূত মানুষ দেখতে পেয়ে তারা ভূত ভূত বলে চিৎকার করে ওঠে। প্রথম অঙ্কে কাহিনী অতি নাটকীয়ভাবে এখানেই শেষ হয়।[২০৩]

দ্বিতীয় অঙ্ক রাজা 'থিয়োডাসিয়াস'-এর রাজপ্রাসাদ। তিনি ছিলেন ধর্ম বিশ্বাসী ও প্রজা কল্যাণকামী সম্রাট। বয়:বৃদ্ধ শুভ্রকেশী বিদগ্ধ পণ্ডিত 'গালিয়াস' রাজকন্যার গৃহ শিক্ষক। গ্রন্থ হাতে সম্রাট থিয়োডাসিয়াসের অষ্টাদশী সুন্দরী কন্যা 'পেরেশকা' গৃহশিক্ষক গালিয়াসের জন্য অপেক্ষারত। কিন্তু শিক্ষক এখনো পর্যন্ত এসে পৌছাননি। কিছুক্ষণ পড় হন্তদন্ত অবস্থায়

২০৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তার অবির্ভাব হয়। তার এ ব্যস্ততা ও বিলম্বের কারণ, তিনি গুহাবাসী যুবকদের দেখতে গিয়েছিলেন। রাজকন্যা গৃহ শিক্ষকের নিকট গুহাবাসীদের কথা জানতে পারে। সে দাকিয়ানুসের কন্যা প্রথম পেরেশকার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে খুবই উদগ্রীব। গুহাবাসীদের অন্তর্ধানের কথা অনেকেই জানতো; ঐতিহাসিক সে যুবকদের আজ খোঁজে পাওয়া গেছে। এ নিয়ে লোক মুখে সর্বত্র আলোচনার ঝড় বইছে। রাজার সাথে গৃহ শিক্ষক গালিয়াসের এ নিয়ে মত বিনিময় হয়। ইত্যবসরে গুহাবাসীগণ সম্রাটের কাছে দেখা করতে আসেন। সম্রাট 'থিয়োডাসিয়াস' তাঁদেরকে 'মহান ধর্মজাযক' বলে সম্বোধন করেন। তাঁর রাজত্বকালে তাঁদের আবির্ভাবের জন্য নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন। এ দিকে গুহাবাসীগণ তাদের পূর্বপরিচিত রাজপ্রাসাদ দর্শনে প্রথমে সম্রাটকে দাকিয়ানুসের প্রতিনিধি মনে করে। কিন্তু পরে সম্রাট কর্তৃক তাঁরা 'মহান ধর্মজাযক' বলে সম্বোধীত হলে তাদের পূর্ব ধারণার অবসান হয়।

তাঁরা সম্রাটের ধর্মপরায়নতার বিষয়ে অবগত হয়ে তাঁদের মনের কথা খুলে বলে। মরনুশ রাজপ্রাসাদে অবস্থান না করে বরং নিজগৃহে স্ত্রী পুত্রের নিকট ফিরে যেতে উদ্দত হয়। মেষ পালক ইয়ামলিখা সম্রাটের নিকট অনুরোধ জানায় পশুগুলোর খোঁজ সে জানে না, চরতে চরতে কোন দিকে না কোন দিকে চলে গেছে। ওগুলোকে খুঁজে আনতে সেও রাজ প্রাসাদ থেকে চলে যেতে চায়। অন্যদিকে মিশলেনিয়্যা কিন্তু নোংরা ও সেকেলে পোশাকের পরিবর্তে নতুন পোশাক কামনা করে এবং লম্বা ও বৈসাদৃশ্য চুল, দাড়ি কামানোর জন্য নাপিতের খোঁজে প্রস্থানে উদ্যোগী হয়। গুহাবাসীদের এহেন কথাবার্তায় এবং মহান ধর্মাবতারদের ইচ্ছার বিরোধিতা সাংঘাতিক পাপ ভেবে সম্রাট নিরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। একে একে সকলেই প্রস্থান করে। দ্বিতীয় অঙ্কে নাটকের কাহিনী এভাবেই নাটকীয়ভাবে সমাপ্ত হয়।[২০৪]

পরবর্তী অঙ্কে রাতে একই রাজপ্রাসাদে গুহাবাসীরা একে একে সকলেই উপস্থিত হয়। চুল, দাড়ি কামিয়ে রাজকীয় পোশাক পরিহিত মিশলেনিয়্যা

---

২০৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

রীতিমত এক সুদর্শন যুবকে পরিণত হয়। সে গালিয়াসের সাথে কথাবার্তায় মগ্ন থাকে। গৃহ শিক্ষক তাঁকে 'মহান ধর্মাবতার' সম্মোধন করলে মিশলেনিয়্যা নিষেধ করে এবং সে কখনো ঐরূপ ছিলনা তা জানিয়ে দেয়। কেননা এত দিন গুহাবাসীদের সম্পর্কে সে যা জেনেছে, কথাবার্তায় সে তার মিল খুঁজে পায় না। কিন্তু তার কিইবা করার আছে? ইতোমধ্যে অনুরূপ সাজে সজ্জিত মরনুশ প্রাসাদে হাজির হয়। তাঁর মন বড় ব্যথিত। কেননা সে শহরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে বহুপূর্বে তার স্ত্রী-পুত্র পরিবজন সকলেই মারা গেছে। ষাট বছর বয়সে তাঁর পুত্র রোমান সেনাপতি বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়। তার সমাধি ফলকে সে সেরকমই দেখেছে বলে জানায়। মিশলেনিয়্যা তাকে সান্তনা দিলেও এতে কোন লাভ হয় না। তিনশত বছর তাঁরা ঘুমিয়ে ছিল একথা ভেবে সে ব্যাকুল। যে কথা ইয়ামলিখা তাঁকে পূর্বেই জানিয়েছিল; কিন্তু তাঁর কথায় সামান্যতম গুরুত্ব দেয়নি সে। বর্তমান সমাজে তারা বসবাসের অনুপযোগী একথা মরনুশ মিশলেনিয়্যাকে বুঝাতে চায়। কিন্তু মিশলেনিয়্যা বুঝে না, বুঝতেও চায় না। যদিও দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকার কথা তাঁর অজানা নয়। তবুও জগৎ সংসারে সে তাঁর বৈসাদৃশ্যতা মেনে নিতে নারাজ। অগত্যা ইয়ামলিখার ন্যায় মরনুশও গুহা অভিমুখে প্রস্থান করে। কেননা গুহাই তাদের নিরাপদ স্থান।

এ দিকে বর্তমান রাজকন্যা দ্বিতীয় পেরেশকা মিশলেনিয়্যার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু মিশলেনিয়্যার প্রতিটি কথাই তার নিকট বেখাপ্পা মনে হয়। কেননা সে রাজকন্যার সাথে এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে তার চির পরিচিত। তাঁর প্রেম নিবেদনের এবং বিবাহের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথায় রাজকন্যা বড়ই বিপাকে পড়ে এবং বিব্রত বোধ করে। মিশলেনিয়্যা তাকে প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করা ও ক্ষণকালের ব্যবধানে আমূল পরিবর্তিত হওয়ার জন্য ভৎসনা করে। রাজকন্যা যতই তার কথা অস্বীকার করে সে ততই পূর্বাপেক্ষা বেশী কাতর হয়ে পড়ে এবং প্রেমের বন্ধন বজায় রাখার জন সর্বপ্রকারে অনুরোধ জানায়। অবশেষে মিশলেনিয়্যা পেরেশকার কণ্ঠে স্বর্ণের ক্রুশ দেখিয়ে বলে, "এইতো স্বর্ণের সেই ক্রুশ যা আমি তোমাকে উপহার দিয়েছিলাম, এখন বল, কিভাবে উপেক্ষা করবে আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের

www.pathagar.com

এ চির বন্ধন?" বুদ্ধিমতি সুচতুরা রাজকন্যা বুঝতে পারে দুষ্টক্ষত কোথায়। সে বুঝতে চেষ্টা করে যে পূব রাজকন্যার কথা স্মরণ করেই তার নাম অনুরূপ রাখা হয়। কৃত অঙ্গীকার রক্ষার্থে তার বিরহী প্রেমিকা বিবাহ্ বন্ধনহীন একাকি নিঃসঙ্গভাবে মৃত্যু বরণ করেন। আর ঐ ক্রুশ যা সে তার পিতামহীর নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে। কেননা তারা পূর্ব সম্রাটের বংশধর। কিন্তু রাজকন্যা যে তার প্রেয়সী নয় এখন তা বুঝতে পারলেও তার ঘোর কাটে না। আর কেমন করেই বা তা সম্ভব? তিনশ বছরের ব্যবধানে বদলে গেছে সবকিছুই। একে তো পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে তার নাজেহাল অবস্থা। তদুপরি উভয় রাজকন্যার চেহারা, আকৃতি, কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি এমনকি প্রকৃতিতেও হুবহু মিল ছিল। তাদের মধ্যে এক চমৎকার সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। মিশলেনিয়্যা এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, কেন তার দু'সঙ্গী পূনঃপ্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের সময় শেষ। এখন তারা ইতিহাসের খোরাক মাত্র। তাঁরও ফিরে যাওয়া উচিত। এমনিভাবে ধীরে ধীরে গুহা অভিমুখে পদক্ষেপে তৃতীয় অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটায়।[২০৫]

চতুর্থ অঙ্কে নাটকের যবনিকায় এ ঘটনার পর পুনরায় তাঁদেরকে গুহা অভ্যন্তরে দেখা যায়। যেখানে তাঁরা কুকুরটির মত নিদ্রায় শায়িত হয়। মিশলেনিয়্যা জাগ্রত হয়ে স্বপ্নের কথা অপর দু'সঙ্গীকে জানানোর চেষ্টা করে। তার ডাকাডাকিতে মরনুশের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাকে গুহা হতে বের হয়ে চলে যাওয়ার জন্য সে আহবান জানায়। কেননা এতদিনে দাকিয়ানুসের হত্যাযজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে। সে স্বপ্ন দেখেছে একদল বিচিত্র মানুষ গুহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাঁদেরকে একটি রাজপ্রাসাদে নিয়ে যায়। সেখানে তারা সব কিছু পরিবর্তিত রূপে দেখতে পায়। সম্রাট দাকিয়ানুস যেন দাকিয়ানুস নয়। তরসুস যেন তরসুস নয়। এমনকি পেরেশকাও যেন পেরেশকা নয়। অবশেষে জানতে পারে, সে তিনশ বছর পূর্বে মারা গেছে অথচ আমরা অদ্যাবধি জীবিত। একথা শুনে মরনুশ তাঁকে এটি স্বপ্ন নয় বরং বাস্তবে ঘটেছে বলে অবিহিত করে। আরো বলে যে, সত্যিই আমরা গুহা হতে বের হয়েছিলাম এবং পুনঃপ্রত্যাবর্তনও করেছি। এবার তারা

২০৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইয়ামলিখার প্রতি মনোনিবেশ করে। সেও জেগে ওঠে। উভয়েই তার নিকট ঘটনার সত্যতা জানতে চায়। কিন্তু সেও তাদের মত অনুরূপ স্বপ্ন দেখার কথা ব্যক্ত করে। একই স্বপ্ন তিনজন কিভাবে দেখতে পারে সে কথা ভেবে তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভাবে তারা স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝে সীমারেখা নির্ধারণের চেষ্টা করে। অবশেষে পরিধান করা বেশভূষা দেখে তারা ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে। এরই মধ্যে তাদের এক সাথী ইয়ামলিখা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকৃত ঘটনা তার আর জানা হয়না। এর কিছুক্ষণ পর মরনুশও মৃত্যুর কোলে পতিত হয়। এমতাস্থায় গুহায় শুধুমাত্র কুকুর ও মিশলেনিয়্যা অবস্থান করে। কুকুরের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সে একাকী আত্ম প্রলাপ করতে থাকে। ইত্যবসরে তথায় গালিয়াসসহ পেরেশকার আগমন ঘটে। নিষেধ সত্ত্বেও সে গুহায় প্রবেশ করে। পেরেশকার আহবানে মিশলেনিয়্যা সাড়া দেয়। কিন্তু তার অবস্থা খুবই করুণ হয়ে যায়। রাজকন্যা গালিয়াসকে খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। মৃত্যুপথযাত্রী মিশলেনিয়্যার তাতে কিছুই উপকার হয় না। পেরেশকা তাকে বেঁচে থাকার অনুরোধ জানায়। তাঁর প্রতি ভালবাসার অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করে। মিশলেনিয়্যার অন্তিমকাল সমাগত হয়। পেরেশকার হতে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অতপর রাজকন্যা মৃত প্রেমিকের সাথে গুহায় থেকে যায় এবং রাজার নির্দেশে গুহামুখে সমাধি নির্মিত হয়।[২০৬]

সার্বিক মূল্যায়ন

তাওফিক আল হাকিম রচিত এ নাটকটি অতুলনীয় সাহিত্য দক্ষতায় পূর্ণ। নিতান্ত সহজ সরল ও অলংকৃতভাবে এর কাহিনী বর্ণিত হলেও সর্বত্র এক ভাবগম্ভীর সুরের অনুরণ বিদ্যমান। সুপরিসর অঙ্গনে বিস্মৃত নাটকটিতে স্থান-কাল-ঘটনায় প্রায় ঐক্যের ক্লাসিকাল নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে। সমস্ত ঘটনা এত দ্রুততার সাথে শেষ হয়েছে, যার ফলে নাটকের শেষ পর্বের পূর্ব পর্যন্ত ট্রাজেডীর আবহ অক্ষুণ্ন থাকলেও একেবারে চূড়ান্ত সমাপ্তি লগ্নে মিলনাত্মক নাট্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি হলেও তা ট্রাজেডীতেই রূপ নেয়। এ দ্বিবিধ

২০৬. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অবস্থার দ্বন্দ্ব নাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সত্যই নাটকের বহিরাঙ্গের ঘটনাবলী সরল, কোন জটিলতা নেই সেখানে। কিন্তু সবকিছু জটিলতা তার মূলে রয়েছে চরিত্রাবলীর মনের আবেগ অনুভূতিগত প্রতিক্রিয়া।

তাওফীক আল হাকীমই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পবিত্র কুরআনের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন। যাতে আধুনিক বিজ্ঞান আর দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে তাঁর সূক্ষ্ম মেধার পরিচয় দেয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সত্য ঘটনা অবলম্বনে বিজ্ঞানের Time & Space তত্ত্বটি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি দর্শন আর কল্পনায় ভর করে প্রমাণ করলেন- সময়ের সাথে চিরন্তন সংগ্রামে মানুষ যেমন বিজয়ী তেমনি বিজিত। প্রেমপ্রীতি মানব জীবনের একটি বিশেষ স্বভাব। আলোচ্য নাটকেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও রাজকন্যা পেরেশকার প্রেমের একটি বিরল ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার এবং প্রেমের আবেগ, অনুরাগ, উচ্ছ্বাস ও বিরহ যাতনার বৈচিত্রিতা তিনি নাটকটিতে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। নাট্যবৃত্তের অধিকাংশই প্রায় এতদবিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবিচ্যুত হয়ে কেউ একাকী অবস্থান করতে পারে না। তাকে কোন না কোন ভাবে সমাজ আশ্রয়ী হতে হয়। তাই সমাজে অবস্থান করেই তার চলার পথকে সুগম করে নেয়া অন্যতম দায়িত্ব। যদিও এফিসাস সম্রাট দাকিয়ানুস এর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারই ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীদ্বয় গুহা মাঝে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয় এবং তিনশ বছর ঘুমে অচেতন অবস্থায় নিগৃহীত জীবন যন্ত্রণা হতে মুক্ত থাকে তবুও জাগ্রত কালে সচেতন বিবেক তাদেরকে পূর্বাবস্থায় নিয়ে গেলেও একই কারণে তাদেরকে প্রত্যাবর্তিতও হতে হয়। সমাজ জীবনের এই বাস্তব অবস্থা তাওফীক আল হাকীমের নাট্য তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

নাটকটি লঘু বিদ্রুপাত্মকও বটে। এতে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক ইঙ্গিত বিদ্যমান। যেন এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যার কারনে পরবর্তীকালে তাকে দাকিয়ানুসের ন্যায় কলঙ্কের সম্মুখীন হতে হয়। সর্বোপরি সময়ের ব্যবধানে মানব সমাজের নানা বিষয়ের যথাযথ স্বরূপ

www.pathagar.com

উন্মোচন এবং এর কারণ বিশ্লেষন নাটকের একটি অন্যতম মৌলিক বিষয়। এক কথায় মূল্যায়ন করতে গেলে বলতে হয় আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা মহান আল্লাহর কুদরতের এক অপূর্ব নিদর্শন। পাশাপাশি আরী নাট্য জগতের কিংবদন্তি তাওফীক আল হাকীমের অপূর্ব সাহিত্য রসে সঞ্জীবিত হয়ে এটি আরবী ভাষী অগনিত পাঠককে যেমন অভীভূত করেছে তদ্রূপ أهل الكهف (আহলুল কাহ্ফ) শিরোনামের এ নাটকটি আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

নাটকে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ ঃ

ঐতিহাসিক চরিত্র :

পবিত্র কুরআনে কতিপয় যুবকের গুহার আশ্রয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু কারো নাম বলা হয়নি। অপরদিকে أهل الكهف (আহ্‌লুল কাহ্‌ফ) নাটকে নাট্যকার সংশ্লিষ্টদের নামসমূহ আবিস্কার করেছেন। যেমন রাজা দাকিয়ানুস, রাজা থিয়োডাসিয়াস, রাজকন্যা প্রথম পেরেশকা, দ্বিতীয় পেরেশকা, রাজপণ্ডিত গালিয়াস, মন্ত্রী মিশলেনিয়্যা, মরনুশ, মেষপালক ইয়ামলিখা (তাফসীরে তামলিখা বলা হয়েছে),[২০৭] কুকুর কিতমীর ইত্যাদি নাম বা চরিত্রগুলো সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক।

ঐতিহাসিক স্থানঃ

পবিত্র কুরআনে রকীম ছাড়া আর কোন স্থানের নাম বলা হয়নি; অথচ নাট্যকার লেবাননের তরসূস, রাজা থিয়োডাসিয়াসের রাজপ্রাসাদের দৃশ্যায়নসহ কিছু ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক তথ্য

মিশলেনিয়্যা ও মরনুশের সম্রাট দাকিয়ানুসের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন, গোপনে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ, মিশলেনিয়্যার সম্রাট দাকিয়ানুসের কন্যা প্রথম পেরেশকার সঙ্গে প্রেম সংঘটিত হওয়া, উভয়েই বিবাহের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, মিশলেনিয়্যার নিরুদ্দেশ হওয়ার কারনে রাজকন্যা চিরকুমারী থেকে যাওয়া, সম্রাট শত চেষ্টা করেও তাকে বিবাহে রাজী করতে ব্যর্থ হওয়া, অবশেষে পঞ্চাশ বছর বয়সে তার জীবনাবসান, পরবর্তীকালে ইতিহাসে নানে'র মর্যাদা লাভ করা, দ্বিতীয় পেরেশকার কণ্ঠে স্বর্ণের ক্রুশ থাকা; যা তার পিতামহীর নিকট থেকে বংশানুক্রমিক পাওয়া, মরনুশের পুত্রের ষাট বছর

---

২০৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.), তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খণ্ড - ৫, পৃ - ৫৭১।

www.pathagar.com

বয়সে রোমান সেনাপতিবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হওয়া। ইয়ামলিখার খাদ্য ক্রয়ের জন্য গুহা থেকে রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে বের হওয়া অর্থাৎ সে সময় রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন কৌতুহলী এক শিকারী ইয়ামলিখাকে দেখে ভয়ে আৎকে ওঠা ও পালাতে উদ্যত হওয়া, ইলামলিখা তার ঘোড়ার লাগাম এটে ধরে তাকে মুদ্রা দেখানো, মুদ্রা দেখে তা দাকিয়ানুস আমলের বলে লোকটির বুঝতে পারা এবং আরো মুদ্রা আছে কিনা তা জানতে চাওয়া, ইয়ামলিখা লোকটির নিকট থেকে মুদ্রা ছিনিয়ে গুহায় প্রত্যাবর্তন করা ও এ সম্পর্কে সাথীদের বলা, সাথীরা এ অবস্থা শুনে গুহায় তাদের অবস্থান কাল নিয়ে তাদের মনে সংশয়ের উদ্রেক হওয়া, ইত্যবসরে শিকারী একদল লোকসহ ধনসম্পদের ভাণ্ডার ভেবে গুহামূখে আগমন করা, চেরাগের আলোতে গুহা অভ্যন্তরে তিন বৈসাদৃশ্য অদ্ভুত মানুষ দেখে ভূত! ভূত! বলে চিৎকার করে পালিয়ে যাওয়া, (দ্বিতীয় অঙ্কে) রাজা থিয়োডাসিয়াসের রাজপ্রাসাদের দৃশ্যায়ন, গ্রন্থ হাতে থিয়োডাসিয়াসের রাজকন্যা দ্বিতীয় পেরেশকার আগমন, রাজকন্যার গৃহ শিক্ষক হিসেবে বয়:বৃদ্ধ শুভ্রকেশী পণ্ডিত গালিয়াস উপস্থিতি, গুহাবাসী সম্পর্কে তাদের মাঝে আলোচনা, ইত্যবসরে সম্রাটের নিকট গুহাবাসীদের হাজির করানো, সম্রাট তাদেরকে মহান ধর্মযাজক বলে সম্বোধন করা, সম্রাটকে ধর্মপরায়নহেতু গুহাবাসীরা তাদের মনের কথা খুলে বলা, সম্রাটের আতিথেয়তায় নতুন রাজকীয় পোশাকে তাদের সুসজ্জিত হওয়া, মরনুশের পূত্রের খোঁজে বাইরে যাওয়া, ইয়ামলিখার পশুগুলো খোঁজ করার জন্য বেরিয়ে পড়া এবং বাইরে গিয়ে সব বৈসাদৃশ্য দেখে ও তথ্য নিয়ে তিনশত বছরের ব্যবধান উপলব্ধি করে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন তৎপর বর্তমান জগৎ সংসারে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে না পেরে পুনরায় গুহা অভিমুখে প্রস্থান, অপরদিকে মিশলেনিয়্যার দ্বিতীয় পেরেশকার সাক্ষাৎ, তাকে প্রথম পেরেশকা মনে করে প্রেম নিবেদন, দ্বিতীয় পেরেশকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়া, অত:পর প্রেমিক মিশলেনিয়্যার আকুল আবেদনে কিছুটা প্রেমাসক্ত হওয়া, পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে দু'সঙ্গীর গুহায় প্রত্যাবর্তন স্মরণ করে তারও গুহা অভিমুখে রওনা হওয়া, সেখানে তাদের তিনজনের গুহা হতে বের হওয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা স্বপ্ন না বাস্তব তা নিয়ে পর্যালোচনা করা, অবশেসে গালিয়াসসহ থিয়োডাসিয়াসের কন্যা দ্বিতীয়

www.pathagar.com

পেরেশকার গুহামুখে আগমন, নিষেধ স্বত্তেও গুহায় প্রবেশ, মিশলেনিয়্যার প্রেমের স্বীকৃতি, তাকে বেঁচে থাকার আহবান, তার প্রতি ভালবাসার অভিব্যক্তি জ্ঞাপন, সর্বশেষে পেরেশকার হাতে মিশলেনিয়্যার শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ, রাজকন্যার মৃত প্রেমিকের সঙ্গে গুহা অভ্যন্তরে থেকে যাওয়া, রাজার নির্দেশে গুহামুখে তাদের সমাধি নির্মাণ ইত্যাদি তথ্যসমূহ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়নি। নাট্যকার এ সকল ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ তাফসীর, হাদীস গ্রন্থ ও প্রাচীন ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত রূপ থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের ভাষায় নাট্যরূপ দিয়েছেন; যা ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসেবে ঐতিহাসিক-গণের নিকট সাগ্রহে গ্রহণযোগ্যতার দাবী রাখে। ঐতিহাসিক এ নাটকটি বাংলায় অনূদীত হয়েছে।[২০৮]

২০৮. তাওফীক আল হাকীমের এ বিখ্যাত নাটকটি বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য অনুবাদ একাডেমী আমেরিকা, বাংলাদেশ সেন্টার থেকে ২০০৭ সালে গুহাবাসী শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। যার অনুবাদ করেছেন ঢাকা ইস্টার্ন কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের প্রভাষক জনাব জসিম ফরায়েজী।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে আসহাবে কাহ্ফ

বাংলা সাহিত্যে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাকে অবলম্বন করেও কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ঘটনাকে অবলম্বন করেই এসকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে বাংলা ভাষায় আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ রচিত হয়নি বলেই প্রতিয়মান হয়। শুধুমাত্র সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

আসহাবে কাহ্ফ

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও রাজনীতিবিদ, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মাওঃ আবুল কালাম আযাদ (রহ্) 'আসহাবে কাহাফ' শিরোনামের এ গ্রন্থটির মূল লেখক। এটি উর্দূ ভাষায় রচিত। গ্রন্থটিতে তিনি আসহাবে কাহ্ফের প্রকৃত সরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক ও প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে আসহাবে কাহ্ফের অবস্থান স্থল, ঘটনার সময় ইত্যাদি নিরূপনের প্রচেষ্টা গ্রন্থটিতে পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইতিহাস ও বাস্তবতার নিরিখে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করেছেন এই গ্রন্থে। রচয়িতা সামগ্রিকভাবে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কিত ঘটনার স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে।

বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জ্ঞান পিপাসা নিবারণের জন্য আখতার ফারূক এ গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। যা পাক কিতাব ঘর, ৩৯ পাটুয়াটুরী থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত এ বইটির প্রথম অধ্যায়ে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য দুটি অধ্যায়ের শিরোনাম যথাক্রমে "জুলকারনায়ন" ও "ইয়াজুয মাজুয"। মূলত গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা কাহ্ফের ঘটনাবলীর আলোকে সাজানো।

সাত যুবকের গল্প

বিশ্ব বরেণ্য আলেম মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এর একগুচ্ছ প্রবন্ধের গ্রন্থিতরূপ হচ্ছে বাংলায় অনূদিত "সাত যুবকের গল্প"

www.pathagar.com

গ্রন্থখানা। বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের জন্য গ্রন্থটির অনুবাদ করেন মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন। গ্রন্থটি মাকতাবাতুল আখতার, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলা বাজার থেকে ২০০৮ সনে প্রকাশিত হয়। ৭৯ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের কাহিনী ও এর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। গ্রন্থাকার অতি সংক্ষিপ্তাকারে প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাকে উপস্থাপন করেছেন ।

কাসাসুল কুরআন

"কাসাসুল কুরআন" শিরোনামের এ গ্রন্থটির মূল লিখক বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা হিফজুর রহমান শেওহারবী। মূলত তিনি এই গ্রন্থে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদের সামনে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্বলিত এ গ্রন্থখানা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪ সনে প্রকাশ করে। গ্রন্থটির অনুবাদক মাওলানা আবু জাফর মকুবল আহমদ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডে ৩৬ পৃষ্ঠা জুড়ে (২১৭-২৫১) আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থকার আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তার এই গ্রন্থে।

www.pathagar.com

উপসংহার

আসহাবে কাহ্ফ বা গুহাবাসী যুবকদের বহু বছর ঘুমানো ও ঘুম থেকে জেগে উঠার উল্লেখিত এ ঘটনা মহান আল্লাহর অলৌকিক ঘটনা বৈ অন্য কিছুই না। বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা কাহ্ফে বলেন, 'এটা (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা) আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম'। পবিত্র কুরআনুল কারীমকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায়, সমগ্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ) পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোন ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করেননি; বরং প্রতিটি ঘটনা বা কাহিনীর শুধুমাত্র ঐ অংশই পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মানবজাতির হেদায়াত ও শিক্ষা সম্পৃক্ত রয়েছে। আর এটাই হলো পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি। আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মত ও পথের মানুষকে চিরন্তন এ সত্য কথাটির শিক্ষা প্রদান করা যে, মানুষের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, উন্নতি-অবনতি ও জীবন-মরণসহ যাবতীয় বিষয়ের একচ্ছত্র মহা নিয়ন্ত্রক হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা, এতে অন্য কারও কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অল্প সময় কিংবা অধিক সময় ঘুমে আচ্ছন্ন রাখতে পারেন। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা চিরন্তন সত্য মৃত্যুর পর মানুষকে কিয়ামতের দিন পুনরোত্থিত করবেন এবং তাদের কর্মের পুংখানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করবেন। মহান আল্লাহর এই অপার ক্ষমতার বিষয়টিই পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানবজাতীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের আল্লাহ তা'আলা তিন ঘন্টা নয়, তিন দিন নয়, তিন মাস নয়, তিন বছর নয়, তিন যুগ নয় বরং তিন তিনটি

www.pathagar.com

শতাব্দিকাল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রেখে পুনরায় জাগিয়ে তুলেছিলেন। অলৌকিক এ ঘটনার মাধ্যমে মৃত্যুর পর মানুষের পুনরোত্থান যে নিশ্চিত সত্য ও বাস্তব সম্মত তা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যে কোন কাজ, যে কোন ঘটনা ও এগুলোর অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য ও ব্যাখ্যা যে একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রনাধীন তা আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ঘটনার মাধ্যমে মানব জাতীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনুল কারীমে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মানব জাতিকে অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও সত্যের ও দ্বীনের পথে অবিচল থাকার শিক্ষাও প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে বলব, আসহাবে কাহ্ফের যুবকরা ছিল বয়সে তরুণ ও যুবক। তাঁরা অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেনি; বরং তাঁরা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল ছিল। সত্য ও ন্যায়ের পথে তাদের এ অবিচলতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের এই অবিচলতাকে বিশ্ববাসীর সামনে এক অলৌকিক নিদর্শন হিসাবে প্রকাশ করেছেন।

অবাধ তথ্য প্রবাহের বর্তমান এই আধুনিক বিশ্বে পৃথিবীর প্রায় সব বস্তুই সহজ লভ্য হলেও সত্য ও ন্যায়ের পথের পথিকের সংখ্যা অতি নগন্য। ফলে সমাজে অশান্তির সয়লা ঘটছে দূর্বার গতিতে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের অলৌকিক ঘটনা থেকে বর্তমান সময়ের যুবশ্রেণী যদি সত্যের পথে অবিচল থাকার দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করার শিক্ষা নেয় , তাহলে তাদের উপরও অবধারিতভাবে মহান আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হবে এবং অশান্তিময় সমাজের পরিবর্তে শান্তিময় ও সুখি-সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ সম্ভব হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহ্ফের যুবকদের ন্যায় সত্য ও ন্যায়ের পথে শিসা ঢালা প্রাচীরের মত অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন ! আমীন।

•

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআনুল কারীম
২. আল কুরআনুল কারীম (অনুবাদ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৯
৩. আব্দুর রমান আহমাদদ ইবনে শুয়াইব আনব নাসাঈ, সুনানে নাসাঈ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত, ১৯৯৫
৪. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশয়াস, সুনানে আবু দাউদ, মাকতাবাতু রাশিদিয়া, দিল্লী, তা.বি
৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, অনুবাদ, মাও আব্দুল্লাহ বিন সাইদ জালালাবাদী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯১
৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, , সহীহ বুখারী, শিরকাত মুখতার, দেওবন্দ, ১৯৮৫
৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাযাহ, সুনানে ইবনে মাযাহ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত, তা.বি.
৮. আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নিসাপুরী, আল মুস্তাদরাক, দারুল মারিফাত, বৈরুত, তা.বি.
৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্ তিরমিযী, জামিউত্ তিরমিযী, মাকতাবাতু রাশিদিয়া, দিল্লী, তা.বি.
১০. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত্ তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, দারু ইয়াহিয়াউত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত, তা.বি.
১১. আবু বকর আল জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, সোহায়েল একাডেমী, লাহোর, ১৯৯১
১২. আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, শিরকাত মুখতার, দেওবন্দ, ১৯৮৬
১৩. আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, বৈরুত, ১৯৭৭
১৪. আল্লামা আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারী, তাবারী শরীফ, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২

www.pathagar.com

১৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আল আইনী, উমদাতুল কারী, দারুল ফিকর, বৈরুত, তা.বি.

১৬. আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ্ পানিপথী, তাফসীরে মাজহারী, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪

১৭. আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী, আল কাশ্শাফু হাকায়িকিত্ তানযূল তাফসীরে কাশ্শাফ, দারুল মারিফাত, বৈবুত, তা.বি

১৮. আল্লামা হিফজুর রমান সেওারবী, কাছাসুল কুরআন, অনুবাদ, আবু জাফর মকবুল আহমদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০৪

১৯. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর, অনুবাদ, অধ্যাপক আখতার ফারুক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০০

২০. ইমাম মালেক ইবনে আনাস, আল মুয়াত্তা, শিরকাত মুখতার, দেওবন্দ, তা.বি.

২১. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, আসহাবে কাহ্াফ, অনুবাদ, আখতার ফারুক, পাক কিতাবঘর,ঢাকা, ১৯৬৩

২২. মাওলানা শব্বীর আহমদ উসমানী, তাফসীরে উসমানী, অনুবাদ, আব.ম. সাইফুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৬

২৩. মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.), সাত যুবকের গল্প, অনুবাদ, মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, মাকতাবাতুল আখতার, ঢাকা, ২০০৮

২৪. মুফতী হিফজুর রমান (সম্পাদক), ইযাহুল মুসলিম, দারুল উলুম লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০১০

২৫. মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, আল মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম, দারুল হাদীস, কায়রো, ২০০৭

২৬. মুফতী মুহাম্মত শফী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, অনুবাদ, মাওলানা মহীউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারাহ্, খাদেমুল হারামাইন আশ্ শারীফাইন বাদশাহ্ ফাহাত কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিজরী

২৭. কাযী নাসিরুদ্দীন আবু সাঈদ উমার আল বায়যাভী, আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল (তাফসীরে বায়যাবী) দারুল ফিরাস লন নাশর, ইউ.পি, তা.বি.

www.pathagar.com

২৮. সম্পাদনা পরিষদ, আবরী-বাংলা অভিধান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০০৩

২৯. সম্পাদনা পর্ষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭

৩০. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফি যলালিল কুরআন, অনুবাদ, হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমাদ, আল কুরআন একাডেমীম ১৯৯৮

৩১. হাফিজ আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী, ফাতহুল বারী, দারুল ফিকর, বৈরুত, তা.বি.

৩২. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মাহল্লী, তাফরীর জলালাইন, শিরকাত মুখতার, দেওবন্দ, তা.বি

৩৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রমান, আধুনিক আবরী-বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩।

ড. আদহাম ইসমাঈল ও ড. নাজী ইব্রাহীম, তাওফীক আল হাকীম, মিশর।

=০=

ইফা—২০১৬-২০১৭—প্র/০৩২.১১.০১৩—(উ)—৩,২৫০

www.pathagar.com